কে বড় লাভবান

من هو الفوز العظيم

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

কে বড় লাভবান
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

প্রকাশক :
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা
থানা-শাহ মখদুম, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ :
মুহাররম ১৪২৭ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী
মাঘ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ :
মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী
পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ :
তূবা কম্পিউটার
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭।

নির্ধারিত মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

K BORO LAVOBAN

Written & Published by Abdur Razzaque bin Yusuf, Muhaddis, Al-Markazul Islami As-Salafi, Nawdapara, P.O. Spura, P.S. Shahmakhdum, Rajshahi. Mobile: 01717088967.
Fixed Price : Tk. 50.00 Only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

'কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত' বইটি বের করার পর থেকেই 'কে বড় লাভবান' নামে একটা বই বের করার আশা করেছিলাম। অনেক দ্বীনি ভাই এই নামে একটি বই বের করার জন্য অনুরোধও করেছেন। আমি ঐ নামে একটি বই লেখার আশা পোষণ করে আসছিলাম এবং মনে মনে ভাবছিলাম কে বড় লাভবান হতে পারে ও কি করলে বড় লাভবান হওয়া যায়? মানুষতো মনে করে দুনিয়াতে নগদ কিছু পাওয়ার নামই লাভবান হওয়া। আর লাভবান হওয়ার আশায় মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে মনে-প্রাণে চেষ্টা করে। স্ত্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় অনুগ্রহ, তাকে মূল্যায়ন না করে তার মাধ্যমে নগদ কিছু পাওয়ার আশায় উপার্জনের যে কোন ক্ষেত্রে পাঠাতে প্রস্তুত হচ্ছে। বড় লাভবান হওয়ার আশায় মানুষ ছেলেমেয়ের পিছনে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করছে। মানুষের উপার্জনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ যে কোন মূল্যে বড় লাভবান হতে চায়। এখন দেখছি সৃষ্টি ও স্রষ্টা সকলেই বড় লাভবান হওয়ার কথা বলে। এজন্য আমরা জানতে চাই কে বড় লাভবান? কিভাবে বড় লাভবান হওয়া যায়?

কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বড় লাভবান হওয়ার পথ ও পন্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষ জাল-যঈফ হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী ও মিথ্যা তাফসীরের ভিত্তিতে বড় লাভবান হতে চায়, যা অসম্ভব ও অবাস্তব। মানুষ বড় লাভবান হওয়ার আশায় জাল-যঈফ হাদীছের মাধ্যমে বেশী বেশী আমল করে জান্নাত কিনতে চায়। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত পন্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া ইবাদতের পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া মানুষের ফরয, নফল কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট কবুল হয় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮, 'মদীনার মর্যাদা অনুচ্ছেদ')*। রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া বেশী বেশী ছালাত, ছিয়াম ও তাসবীহ তাহলীলকারীকে রাসূল (ছাঃ) হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং এমন ইবাদতগুযার ব্যক্তিদেরকে যারা হত্যা করবে তারা সবচেয়ে বেশী নেকীর অধিকারী হবে বলে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন *(বুখারী ২/১০২৪পৃঃ)*। এজন্য এ বইটিতে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ

অনুসরণ করে অধিক আমল করার নমুনা যথাসাধ্য পেশ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ সত্যিকার বড় লাভবান হতে পারে। বইটি পাঠে সাধারণ মুসলিমগণ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমি জেনে-শুনে কোন যঈফ হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ করিনি এবং অপ্রয়োজনীয় কোন কথা কিংবা কোন কিচ্ছা-কাহিনীও পেশ করিনি। কোন মাযহাব বা কোন ব্যক্তির মতামত পেশ করার প্রয়োজন মনে করিনি।

যারা বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। সেই সাথে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তা'আলা আমদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন-আমীন!

॥ বিনীত লেখক॥

আল্লাহ যাকে বড় লাভবান বলেন

আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু সবার চেয়ে বড়, সবার চেয়ে জ্ঞানী, সবার চেয়ে বড় বিচারক, সবার চেয়ে বড় সহযোগী, সবার চেয়ে বড় দাতা। এজন্য আমাদের জানা দরকার তিনি কাকে সবচেয়ে বড় লাভবান বলেছেন? তারপর জানতে হবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষ হিসাবে সবচেয়ে বড় মানুষ, তিনি কাকে বড় লাভবান বলেছেন? এরপর জানব, সাধারণ মানুষ কাকে বড় লাভবান বলে?

আল্লাহ তা‘আলা অনেক মানুষকে বিভিন্ন কর্মের কারণে বড় লাভবান বলেছেন। আমি তার দু’একটা নমুনা পেশ করলাম।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার’ *(হুজুরাত ১৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন’ *(তালাক ২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا– ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন’ *(তালাক ৪)*।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا– ‘যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন’ *(তালাক ৫)*। অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানী। এরাই মূলত বড় লাভবান।

আল্লাহ তা‘আলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারীদেরকে বড় লাভবান বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا–

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের আমলকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে বড় লাভবান’ *(আহযাব ৭১)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেন, ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে না সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত’ *(আহযাব ৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যারা আমার অনুসরণকে উপেক্ষা করে তারা নাফরমান, তারা নাফরমান, তারা নাফরমান’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যারা আমার অনুসরণ করে না তারা আমার শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত নয়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*। আল্লাহ তা‘আলা অর্থ বণ্টনের এক বিস্তারিত বিবরণের পর বলেন, ‘এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধান বা সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তাকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা’ *(নিসা ১৩)*। এরাই হচ্ছে বড় লাভবান। আল্লাহ তা‘আলা বড় লাভবানদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন, ‘যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেজগারিতারপথ অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় নেই তাদের কোন কষ্ট, দুঃখ, বেদনা নেই। তাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই হচ্ছে বড় সাফল্য’ *(ইউনুস ৬৪)*। এরা উভয় জীবনে লাভবান।

আল্লাহ তা‘আলা বড় লাভবানদের পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। ক্বিয়ামতের দিন আপনি যাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এটা হবে মহা সাফল্য। (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ গ্রহণে কঠোরতা আরোপ করবেন না। সমগ্র মানব সমাজের সামনে জীবনের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করবেন না।) এমন ব্যক্তির প্রতি তুমি দয়া করলে, এটাই হচ্ছে বড় সফলতা, এরাই বড় লাভবান (মুমিন ৯)। যারা সঠিক ও নির্ভুল আক্বীদায় বিশ্বাসী ও নেক আমলে অভ্যস্ত এবং ঈমানের সত্যতা, যথার্থতা ও চারিত্রিক-দৈহিক নিষ্কলুষতা বিধানে নিয়োজিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘সে দিন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীদের দেখবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা’ (হাদীদ ১২)। আল্লাহ তা‘আলা মুমিন নারী-পুরুষকে বলেন, ‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর নিজের ধন-মাল ও আত্মার বিনিময়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। এতে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে এবং চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর দান করবেন। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা’ *(ছফ ১২)*।

আল্লাহ তা‘আলা বড় লাভবানদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে আল্লাহ তার পাপ মুছে ফেলেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(তাগাবুন ৯)*। তিনি আরো বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(বুরূজ ১১)*।

তিনি আরো বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ– ‘যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা এই যে, আল্লাহ তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন' *(মায়েদাহ ৯)*।

আল্লাহ তা‘আলা বড় লাভবানদের পরিচয় উল্লেখ করে আরো বলেন, ‘তোমরা যদি ঈমান ও আল্লাহভীতি অবলম্বন কর, তবে তোমরা বড় প্রতিদানের অধিকারী হবে' *(আলে ইমরান ১৭৯)*। তিনি আরো বলেন, ‘যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিফল' *(ফাতির ৭)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিফল' *(মুলক ১২)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় মানুষ ঈমান, সৎ আমল ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে বড় লাভবান হতে পারে। সুতরাং লাভবান হওয়ার প্রথম শর্ত ঈমান। অতএব ঈমান কি জিনিস তা জানা আবশ্যক। জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ-কে বললেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘ঈমান হচ্ছে তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২)*।

এই বিষয়গুলির প্রতি ঈমান আনার জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন, آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ– ‘রাসূল ঈমান এনেছেন ঐসব বস্তুর প্রতি যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং মুমিনগণও ঈমান এনেছেন। রাসূল (ছাঃ) ও মুমিনগণ প্রত্যেকেই ঈমান এনেছেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি' *(বাক্বারাহ ২৮৫)*। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا– ‘অতএব যে বিশ্বাস করে

না আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে' *(নিসা ১৩৬)*।

উল্লেখ্য যে, তিনটি বিষয়ের উপর ঈমান আনলে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয়। (১) তাঁর দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের উপর (২) তাঁর গুণাবলীর উপর (৩) তাঁর অধিকারের উপর।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমাদের কেউ কোন ব্যক্তিকে মারধর করে, তবে সে যেন মুখের উপর না মারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৫)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ 'পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ। তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৫৫)*। অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় নফসের ভীতি প্রদর্শন করেন' *(আলে ইমরান ৩০)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ : يَا عِبَادِيْ، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ-

আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নফসের জন্য যুলুম হারাম করেছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস রয়েছে।

عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখে হাসবেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শহীদ করে। তারপর যে শহীদ করেছিল সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে সেও শহীদ হয়। এই দুই শহীদ যখন এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ হাসবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হাসেন। হাসার মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর রয়েছে, যা হাসার উপযোগী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ 'হে রাসূল! আপনি বলুন, ধন-সম্পদ ও সম্মান আল্লাহর হাতে রয়েছে' *(আলে ইমরান ৭৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- 'পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই মহান আল্লাহর, যাঁর হাতে রয়েছে বিশ্বের সকল বিষয়ের ক্ষমতা। তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে' *(ইয়াসীন ৮৩)*।

عن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ শাফা'আত করার জন্য অনুরোধ নিয়ে আদম (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং বলবে হে আদম! আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে তৈরী করেছেন, সর্বপ্রথম আপনাকে জান্নাতে রেখেছেন, ফিরিশতা দ্বারা সিজদা করিয়েছেন, সৃষ্টির সব জিনিসের জ্ঞান দান করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা'আত করুন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হাত আছে, যা দ্বারা তিনি আদমকে তৈরী করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِيْنَ بِشِمَالِهِ-

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আসমান সমূহ গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ। কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী যালিমরা? অতঃপর বাম হাতে যমীন

সমূহ পেঁচিয়ে নিবেন। অন্য বর্ণনায় আছে যমীন সমূহ অপর হাতে নিবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫২৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দুই হাত আছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের অন্তর সমূহ আল্লাহর আঙ্গুল সমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি ইচ্ছামত অন্তরের পরিবর্তন ঘটান। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে অন্তরের আবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার হাতের আঙ্গুল রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّيْ-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার প্রতিপালক আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাযার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোন আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাযারের সাথে সত্তর হাযার এবং আমার প্রতিপালকের আরো তিন অঞ্জলি ভর্তি লোক জান্নাতে দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর অঞ্জলি রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই আসামান-যমীন সমূহ ও অন্য সব কিছুর একমাত্র

অধিপতি। যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে বাদশাহ বলে বহু কিছু করেছে, আজ তারা কোথায়'? *(বুখারী, মুসমিলম, মিশকাত হা/৫৫২২, বাংলা মিশকাত হা/৫২৮৮)*।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী আল্লাহর মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশ সমূহ তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে। এই লোকেরা যে শিরক করে, তা হতে তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে' *(যুমার ৭৭)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুষ্টি আছে এবং ডান ও বাম মুষ্টি আছে। তিনি আরো বলেন, وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ 'আল্লাহ বান্দাদেরকে সর্বক্ষণ দেখেন' *(আলে ইমরান ১০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ 'আল্লাহ সব কিছুই দেখতে পান যা তোমরা কর' *(বাকারাহ ৯৬)*। অন্য জায়গায় তিনি আরো বলেন, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا 'হে নূহ! তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা তৈরী কর' *(হূদ ৩৭)*। এসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর চক্ষু আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'আল্লাহ শোনেন এবং সব কিছু জানেন' *(আলে ইমরান ১২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى '(মূসা ও হারূণ) তোমরা ভয় কর না, ফেরাউন ও তার জাতি তোমাদের সাথে যা করবে, তোমাদের বিরুদ্ধে যা বলবে, আমি তা শুনব ও দেখব' *(ত্ব-হা ৪৬)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর চক্ষু ও কর্ণ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْد فَلاَ يَسْتَطِيعُوْنَ- 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ পা বের করে দিবেন এবং তাঁর পায়ে সিজদা করার নির্দেশ দিবেন। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য ছিল, তারা সিজদা করতে পারবে না। তবে যারা ঈমানদার তারা সিজদা করতে পারবে' *(কালাম ৪২-৪৩)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِه فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন যখন আমাদের প্রতিপালক পায়ের গোছা প্রকাশ করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সকলেই তাঁকে সিজদা করবে। তবে যারা লোকদেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে সিজদা করেছে, তারা সিজদা করতে পারবে না। তারা সিজদা করার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তাদের পিঠ ও কোমর কাষ্ঠ ফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪২, বাংলা মিশকাত হা/৫৩০৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পায়ের গোছা রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা জাহান্নামের মধ্যে না রাখবেন। ঐ সময় জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯৪, বাংলা মিশকাত হা/৫৪৫০)*। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পা আছে এবং তা ঢাকা থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক প্রথম আকাশে আগমন করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্থানান্তর হন।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً وَفِيْ رِوَايَةٍ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تَضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ–

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে নিশ্চিতভাবে স্বচক্ষে প্রকাশ্য দেখতে পাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহকে দেখতে তোমরা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫, বাংলা মিশকাত হা/৫৪১২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, বড় লাভবান হওয়র তিনটি উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আর ঈমানের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহকে নিরাকার বলে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশী বেশী আমল করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না। যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে মানে না, তারা আল্লাহকে নিরাকার মনে করে। আর আল্লাহকে নিরাকার মনে করা হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের নামান্তর। এ বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশী বেশী আমল করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না। এজন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করা এবং তিনি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা। আর এইভাবে স্বীকারোক্তি দেয়া যে, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তিনি একক ও অনন্য, তিনি নিরপেক্ষ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরীক নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনি চিরকাল আছেন ও থাকবেন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডিভুক্ত নন। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। তিনি দয়াশীল ও দয়াময়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। পৃথিবীর সবকিছু তাঁর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। তিনি সবকিছু জানেন, দেখেন ও শোনেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর, অণু হতে পরমাণু, গুপ্ত হতে গুপ্ততর কল্পনা এবং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর শব্দ কিছুই তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি কথা বলেন। কুরআন তাঁর বাণী। তিনি সমস্ত সৎ গুণাবলীতে গুণান্বিত এবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলী হতে পবিত্র। তিনিই বিশ্বকে, মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীকে, বস্তু ও বস্তুর গুণাবলীকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং আমাদের উপর তাঁর ইচ্ছামত হুকুম জারী করার অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবন যাপনের যাবতীয় অবশ্য পালনীয় নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর এই সকল নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। তাঁর কোন কাজই অন্যায় অবিচার প্রসূত নয়। তিনি যা করেন, সবই সঠিক এবং সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য করেন। অন্যায়-অবিচার তখনই হয় যখন কেউ অন্যের রাজ্যে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। আর তিনি যা করেন, তা নিজের রাজ্যে ও নিজের অধিকারেই করেন। তিনি যাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, সে তার

উপযোগী এবং সেটাই তার জন্য মঙ্গল। তিনি যাকে যা দেন, সেটা তাঁর অনুগ্রহ। কারণ কোন কিছুই তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি গুনাহের শাস্তি ও নেকীর প্রতিদান দেন। কিন্তু এতে তিনি বাধ্য নন। মানুষ এভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সৎ আমল করলে বড় লাভবান হবে ইনশাআল্লাহ। এরূপ বিশ্বাসের ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকুমের অধীন হয়ে যায়। সে কখনও আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিছু করতে পারে না। যার ঈমান এরূপ নয়, তার ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান হওয়াই উচিত।

মালাইকা বা ফিরিশতার প্রতি ঈমান :

মালাইকাগণের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে তারা আল্লাহর জগতসমূহের মধ্যে একটি জগত। তাঁরা নূরের তৈরী। তাঁরা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। তারা নারীও নন, পুরুষও নন। তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি পরিচালনার জন্য নানাবিধ কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। তাদের আমরা দেখি না বলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের কোন জিনিসকে না দেখা বা না জানা, তা না থাকার কারণ হতে পারে না। এই পানি ও বাতাসের মধ্যে অনেক জীবানু রয়েছে, যা আমরা দেখতে পাই না। তাই বলে আমরা তা অবিশ্বাস করি না। এছাড়াও কুরআন-হাদীছে যখন তাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তখন কুরআন-হাদীছ মানব আর তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখব না, এটা হতে পারে না।

কিতাবের প্রতি ঈমান :

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর নবীগণের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর অনুমোদিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য যে হেদায়াত বা দিকনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, তার নাম কিতাব। কিতাবের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, এসকল কিতাবে যা কিছু ছিল তা সত্য এবং আপন যুগের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। অতঃপর কিতাবধারীগণ কর্তৃক তা বিকৃত হয়েছে অথবা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা নতুন কিতাব প্রেরণ করেছেন। এরূপ কিতাবের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে চারটি কিতাব প্রধান। মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত, দাউদ (আঃ)-এর উপর যবূর, ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআন তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে রহিত করেছে। পূর্ববর্তী কোন কিতাবের হুকুম এখন চলবে, এরূপ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি মুমিন-মুসলিম নয়। কুরআনের অনুসরণ করা ব্যতীত কারো পক্ষে আল্লাহর মনোনীত পন্থা লাভ করা সম্ভব নয়।

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান :

রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। শরী'আতের পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বান্দাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী ও কিতাব সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। নবী অর্থ সংবাদদাতা। শরী'আতের পরিভাষায় যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে অহীর মাধ্যমে হেদায়াত করেন। নবী-রাসূলগণের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হেদায়াতের জন্য অর্থাৎ তাদের জীবন-যাপনের ব্যাপারে আল্লাহ মনোনীত পন্থা বলার জন্য এবং হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। সকল নবী গুনাহ হতে পবিত্র ছিলেন এবং আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন। কুরআন মাজীদে ২৫ জন নবীর নাম রয়েছে এবং হাদীছে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবীর সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত, টীকা-৩)*। উল্লেখ্য যে, কেউ নবীগণের সংখ্যা দু'লক্ষ চব্বিশ হাযার বলে থাকেন, এটা সঠিক নয়।

ক্ষমা প্রার্থনাকারী

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, সবচেয়ে বড় লাভবান হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চায়। ক্ষমা প্রার্থনা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন, অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত বেশী খুশী হন না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) দিনে প্রায় সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِيْنَ اَلتَّوَّابُوْنَ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী। উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে, ক্ষমা চায়' *(আবু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৪০; বাংলা মিশকাত হা/২২৩৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়।

عَنِ الاَغَرِّ الْمُزَانِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ-

আগার মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তাঁর নিক তওবা করি' *(মুসলিম মিশকাত হা/২৩২৫;*

বাংলা মিশকাত হা/২২১৭)। রাসূল (ছাঃ) এমন একজন নবী যার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি দিনে ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। তাহলে আমাদের কতবার ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন তা বিবেচনা করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم فِيْمَا رَوَى عَنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِيْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নাাম করে বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত কিন্তু আমি যাকে আহার দেই। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন বা বস্ত্রহীন কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/২২১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিকট সঠিক পথ, খাদ্য, বস্ত্র ও ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আর এসব কিছু তিনি প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে আমাদের চাওয়া উচিত।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ

الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কি? তিনি বললেন, নেই। সে তাকেও হত্যা করল এবং বার বার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে যাও, অমুককে জিজ্ঞেস কর। এসময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে স্বীয় সিনাকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা দল পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এসময় আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রামকে বললেন, তুমি মৃতের নিকট আস আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফিরিশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ। মেপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৭; বাংলা মিশকাত হা/২২১৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন অপরাধী আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে, তাকে ক্ষমা করা হবে। এই লোকটি তওবা করার সুযোগ পায়নি, ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল মাত্র। তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ফিরিশতাদের সামনে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। এত বড় অপরাধীকে যদি আল্লাহ তা'আলা কৌশলে ক্ষমা করেন, তাহলে আমাদের কেন ক্ষমা করবেন না। আমরা খালেছ অন্তরে তওবা করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বরং আমরা ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা করলে আল্লাহ আমাদেরকে কৌশলে ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهُ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! যদি তোমরা গুনাহ না করতে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত।

আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮; বাংলা মিশকাত হা/২২২০)*।

ব্যাখ্যা : হাদীছে গুনাহর অনুমতি দেয়া হয়নি বরং ক্ষমার প্রশস্ততা বুঝানো হয়েছে। কোন মানুষ যেন গুনাহ করে নিরাশ না হয়। কারণ গুনাহ করার ক্ষমতা মানুষের আছে ফিরিশতাদের নেই। আর এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। অতএব খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে নিশ্চিত ক্ষমা হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গুনাহগার যারা তারা তওবা করে। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গুনাহগার ব্যক্তিরা তওবা করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৯; বাংলা মিশকাত হা/২২২১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন অপরাধী দিনে ও রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে পারে, তাহলে সে নিশ্চিত ক্ষমা পাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রেখেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক তাবারকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে (এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে) প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন কে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিব' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*।

ব্যাখ্যা : পৃথিবী যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা-অশ্লীল কথা, গীবত-তোহমত, অত্যাচার-অবিচার, সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া ইত্যাদি অন্যায়ে পরিপূর্ণ। এরপরেও আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ ভাগে প্রথম আকাশে নেমে এসে বলেন, কে আমাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা চায়, তাকে আমি ক্ষমা করে দিব এবং আমার কাছে যে যা চায় আমি তাকে তা দিব।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩১; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩)*।

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তওবা করলে তার তওবা কবুল করা হবে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য ওঠার পর তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর এটা হবে ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা ও ক্ষমা চাওয়াতে আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যার বাহন একটি মরু প্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায় যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের

নিকট এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২; বাংলা মিশকাত হা/২২২৪)*।

ব্যাখ্যা : মানুষ তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ কত খুশী হন তার বাস্তব চিত্র দেখাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বনী ইসরাঈলের এক কাহিনী বর্ণনা করলেন। এক লোক মরু প্রান্তরে ছিল। যেখান থেকে পায়ে হেঁটে লোকালয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর তার খাদ্য-পানীয়ও তার বাহনের উপর ছিল। বাহনটি তার নিকট হতে ছুটে পালায় এবং সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। এতে লোকটি বাড়ী ফিরার আশা ও বাঁচার আশা ত্যাগ করে এক গাছের নিচে শুয়ে পড়ে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষা করতে থাকে। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দণ্ডায়মান। সে তৎক্ষণাৎ তার লাগাম ধরে আনন্দ ও উৎফুল্ল হয়ে ভুল করে বলে ফেলে, হে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রতিপালক। এই লোক বাহন পেয়ে যেমন খুশী আল্লাহ তওবাকারীর প্রতি তেমন খুশী হন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا أَصَاب ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ، أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ: قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক!

আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩; বাংলা মিশকাত হা/২২২৫)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অপরাধ যতবারই হোক নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ ক্ষমা করেন এ বিশ্বাস রেখে একাধিকবার অপরাধ করে ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা হবে। হাদীছের অর্থ এই নয় যে আল্লাহ গুনাহ করার আদেশ করলেন; বরং আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে।

عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ-

জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে বা আমার নামে কসম খেতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। যাও আমি তাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। তিনি অনুরূপ বলেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২২২৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন বড় অপরাধীকে দেখে বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। কারণ এতে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং ঐরূপ যে বলে তার আমল নষ্ট করে দেন। প্রত্যেক মাকুষের এ আশা রাখা ভাল হবে যে, যে কোন অপরাধী ক্ষমা পেতে পারে বা পাবে ইনশাআল্লাহ।

عن شَدَّادِ بْنِ أَوسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ،

وأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ-

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ দো‘আ হল তোমার এরূপ বলা- আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহকে আমি স্বীকার করি এবং আমার অপরাধকে স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এ দো‘আর প্রতি বিশ্বাস রেখে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে বিশ্বাস করে রাতে বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)*।

অত্র দো‘আটি ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ। এতে গুনাহকে স্বীকার করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকেও স্বীকার করা হয়েছে। আর চরম বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। এদো‘আ সকালে পড়ে সন্ধ্যার আগে মারা গেলে জান্নাতে যাবে এবং সন্ধ্যায় পড়ে সকালের আগে মারা গেলে জান্নাতে যাবে। কাজেই সকাল-সন্ধ্যা এ দো‘আটি পড়া একান্ত কর্তব্য।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئاً، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং

আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা যদি ক্ষমা চাই আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন। এতে কোন হিসাব করবেন না যে, কত বড় অপরাধীকে ক্ষমা করলাম। পৃথিবীর সমপরিমাণ পাপ হলেও তিনি কারো পরওয়া না করে ক্ষমা করবেন, যদি আমাদের শিরকের গুনাহ না থাকে। কাজেই আমরা বুক ভরা আশা ও মনে ভয়-ভীতি নিয়ে যেকোন সময় ক্ষমা চাইতে পারি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন যেখান হতে সে কখনো ভাবে না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯; বাংলা মিশকাত হা/২২৩০)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ ক্ষমার পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ তাকে তিনটি সুবিধা দান করেন (১) যে কোন সমস্যা থেকে তাকে মুক্তি দিবেন (২) যে কোন চিন্তা থেকে তাকে স্বস্তি দিবেন (৩) তার অজান্তে তার রুযীর ব্যবস্থা করবেন।

عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ-

নবী করীম (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দের পুত্র ইয়াসার তার পুত্র বেলাল (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি বলল আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি-আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকট তওবাকারী। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে গিয়ে থাকে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৩৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২২৪৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা

যায় যে, অনুশোচনা করে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এই দো‘আটি বড় মাধ্যম। এ দো‘আর মাধ্যমে যুদ্ধের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে যা মহাপাপ।

আল্লাহর দয়া ও রহমত প্রার্থনাকারী

আল্লাহর দয়া ও রহমত কামনা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধকে অতিক্রম করেছে। এজন্য তাঁর দয়া পাওয়া অতীব সহজ। মানুষ তাঁর সন্তানের প্রতি যত দয়াশীল, আল্লাহ মানুষের প্রতি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী দয়াশীল।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

‘হে আমার বান্দাগণ যারা অপরাধ করেছ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ *(যুমার ৫৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَبًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, একটি লিপি লিখলেন যা তাঁর নিকট তাঁর আরশের উপর আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিতে চান না; বরং সব সময় ক্ষমা করতে চান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّه مِائَةَ رَحْمَةِ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন।

এ দ্বারাই তারা একে অন্যকে মায়া করে। এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসে। বাকী নিরানব্বইটি রহমত ক্বিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দ্বারা তিনি ক্বিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের প্রতি রহমত করবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৫; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ একটি রহমত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। যার কারণে সকল প্রাণী নিজ নিজ সন্তানকে আদর করে। মানুষ সন্তানকে আব্বু-আম্মু বলে ডেকে আদর করে চুমু খায়। গাভী তার বাচ্চাকে আদর করে জিহ্বা দিয়ে চাটে, মুরগী তার বাচ্চাকে আদর করে ডাকে। একটি দয়ার প্রতিক্রিয়া যদি এত হয়, তাহলে নিরানব্বইটি দযা আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে নিয়ে আসবেন, তার প্রতিক্রিয়া কত হতে পারে। অতএব ক্বিয়ামতের মাঠে দয়া ও রহমত পাব বলে পূর্ণ আশাবাদী ইনশাআল্লাহ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মুমিন জানত আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না। আর যদি কাফের জানত আল্লাহর নিকট কি পরিমাণ দয়া রয়েছে, তবে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হত না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর রহমত ও শাস্তির অবস্থা যখন এই তখন মানুষের পক্ষে আশা ও নিরাশার মধ্যাবস্থায় থাকাই উচিত। জীবদ্দশায় ভয় ও মরণকালে আশা পোষণ করাই বাঞ্ছনীয়। নির্ভীক হওয়া এবং নিরাশ হওয়া কুফরী।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لِأَهْلِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيْهِ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِيْنَ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ

فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। তার পরিবার-পরিজনকে বলল, অন্য বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল, বড় অপরাধ করল। কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন সে তার সন্তানদের অছিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনো দেননি। যখন সে মারা গেল তার নির্দেশ মত সন্তানরা কাজ করল। আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে স্থল ভাগকে নির্দেশ দিলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে বলল, হে প্রতিপালক! তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৯)।*

ব্যাখ্যা : লোকটি অজ্ঞ ছিল। আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল। লোকটির ধারণা সে এত বড় পাপী যে আল্লাহ তাকে এত কঠিন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি পৃথিবীর আর কোন মানুষকে দিবেন না। এরপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতএব যে কোন বড় অপরাধী ক্ষমা পেতে পারে ইনশাআল্লাহ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا–

ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রী লোকের দুধ ঝরে পড়ছে আর সে শিশু অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি

এত স্নেহ দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো না, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এই স্ত্রী লোকের সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০; বাংলা মিশকাত হা/২২৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ কত বড় দয়ালু। কাজেই এত দয়াশীল আল্লাহ সহজে তাঁর বান্দাকে জাহান্নামে দিবেন না। আমরা এ ব্যাপারে বড় আশাবাদী।

আল্লাহর নাম স্মরণকারী

যে সব আমলের বিনিময়ে আল্লাহর নবী জান্নাত লাভের ঘোষণা দিয়েছেন, আল্লাহর নাম সমূহ স্মরণ করা তার মধ্যে অন্যতম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর বেজোড়কে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৭৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, -وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহর কতক উত্তম নাম রয়েছে। তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক' *(আরাফ ১৮০)*। আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর গুণবাচক নামের মাধ্যমে তাঁকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন এবং তাকে জান্নাতে দিবেন।

তাসবীহ পাঠকারী

জান্নাতে যাওয়ার এক বড় মাধ্যম তাসবীহ পাঠ করা। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে তাসবীহ পাঠ করা। তাসবীহ পাঠ করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল উপরোক্ত বাক্যগুলি আল্লাহর নিকট সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও উত্তম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল মানুষের গুনাহ যত বেশীই হোক না কেন এই তাসবীহ দিনে একশত বার পাঠ করলে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা বলা সহজ, অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তা হল, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৮; বাংলা মিশকাত হা/২১৯০)*। এ তাসবীহটি তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী- (১) বলা খুব সহজ (২) ক্বিয়ামতের দিন পাল্লায় ভারী হবে (৩) আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয়। এই তাসবীহ পাঠ করার পরিণাম জান্নাত।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّكْسِبَ فِيْ كُلِّ يومٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ! فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِه كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ–

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এসময়ে তিনি বলেলেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? তাঁর সাথে বসা কোন ছাহাবী বললেন, কিভাবে আমাদের কেউ দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে পারে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দৈনিক একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে। এতে তার জন্য এক হাযার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৯; বাংলা মিশকাত হা২১৯১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, দৈনিক একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারলে এক হাযার নেকী লেখা হবে কিংবা এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে।

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُك عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ-

উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া হতে বর্ণিত, একদিন খুব সকালে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিকট হতে বের হলেন, যখন তিনি ফজরের ছালাত আদায় করে স্বীয় ছালাতের স্থানে বসা ছিলেন। অতঃপর রাসূল (চাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন, যখন সূর্য খুব উপরে উঠল, তখনো জুওয়াইরিয়া (রাঃ) তথায় বসা ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার থেকে পৃথক হওয়া অবধি কি তুমি এ অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, যদি তুমি এ অবধি যা বলেছ তার সাথে ওযন দেয়া হয়, তাহলে বাক্যগুলির ওযনই বেশী হবে। বাক্যগুলি হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়ারিযা নাফসিহি, ওয়াযিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ ও তাঁর বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমাণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, এ বাক্যগুলির নেকী সীমাহীন। এ বাক্যে আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা করা যায়। এই বাক্যগুলিতে আল্লাহর বেশী বেশী সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِيْ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيْ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، বলবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনিই হচ্ছেন, সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ঐ ব্যক্তির দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হবে। তার জন্য আরো একশত নেকী লেখা হবে এবং একশত গুনাহ মাফ করা হবে এবং এ বাক্য তাকে ঐ দিনের জন্য শয়তান হতে রক্ষাকবচ হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সে যা করছে তা অপেক্ষা উত্তম কেউ কিছু করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এ আমল অপেক্ষা অধিক আমল করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০২; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি এ দো'আটি দৈনিক একশত বার বলবে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে। আরো একশতটি নেকী বেশী করা হবে এবং একশতটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং সে দিন শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِربَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمًّا، وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا، وَهُوَ مَعَكُمْ، وَالَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَبُوْ مُوْسَى وَأَنَا خَلْفَهُ أَقُوْلُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فِيْ نَفْسِيْ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি রহম কর এবং নীরবে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধিরকে ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না। তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবু মূসা বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ অর্থাৎ আমার কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওহে ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে- ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৫)*।

এ হাদীছ দ্বার বুঝা গেল যে, উচ্চস্বরে তাকবীর বা যিকির করা যাবে না। কারণ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। সাথে সাথে তিনি বান্দার খুবই কাছে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর রহমত ও সাহায্য মানুষের সাথে থাকে। অত্র দো‘আটি পাঠ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ–

উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাত্রিতে জাগ্রত হয়ে বলে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। অতঃপর বলে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমায় ক্ষমা কর। অথবা কোন প্রার্থনা করে (রাবীর সন্দেহ, রাসূল কোন শব্দ বলেছেন), আল্লাহ তার সে প্রার্থনা কবুল করেন এবং সে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন’ *(বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৪৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, নিয়তির অনিষ্ট ও বিপদে শত্রুর হাসি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৪)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

আনাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, আল্লাহ আমি তোমার নিকটে আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৫)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ والهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّها أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا-

যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পাবক, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ জ্ঞান হতে যা উপকার করে না, ঐ অন্তর হতে যা ভীত বা বিনম্র হয় না, ঐ মন হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দো'আ হতে যা কবুল হয় না' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ ছিল, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নে‘আমতের হ্রাসপ্রাপ্তি, তোমার শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হতে’ *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যা আমি করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা আমি কিরনি তার অনিষ্ট হতে’ *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৪৯)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ؛ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِيْ لاَ تَمُوْتُ، وَالجِنُّ والإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, তোমরাই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তোমার সাহায্যে (তোমার শত্রুর সাথে) লড়লাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতাপের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তুমি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, আমাকে পথভ্রষ্ট করা হতে, তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না; আর জিন ও মানুষ মৃত্যু বরণ করবে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৫০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلاَقِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ *(আবু দাউদ, নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৫৪)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বলবে ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি’ অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হবে’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাহ হা/২৩০৪; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৬)*। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই তাসবীহ পাঠ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বোত্তম দো‘আ হচ্ছে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*।

বিশেষ প্রার্থনাকারী

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা, বিণয় প্রকাশ করা। আর প্রার্থনা করতে এগুলি চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়। এজন্য দো‘আ হচ্ছে ইবাদতের মূল। আল্লাহর নিকট দো‘আ অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ‘তোমরা আমার নিকট দো‘আ কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব’ *(গাফির ৬০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,-وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ- ‘আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (আপনি মানুষকে বলুন) আমি বান্দার নিকটে রয়েছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে’ *(বাকারাহ ১৮৬)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, -ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, অতীব বিনয়ের সাথে এবং অতীব গোপনে’ *(আ‘রাফ ৫৫)*। মানুষ সবকিছুই তার প্রতিপালকের নিকট চাইবে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহর নিকট চায়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; বাংলা মিশকাত হা/২১৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছোট হোক, বড় হোক সবকিছু আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।

আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন। প্রার্থনা করা নবীগণের সুন্নত। মানুষের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন। মানুষ চাইলে আল্লাহ দান করেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বড় মাধ্যম প্রার্থনা করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোনাহর কাজের দো'আ না করলে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ না করলে কিংবা দো'আতে তাড়াতাড়ি না করলে বান্দার দো'আ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানুষ বলবে আমি এ দো'আ করেছি, আমি ঐ দো'আ করেছি, কৈ আমার দো'আ তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৭)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাপ কাজের জন্য দো'আ করলে কবুল হয় না। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ করলে তাও কবুল হয় না। আবার কবুল হয় না বলে অলসতা করা যাবে না এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়াও যাবে না। আল্লাহ মানুষের দো'আকে তিন ভাগ করেন। যথা (১) যা চায় তা দেয়া হয়। যে বিপদ হতে বাঁচতে চায় তা হতে রক্ষা পায়। (২) যা চায় তার চেয়ে বেশি দেয়া হয় কিংবা যে বিপদ হতে বাঁচতে চায় তার চেয়ে বড় বিপদ হতে রক্ষা করা হয়। তখন সে মনে করে আমার দো'আ কবুল হল না। (৩) তার দো'আর প্রতিদান পরকালে পারে তখন সে মনে করে তার দো'আ কবুল হল না।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِيْنْ وَلَكَ بِمِثْلٍ-

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে যে দো'আ করে সে দো'আ কবুল করা হয়। তার মাথার পাশে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে নিযুক্ত ফিরিশতা বলেন, (আমীন) আল্লাহ কবুল কর এবং তোমার জন্যও ঐরূপ হোক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮; বাংলা মিশকাত হা/২১২৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমান ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করা উচিৎ। অগোচরে দো'আ বেশী কবুল হয়। কারণ এ সময় দো'আ কবুল করানোর জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। ফিরিশতা উভয়ের জন্য সমান কবুল হওয়া কামনা করেন।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদদো'আ করো না। নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বদদো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদদো'আ করো না। কারণ তা কবুল হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৯; বাংলা মিশকাত হা/২১২৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে কোন সমস্যার কারণে নিজের ধ্বংস কামনা করা জায়েয নয়। ছেলেমেয়েদের অন্যায়ের কারণে তাদের জন্য বদদো'আ করাও জায়েয নয়। কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অর্থ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা জায়েয নয়। কারণ কোন সময় দো'আ কবুল হয়ে যায়, তা বলা যায় না।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ-

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দো'আ হচ্ছে মূলতঃ ইবাদত' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২২৩০; বাংলা মিশকাত হা/২১২৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ-

আবু হুরায়রাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মানব দল আল্লাহর যিকির করতে বসে তখন আল্লাহর ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে রাখেন। তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর নিকটতম ফিরিশতাদের সামনে তাদের যিকিরের বিষয়টি আলোচনা করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬১; বাংলা মিশকাত হা ২১৫১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা আল্লাহর যিকির করে তাদেরকে ফিরিশতাগণ ঘিরে থাকেন। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে। আল্লাহ তাঁর সম্মানিত ফিরিশতাগণের সামনে যিকিরকারীদের মান-মর্যাদার আলোচনা করেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে জনসমাজে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মাঝে স্মরণ করি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার কাছে যেমন আশা করে আমি তার আশা তেমন পূরণ করে থাকি। বান্দা যেমন আমাকে ডাকে, আমি তেমন তার ডাকে সাড়া দেই। আমি বান্দার বিশ্বাসের অনুকূলে আচরণ করে থাকি।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তার দশগুণ

পুরস্কার রয়েছে। আমি তার চেয়েও বেশী দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণ রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। যে আমার এক বিঘত নিকটে আসে আমি তার এক হাত নিকটে যাই। আর যে আমার এক হাত নিকটে আসে, আমি তার এক বাম নিকটে হই। আর যে আমার নিকট হেঁটে আসে, আমি তার নিকট দৌঁড়িয়ে যাই এবং আমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৫)*। আল্লাহ প্রত্যেকটি ভাল কাজকে তার দশগুণেরও বেশী করেন। মানুষ যতটুকু আল্লাহর নিকটে হতে চায় আল্লাহ তার দ্বিগুণ নিকটে হন। মানুষ যে গতিতে আল্লাহর নিকটে যায়, আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী গতিতে মানুষের নিকটে যান। শরীক ছাড়া যে কোন গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষমান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلاَبُدَّلَهُ مِنْهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার কোন দোস্তকে দুশমন ভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না এমন কোন জিনিস দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে। আমি যা তার প্রতি ফরয করেছি তা অপেক্ষা এবং আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোখ হযে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে এবং যখন সে আমার নিকট কিছু চায় আমি তাকে তা দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে ইতস্ততঃ করি না। তবে মুমিনের আত্মা কবয করতে ইতস্ততঃ করি। সে মরণকে অপসন্দ করে আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে অপসন্দ করি। কিন্তু মরণ তার জন্য আবশ্যক। তবেই সে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৯)*।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাকওয়াশীল মানুষের কান, চোখ ও হাত-পা হয়ে যান। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ ইবাদত বা যিকির করতে করতে আল্লাহ হয়ে যায় বরং তার কান, চোখ ও হাত-পায়ের কর্ম হতে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী। অথবা এসকল অঙ্গ দ্বারা যে সব কল্যাণকর কাজ করতে চায় আল্লাহ তা সহজ করে দেন। অথবা এমন মানুষ সর্বদা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য নফল ইবাদত ও যিকির করে তার কান, চোখ ও হাত-পা হয়ে বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জন করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيَسْأَلُوْنَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُوْنِيْ قَالُوْا يَسْأَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِيْ قَالُوْا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِيْ قَالُوْا وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُوْنَنِيْ قَالُوْا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِيْ قَالُوْا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِيْ قَالُوْا وَيَسْتَغْفِرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা অতিরিক্ত একদল পর্যটক ফেরেশতা রয়েছে, যারা যিকিরের মজলিস অন্বেষণ করে বেড়ান। যখন এমন কোন মজলিস পান যাতে আল্লাহর যিকির হচ্ছে তারা তাদের সাথে বসে যান এবং একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের পাশ হতে এই প্রথম আসমান পর্যন্ত সমস্ত স্থানকে ঘিরে নেন। যখন যিকিরকারীগণ মজলিস ত্যাগ করে তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ফিরিশতাগণ আকাশের দিকে অতঃপর আরো উপরে উঠে যান। রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। তোমরা কোথা হতে আসলে? তারা বলেন, আমরা আপনার এমন বান্দাদের নিকট হতে আসলাম যারা যমীনে আছে এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ত্ব ও

একত্বতা ঘোষণা করছে, আপনার প্রশংসা করছে ও আপনার নিকট প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করছে? ফিরিশতাগণ বলেন, আপনার জান্নাত প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন, না হে আমাদের প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? অতঃপর ফিরিশতাগণ বলেন, তারা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস হতে পরিত্রাণ চাচ্ছে? তারা বলেন, আপনার জাহান্নাম থেকে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলেন, না হে আমাদের প্রতিপালক! তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত? অতঃপর তারা বলেন, তারা আপনার নিকট ক্ষমাও চাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা আমার নিকট যা চায় তাও দিলাম। আর যা হতে পরিত্রাণ চায় তা হতে পরিত্রাণ দিলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন ফিরিশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা, সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আর তাদের সাথে বসে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন দল যাদের সাথী হতভাগ্য হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৬০)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা যিকির করে তাদের সাথে অতিরিক্ত পর্যটক ফিরিশতা থাকেন। যিকিরকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তারা দুনিয়াতে যা চায় আল্লাহ তা দান করেন।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ-

ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম তবে তা সঞ্চয় করতাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী। যে তার স্বামীকে তার ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৭০)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ জিহ্বা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে জিহ্বা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার তরে তার দু'ওষ্ঠ নড়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৮৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৭৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। অর্থাৎ তার সাহায্য, দয়া ও রহমত সর্বদা তার উপর বর্ষিত হতে থাকে।

ডান কাতে শুয়ে নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে ঘুমন্ত ব্যক্তি

ঘুমানোর সুন্নত হচ্ছে ডান কাতে শয্যা গ্রহণ করা। নিম্নের দো'আ পড়ে ঘুমিয়ে গেলে এবং ঘুম অবস্থায় মারা গেলে, ঈমান অবস্থায় মারা যাবে। আর ঘুম থেকে জেগে উঠলে কল্যাণ সহ উঠবে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا-

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) 'যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম এবং তোমরা সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম স্বাগ্রহে ও ভয়ে। তোমার নিকট ছাড়া তোমা হতে আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার কোন স্থান নেই। আমি তোমার ঐ কিতাবকে বিশ্বাস করি যা, তুমি অবতীর্ণ করেছ। তোমার নবীকে বিশ্বাস করি যাকে তুমি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে এই দো'আ শয্যা গ্রহণের সময় বলবে এবং রাতে মারা যাবে সে ইসলামের উপর একত্ববাদের ভিত্তিতে

ঈমানদার হয়ে মারা যাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বারা ইবনু আযিব (রাঃ) কে বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মারা যাও তুমি ইসলামের উপর মরবে। আর যদি তুমি ভোরে উঠ, তবে কল্যাণের সাথে উঠবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫; বাংলা মিশকাত হা/২২৭৪)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্র দো'আ পড়ে শয্যা গ্রহণ করলে নিজের সব কিছুকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা হয়। প্রার্থনা ও আশ্রয়ের স্থল একমাত্র আল্লাহর নিকটে হয়ে যায়। কুরআন ও নবীর প্রতি দৃঢ়ভাবে স্বীকারোক্তি পেশ করা হয়। এমন লোক রাতে ঘুম থেকে জাগলে কল্যাণ নিয়ে জাগবে। কাজেই আমাদের জীবনে শয্যা গ্রহণের সময় অত্র দো'আ পড়ে ঘুমানোর অভ্যাস করা একান্ত যরূরী। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

কুরআন তেলাওয়াকারী

বড় লাভবান হওয়ার অন্যতম মাধ্যম কুরআন তেলাওয়াত করা। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়। শয়তানের প্রতিক্রিয়া থাকে না। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ রুযীতে বরকত দেন। তেলাওয়াতকারীর পক্ষে কুরআন ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ-

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদের পিছনে বের হয়ে একটি স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, সে প্রত্যহ সকালে বুতহান অথবা আকীক নামক বাজারে যাবে আর বড় কুঁজের অধিকারী দু'টি উটনী নিয়ে আসবে, কোন অপরাধ না করে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা এমন সুযোগ প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে কেন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা শিক্ষা গ্রহণ করে না, অথচ একাজ তার জন্য দু'টি উটনী অপেক্ষা উত্তম? তিন আয়াত তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম এবং চার

আয়াত চারটি উটনী অপেক্ষা উত্তম। মোটকথা যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা উত্তম হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০; বাংলা মিশকাত হা/২০০৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি বড় দামী উটনী দান করে যত নেকী পাওয়া যাবে, কুরআনের একটি আয়াত মসজিদে গিয়ে পড়লে বা পড়ালে তার চেয়ে অধিক নেকী পাওয়া যাবে। এভাবে যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা বেশী নেকী পাওয়া যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এটা ভালবাসবে যে, সে যখন বাড়ী ফিরে আসবে, তখন সে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় কুঁজ বিশিষ্ট গর্ভধারিণী উটনী পাবে? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, মনে রেখো, তিনটি আয়াত যা তোমাদের কেউ তার ছালাতে পড়ে তা তার জন্য এধরনের তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১১; বাংলা মিশকাত হা/২০০৯)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতের মধ্যে সর্বনিম্ন তিনটি আয়াত পড়লেও তাকে বড় দামী তিনটি উটনী দান করার সমান নেকী দেওয়া হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১২; বাংলা মিশকাত হা/২০১০)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা অর্থ সহকারে সুন্দর উচ্চারণে দক্ষতার সাথে কুরআন পড়তে পারে এবং নিয়মিত পড়ে তারা জান্নাতে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হবে। আর যারা সুন্দর করে কুরআন পড়তে পারে না, পড়লে আটকে যায় এবং পড়া খুব কষ্টকর হয় তাদের জন্য ডবল নেকী রয়েছে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ-

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ কোন কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদের অবনত করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০১৩)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষ ইহকাল ও পরকালে মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন তেলাওয়াত না করলে মানুষ উভয় জীবনে হবে লাঞ্ছিত।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ-

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার অতি নিকটতর হতে লাগল। আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা ছিল আল্লাহর রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ-

রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তারা ছিল ফিরিশতা। তোমার কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনে নিকটতর হয়েছিল। তুমি যদি পড়তে থাকতে তারা সকাল পর্যন্ত তথায় থেকে যেত এবং মানুষ তাদের দেখতে পেত, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারত না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৬-২১১৭; বাংলা মিশকাত হা/২০১৪-২০১৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযিল হয়। ফিরিশতারা কুরআন শুনার জন্য দল বেঁধে নেমে আসেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ঘর সমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না। নিঃসন্দেহে শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯; বাংলা মিশকাত হা/২০১৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় না সে ঘর কবরস্থানের ন্যায়। যে ঘরে কুরআন তেলাওয়া করা হয় সে ঘর হতে শয়তান পালিয়ে যায়।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সূরা দু'টি দুইটি মেঘখণ্ড অথবা দুইটি সামিয়ানা অথবা দু'টি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহর সামনে জোরাল দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাক্বারাহ পড়। কারণ সূরা বাক্বারাহ পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান ক্বিয়ামতের দিন মেঘখণ্ডের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে। সূরা দু'টি পাঠককে জান্নাতে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট জোরাল দাবী করবে। সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করলে অর্থ সম্পদে বরকত হবে। আর অলস ব্যক্তিরা এ সূরা পড়তে চায় না।

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ،

অবশেষে তিনি বললেন, তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩; বংলা মিশকাত হা/২০২১)*।

আয়াতুল কুরসী এক ব্যতিক্রম আয়াত। কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। শয্যা গ্রহণের সময় এটা তেলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে কোন ছালাতে সালামের পর আয়াতুল কুরসী পড়লে সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা মাত্রই জান্নাতে যাবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সময় জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হল, এই দরজা এদিনের পূর্বে আর কোন দিন খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দরজা হতে একজন ফিরিশতা যমীনে নামলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, এই যে, ফিরিশতা যমীনে নামলেন, তিনি এদিন ছাড়া ইতিপূর্বে কোন দিন যমীনে নামেননি। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম করলেন। অতঃপর বললেন, দু'টি নূরের জ্যোতির সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি-সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। আপনি তার যে কোন অক্ষর বা বাক্য পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৪; বাংলা মিশকাত হা/২০২২)*।

হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, অত্র আয়াতগুলি পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এই আয়াতগুলি আকাশের বিশেষ এক দরজা দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা পূর্বে কোনদিন

খোলা হয়নি। আয়াতগুলি এমন একজন ফিরিশতা নিয়ে এসেছিলেন, যিনি পূর্বে কোনদিন যমীনে আসেননি। অত্র আয়াতগুলি পড়ে যা চাওয়া হবে আল্লাহ তাই দিবেন।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا لَيْلَةً كَفَتَاهُ–

আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০২৩)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত পড়বে সে শয়তানের ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকবে। আল্লাহ তাকে বিশেষ রহমতের মাধ্যমে নিরাপদে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বাড়ীতে সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত পড়া হবে সে বাড়ীতে শয়তান প্রবেশ করে না'।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ–

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদে রাখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬; বাংলা মিশকাত হা/২০২৪)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে নিয়মিত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে নিরাপদে রাখা হবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ–

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (ইখলাছ) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২; বাংলা মিশকাত হা/২০২৫)*।

ব্যাখ্যা : সূরা ইখলাছ এত মান সম্পন্ন সূরা যা একবার পড়লে এত নেকী হবে যে, কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়লে যত নেকী হয়। অর্থাৎ সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং কিরআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়ত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহর গুণাবলী আছে। আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পাঠ করতে ভালবাসি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৮; বাংলা মিশকাত হা২০২৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাকআতে কিরা'আত শেষে সূরা ইখলাছ পড়া ভাল। কিরাআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়লে আল্লাহকে ভালবাসার প্রমাণ হয়। এতে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। আর এ ভালবাসার পরিণাম জান্নাত।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هذِهِ السُّوْرَةَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} قَالَ: إِنَّ حُبَّاكَ اِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ–

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে' *(বুখারী হা/৩১৩০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষকে সূরা ইখলাছের প্রতি বিশেষ ভালবাসা রাখতে হবে। এ সূরাকে যে ব্যক্তি ভালবাসবে আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন দু'হাতের তালু একত্র করতেন। অতঃপর তাতে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তৎপর স্বীয় শরীরের সম্ভবপর অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতেন। তিনি মাথা ও মুখমণ্ডল হতে আরম্ভ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিছানায় শোয়ার সময় দু'হাত একত্র করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে শরীরের যতদূর সম্ভব হাত দ্বারা মুছে ফেলে ঘুমানো সুন্নত। অনুরূপ তিনবার করা সুন্নত। এভাবে শয্যা গ্রহণ করলে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং সে রাতে নিরাপদে থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতেছিলে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে তোমার তেলওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট' *(আহমাদ, হাদীছ ছাহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২০৩১)*।

ব্যাখ্যা : এমন হতে পারে যে, জান্নাতের সর্বোচ্চ ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে যাওয়ার ধাপের সংখ্যা কুরআনের আয়াতের সংখ্যার সমপরিমাণ। যারা স্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াতে সর্বদা অভ্যস্ত আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে মান নির্ধারণ করবেন তাদের তেলাওয়াত যেখানে গিয়ে শেষ হবে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ : ألم حَرفٌ، وَلكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ–

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য নেকী রয়েছে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর' *(তিরমিযী হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৩৭; বাংলা মিশকাত হা ২০৩৪)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম সন্তান একটি নেকী করলে আল্লাহ দয়া করে একের স্থানে দশটি নেকী লিখে দিবেন। অতএব কুরআনের প্রতি অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আলিফ, লাম ও মীম বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হতে নিরাপদে রাখা হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৪৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত নিযমিত পড়লে, তাকে দাজ্জালের ফেতনা হতে রক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য যে, সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে, দশবার কুরআন পড়ার সমান নেকী দেয়া হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سُوْرَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূলা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল ফলে তাকে মাফ করা হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৪৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্র সূরার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ সম্পূর্ণ কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সূরার সুপারিশ কবুল করা হবে। ফলে তেলাওয়াতকারীর কবরের শাস্তি ক্ষমা করা হবে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ-

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমানেতন না *(শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৫; বাংলা মিশকাত হা ২০৫১)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ-

ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা কাফিরূণ এক চতুর্থাংশের সমান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬; বাংলা মিশকাত হা/২০৫২)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। সূরা কাফিরূণ চারবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। প্রকাশ থাকে যে, যিলযালের অংশটুকু যঈফ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا-

ওক্ববা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর

অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূল (ছাঃ) সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওক্ববা! তুমি এই সূরাদ্বয় দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ এই সূরা দ্বয়ের মত আর কোন সূরা দ্বারা কোন প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৬২; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ঝড়-ঝঞ্ঝা কিংবা যে কোন বিপদে পড়ে আশ্রয় চাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সূরা ফালাক ও নাস। নিজেও আশ্রয় চাইবে এবং সঙ্গী-সাথী ও পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলবে। আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সূরাদ্বয় যত বড় মাধ্যম আর কোন সূরা বা কোন আয়াত এত বড় মাধ্যম নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ-

আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়েব (রাঃ) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে রাসূল (ছাঃ)-কে খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়, আমি বললাম কি পড়ব? তিনি বললেন, যখন তুমি সকাল করবে তিনবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং যখন সন্ধ্যা করবে তখন তিনবার করে এই সূরাগুলি পড়বে। এই সূরাগুলি যে কোন বিপদাপদের মোকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৬৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, উক্ত সূরাগুলি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে যে কোন সমস্যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জুম'আ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৭৫; বাংলা মিশকাত হা/২০৭১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়লে অপর জুম'আ পর্যন্ত যে কোন অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং যে কোন কল্যাণ অর্জন করার জন্য আলোর মত কাজ করবে।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا-

নাওয়াস ইবনু সাম‘আন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান। আর এ সূরা দু’টি তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে’ *(মুসলিম, মিশকাত, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)*। ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াকারীর পক্ষ হয়ে কুরআন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে এবং সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন এক অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন অলৌকিক গ্রন্থ, যার শিক্ষা গ্রহণকারী এবং শিক্ষক ইহকাল ও পরকালে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী হবে। এজন্য কুরআন পড়া এবং পড়ানোর জোরাল চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، والْحَمْدُ لله تَمْلأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ لله تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، والصَّلاَةُ نُوْرٌ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، والصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا-

আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আলহামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। ছালাত হল আলো। দান হল দাতার ঈমানের পক্ষে দলীল। ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ।

প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় আত্মাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬২)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ যদি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তদনুযায়ী আমল করে তাহলে কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে জবাবদিহি করবে। অন্যথা তার বিরুদ্ধে জবাবদিহি করবে।

সুন্দর করে ওযূকারী

যেসব আমলের মাধ্যমে বড় লাভবান হওয়া যায়, সুন্দর করে ওযূ করা তার অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ওযূ করে পবিত্রতা অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। তিনি ওযূর মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নে'আমত সমূহ মানুষের উপর পূর্ণ করতে চান। রাসূল (ছাঃ) ওযূর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন এবং অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেসব কাজে বড় লাভবান হওয়া যায় ওযূ তার অন্যতম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ছালাত আদায়ের ইচ্ছা কর তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত কর। ... আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করতে চান না বরং তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি আপন নে'আমত সম্পূর্ণ করতে চান। যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার' *(মায়েদাহ ৬)*।

মনের পবিত্রতা যেমন একটি নে'আমত, দেহের পবিত্রতাও অনুরূপ একটি নে'আমত। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ঈমান আনার পর ইবাদতের উদ্দেশ্যে যখন সুন্দরভাবে ওযূ করে তখন আল্লাহর নে'আমত তার উপর পরিপূর্ণরূপে বর্ষিত হয়।

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ-

আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১, বাংলা মিশকাত হা/২৬২)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলেছেন। অর্থাৎ ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত হয় আর ওযূর মাধ্যমে দেহের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : إِسْبَاغُ الوُضُوْءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ –

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে কিসের দ্বারা আল্লাহ মানুষের গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আর এক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হচ্ছে রিবাত বা প্রস্তুতি (তিনবার তিনি একথা বললেন)’ *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৬৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্য মুজাহিদরা যেমন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, তেমন মুছল্লীরা কষ্ট সত্ত্বেও সুন্দর করে ওযূ করে হেঁটে মসজিদে গিয়ে ছালাতের পর ছালাতের অপেক্ষায় থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ–

ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ওযূ করে এবং সুন্দর করে ওযূ করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪, বাংলা মিশকাত হা/২৬৪)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর মাধ্যমে মানুষের দেহের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا

يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু'চোখের মাধ্যমে হয়েছে। আর যখন সে দু'হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দু'হাত দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যখন সে পা ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। এমনকি সে গুনাহ হতে পাক-পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫, বাংলা মিশকাত হা/২৬৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর কারণে ওযূর অঙ্গগুলির সমস্ত গুনাহ মুছে যায় এবং সে নিষ্পাপ হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِه فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِه خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِه حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، قَالَ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ-

আবদুল্লাহ ছুনাবিহী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং কুলি করে তখন তার মুখ হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক ঝেড়ে ফেলে তখন তার নাক থেকে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখ ধৌত করে তখন তার মুখ হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দু'হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাত হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু'হাতের নখগুলির নীচ হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু'কান হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু'পা ধৌত করে তখন তার দু'পা হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'পায়ের নখগুলির নীচ হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে

যায়। তারপর সে মসজিদে যায় এবং ছালাত আদায় করে তার জন্য তার ছালাত হয় নফল' *(নাসাঈ, শিকাত হা/২৯৭, বাংলা মিশকাত হা/২৭৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর মাধ্যমে অঙ্গগুলির গুনাহ ঝরে যায় এবং সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তারপর মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলে, ছালাতের নেকী তার জন্য নফল হয়ে যায়। কারণ তার কোন গুনাহ না থাকায় ছালাত দ্বারা গুনাহ মোচনের প্রয়োজন হয় না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوْا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ قَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) (মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক) কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বললেন, السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، 'আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক হে মুমিন অধিবাসীগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হব'। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমার আকাঙ্খা আমি যেন আমার ভাইদের দেখতে পাই। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (কোন ভাইগণ?) আমরা কি আপনার ভাই নই? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আপনারা আমার সাথী। আমার ভাই তারাই যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি তাদের কিভাবে চিনবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আপনারা বলুন, যদি কোন ব্যক্তির খুব কুচকুচে কালো ঘোড়ার মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে কি তার ঘোড়াগুলি চিনতে পারবে? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার ভাইগণও ওযূর কারণে ক্বিয়ামতের দিনে সেরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্ত-পদ বিশিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাওযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর অঙ্গগুলি ক্বিয়ামতের দিন ধবধবে সাদা হবে যা নবীর উম্মত হিসাবে বিশেষ পরিচিতি বহন করবে। যে পরিচিতি আর কোন উম্মতের থাকবে না। আমাদের নবী করীম (ছাঃ) অগ্রযাত্রী হিসাবে হাওযে কাওছারের পাশে থেকে আমাদের চিনে নিবেন এবং আমদের পানি পান করার ব্যবস্থা করবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মুমিনের ওযূর সেসব স্থানগুলি সুন্দর উজ্জ্বল, সুদর্শন হবে যে স্থানগুলিতে ওযূর পানি পৌঁছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯১, বাংলা মিশকাত হা/ ২৭১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন ওযূর স্থানগুলি এক বিশেষ রূপ ধারণ করবে যা অতীব উজ্জ্বল সুন্দর ও সুদর্শন হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তাদের ওযূর বিশেষ চিহ্ন দেখে যা হবে অতীব উজ্জ্বল ধবধবে সাদা। সুতরাং তোমদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০, বাংলা মিশকাত হা/২৭০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওযূর কারণে ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণের মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতীব উজ্জ্বল হবে। সুতরাং ওযূর নির্দিষ্ট স্থানগুলি পূর্ণভাবে ভিজিয়ে উত্তমরূপে ওযূ করা উচিত।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا–

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন, হে ওমুক ব্যক্তি! তুমি যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তখন ছালাতের ওযূর

ন্যায় ওযূ করে নিবে। তারপর তুমি ডান কাতে শয়ন করবে এবং বলবে, اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম। আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম এবং আগ্রহ সহকারে ও ভয়-ভীতি নিয়ে তোমার সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম। তোমার নিকট ব্যতীত আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার আর কোন স্থান নেই। তোমার কিতাবে যা তুমি অবতীর্ণ করেছ, আমি তা বিশ্বাস করি এবং তোমার নবীকেও বিশ্বাস করি, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি সে রাতেই মারা যাও, তাহলে ইসলামের বৈশিষ্ট্যের উপর অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের উপর মরবে। আর যদি সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠ তাহলে কল্যাণের সাথে জেগে উঠবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূ করে ঘুমানো সুন্নাত এবং ওযূ করে উক্ত দো'আটি পড়ে ঘুমালে উভয় জীবন হবে কল্যাণময়।

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে অতঃপর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ 'আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর দাস ও তাঁর রাসূল। এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওযূ এবং উক্ত দো'আটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার বিনিময়ে মানুষ ইচ্ছামত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ তুমি আমাদের তাওফীক্ব দান কর আমরা যেন উত্তমরূপে ওযূ করে উক্ত দো'আটি পাঠ করে ইচ্ছামত জান্নাত লাভ করতে পারি-আমীন!

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْظُرَ إِلَى بَيْنِ يَدَيَّ فَأَعْرِفَ أُمَّتِيْ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ وَمِنْ خَلْفِيْ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِيْنِيْ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِيْ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ

إِلَى أُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ-

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে ক্বিয়ামতের দিন (আল্লাহর দরবারে) সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি আমার সম্মুখে (উম্মতগণের জনসমুদ্রের প্রতি) দৃষ্টি দিব এবং সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে আমার উম্মতকে চিনে নিব। অতঃপর আমার পশ্চাৎ দিকেও সেরূপ, ডান দিকেও সেরূপ ও বাম দিকেও সেরূপ (দৃষ্টি দিব এবং আমার উম্মতকে চিনে নিব)। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিরূপে নূহ হতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেন? তিনি বললেন, তারা ওযূর ধবধবে সাদা কপাল ও ধবধবে হাত-পা বিশিষ্ট হবে। অন্য কেউ এরূপ হবে না। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরূপেও চিনে নিব যে, তারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে, আরও আমি তাদেরকে এরূপে চিনে নিব যে, তাদের (না-বালেগ) সন্তানরা তাদের সম্মুখে দৌড়াদৌড়ি করবে' *(আহমাদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ دُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِيْ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা তার বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে আর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক পদক্ষেপের দরুণ একটা করে পদমর্যাদা উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য

দো‘আ করতে থাকেন। তারা বলেন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ‘হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। আর এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওযূ ভঙ্গ না করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২; বাংলা মিশকাত হা/৬৫০)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، فَقَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، قَالَ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ، قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একবার আমি আমার পরওয়ারদেগারকে অতি উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আসমানসমূহে ও যমীনে যা আছে সবই অবগত হলাম। (রাবী বলেন,) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, ‘এরূপে আমি দেখালাম ইবরাহীমকে আসমান সমূহ ও যমীনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়’। *-দারেমী একে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ ও ইবনু আব্বাস এবং মু‘আয ইবনু জাবাল হতে এবং এতেও*

বর্ধিত করেছেন, তখন আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফ্ফারাত নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফফারাত হল (ক) ছালাতের পর মসজিদ সমূহে অবস্থান করা। (খ) পাঁয়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া (গ) কষ্টের সময়ও উত্তম রূপে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করা। যে তা করবে কল্যাণের সাথে বেঁচে থাকবে ও কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে তার গোনাহ হতে পাক হয়ে যাবে, সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন ছালাত পড়বে তখন এ দো'আ পড়বে হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজসমূহ ত্যাগ করতে এবং দরিদ্রদের ভালবাসতে। হে আল্লাহ! যখন তুমি তোমার বান্দাদের ফেতনা-ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিতনামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বললেন, দারাজাত হল সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রে ছালাত আদায় করা যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন' *(শারহুস সুন্নাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৭১)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নিজের ঘর হতে ওযূ করে ফরয ছালাত আদায়ের জন্য বের হল তার নেকী একজন এহরামধারী হাজীর নেকীর সমান। আর যে চাশতের ছালাতের জন্য বের হল, তার ছওয়াব একজন ওমরাকারীর ছওয়াবের সমান এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাত আদায় করা যার মধ্যে কোন অনর্থক কাজ করা হয়নি এমন ব্যক্তির নাম ইল্লীনে লেখা হয়' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৭২৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৭৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছ এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব' *(বুখারী হা/১১৪৫)*।

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ-

আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযান মাসে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে ও অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন কর না। তারপর তিনি চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন কর না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি বিতরের পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না' *(বুখারী, হা/১১৪৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِيْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ أَسَد فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذه قُلْتُ فُلاَنَةُ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বনু আসাদের এক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তাঁর ছালাতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী করীম ছাঃ) বললেন, রাখ, রাখ।

সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা‘আলা (ছওয়াব দানে) ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়’ *(বুখারী, হা/১১৫১)*।

ওযূ করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায়কারী

ওযূ করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলে মানুষের গুনাহ মোচন হয়ে যায়। জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং পরকালে বড় লাভবান হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ‘তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও’ *(বাক্বারাহ ৪৫)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও। আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ১৫৩)*। ধৈর্য ও নফল ছালাত এদু’টি এমন জিনিস যা দ্বারা মানুষ যে কোন সাফল্য লাভ করতে পারে। নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় ও মযবূত করতে পারে। সত্য ও পুণ্যের পথে চলতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ– ‘নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে’ *(আনকাবূত ৪৫)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর ভয়-ভীতি নিয়ে একনিষ্ঠভাবে ওযূ করে ছালাত আদায় করে, তারা অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে বলে আশা করা যায়।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওযূর বিস্তারিত নিয়ম পেশ করার পর বললেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, যাতে সে আপন মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৭, বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ওযূ করার পর খালিছ অন্তরে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করলে বড় সফলতা অর্জন করবে। তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ–

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে ওযূ করে অন্তর ও স্বীয় মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/২৬৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মুসলমান সুন্দর করে ওযূ করার পর মনে প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে, তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)কে বললেন, বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হতে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি যা আদায় করার তাওফীক আমাকে দিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৬)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا-

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ) কে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই

দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের দরুণই তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে জুতা পায়ে দিয়ে চল' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬, বাংলা মিশকাত হা/১২৫০)*। উল্লিখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর পরে সর্বদা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারলে বড় সাফল্য অর্জন করা যাবে।

আমর ইবনু আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন এবং আছিম ইবনু ছাবিত আনছারীকে তাঁদের দলপতি নিয়োগ করেন। যিনি আছিম ইবনু ওমর ইবনিল খাত্ত্বাবের নানা ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা করলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝে হাদাআত নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয় তাদের নিকট তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজকে তাঁদের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠান। এরা তাঁদের চিহ্ন দেখে চলতে থাকে। ছাহাবীগণ মদীনা হতে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াছরিবের খেজুর। অতঃপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। যখন আছিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আছিম ইবনু ছাবিত (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন। অবশেষে কাফিররা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আছিম (রাঃ) সহ সাত জনকে শহীদ করল। অতঃপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনছারী, যায়েদ ইবনু দাসিনা (রাঃ) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্তে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে তাঁদের বেঁধে ফেলল। তখন তৃতীয় জন বলে উঠলেন, গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, যারা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব। কাফিররা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইবনু দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে দেয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের কথা। তখন খুবাইবকে হারিছ ইবনু আমিরের পুত্ররা ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রাঃ) হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা

করেছিলেন। খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনু আয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিছের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিছের পুত্রগণ খুবাইব (রাঃ)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিছের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে আমার ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে আছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় কর যে, আমি শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনও আমি তা করব না। আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় ছড়া হতে আঙ্গুর খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিছের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। অতঃপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হারাম-এর নিকট হতে হিলের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রাঃ) তাদের বললেন, আমাকে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দিল। তিনি দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তবে আমি ছালাতকে দীর্ঘ করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন। (অতঃপর তিনি এ কবিতা দু'টি আবৃত্তি করলেন)।

'যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোনরূপ ভয় করি না।
আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন।
আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন,
তবে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।'

অবশেষে হারিছের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয়, তার জন্য দু'রাকা'আত ছালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রাঃ)ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আছিম (রাঃ) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা যা আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আছিম (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে, তখন তারা তাঁর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর লাশ হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যাতে তারা তা দেখে চিনতে পারে।

কারণ বদর যুদ্ধের দিন আছিম (রাঃ) কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আছিমের লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল, যারা তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র হতে হিফাযত করল। ফলে তারা তাঁর শরীর হতে এক খণ্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি *(বুখারী হা/৩০৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন মুসলিমকে শুলে বা ফাসিতে চড়ানোর সময় আসবে তখন সে দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করবে।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তিনজন শিশু ছাড়া অন্য কেউ দোলানায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হত। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না ছালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নামিয়ে আনল ও তাকে গালিগালাজ করল। তখন জুরাইজ ওযূ করল এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে।

(তৃতীয়জন) বানী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দো'আ করল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরাল। আর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন পান করতে লাগল। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আমি যেন নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত কর না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে, তুমি যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি' *(বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/৪৫(২)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত কখনও মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু'বার ছিল শুধু আল্লাহ পাকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য। যেমন- তিনি বলেছেন, আমি রুগ্ন এবং তাঁর অপর কথাটি হল বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই এটা করেছে। (আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে।) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা এক যালিম শাসকের এলাকায় (মিসরে) এসে পৌঁছলেন। শাসককে খবর দেওয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে অতি সুন্দরী এক রমণী আছে। রাজা তখন ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এই রমণীটি কে? তখন ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিলেন, আমার (দ্বীনী) বোন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! যদি এই যালিম জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তা হলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলবে যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। বস্তুতঃ আমি ও তুমি ছাড়া এই যমীনেই উপর আর কোন মুমিন নেই।

এবার রাজা সারার নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। তাকে উপস্থিত করা হল। অপরদিকে ইবরাহীম (আঃ) ছালাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রযেছে, তার দম বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি যমীনে পা মারতে লাগল। যালিম (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা (তার জন্য) আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরও কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। সুতরাং সারা আবারও আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তখন রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি; বরং তোমরা আমার কাছে একটি শয়তানকে এনেছ। এরপর সে সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' (নামক একজন রমণী)-কে দান করল। অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন, তখনও তিনি দাঁড়িয়ে ছালাত পড়ছিলেন। (ছালাতের মধ্যেই) হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি? সারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরের চক্রান্ত তারই বক্ষে পাল্টা নিক্ষেপ করেছেন (অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন) এবং সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হাদীছটি বর্ণনা করে বললেন, হে আকাশের পানির সন্ত

ান! অর্থাৎ আরববাসীগণ! এই হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৫৪৬০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِيْ مَعَكَ قَالَ أُخْتِيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبِيْ حَدِيثِيْ فَإِنِّيْ أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِيْ وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِيْ إِلَّا عَلَى زَوْجِيْ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِيْ إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মুমিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনি ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে

গেলেন এবং এ দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমিও তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! এ যদি মারা যায়, তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা (রাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দিয়েছে' *(বুখারী হা/২২১৭)*।

যেসব স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল

১. আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ভাল। গুনাহ করার পর এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ– 'আর যারা যখন কোন গুনাহের কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান ১৩৫)*। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ–

আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে কোন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে অতঃপর উঠে ওযূ করে এবং (দু'রাক'আত) নফল ছালাত আদায় করে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৪, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৮)*। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ খুশী হয়ে রহমত বর্ষণ করেন।

২. যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপলক্ষে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে এক বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা করা ভাল। যাকে এস্তেখারার ছালাত বলে। এরূপ প্রার্থনায় বিশেষ কল্যাণ নিহিত আছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে আল্লাহর নিকট কল্যাণ চাওয়ার নিয়ম ও দো‘আ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর বলে, اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ ... وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে এই বিষয়ের ভাল দিক প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকট এই কাজ অর্জনের ক্ষমতা চাচ্ছি। আর আমি চাচ্ছি তোমার নিকট তোমার বড় অনুগ্রহ। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখ, আমি রাখি না। তুমি এই কাজের ভাল-মন্দ জান, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্যের সব কিছু জান। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এই বিষয়টি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে ও আমার ইহকাল ও পরকালে ব্যাপারে ভাল হবে, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারণ কর। আর তা অর্জন করা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য সে কাজে বরকত দান কর। আর তুমি যদি মনে কর যে, বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, আমার দ্বীনের ব্যাপারে এবং আমার ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে তাহলে তুমি তা আমার থেকে দূরে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ হতে বিমুখ রাখ। তারপর আমার

জন্য ভাল নির্ধারণ কর যেখানে সম্ভব, যেভাবে সম্ভব। এরপর তুমি আমাকে সে কাজের উপর সন্তুষ্ট রাখ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন কাজের প্রথমে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে কাজ কল্যাণকর হলে তা সহজে সমাধা করার ক্ষমতা এবং তাতে বরকত প্রার্থনা করা উচিত এবং কাজ অকল্যাণকর হলে তা হতে দূরে হওয়ার পার্থনা করা উচিত।

৩. যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যরূরী। ছালাত আদায় না করে বসা যাবে না। উল্লেখ্য, মসজিদের নামে দু'রাক'আত হতে হবে এমনটি যরূরী নয়। যে কোন ছালাত হতে পারে। অর্থাৎ বসার পূর্বে কোন না কোন ছালাত হতে হবে।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ–

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৪; মিশকাত হা/৭০৪)*।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ–

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৫; মিশকাত হা/৭০৪)*। প্রকাশ থাকে যে, ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না। কারণ এ হচ্ছে মসজিদের হক্ব, যা যে কোন সময়ে আদায় করা আবশ্যক।

৪. সফর থেকে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাড়ীতে আসা ভাল। এতে সফর ও বাড়ীর কল্যাণ কামনা করা হবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ–

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই সফর থেকে বাড়িতে আসতেন, তখনই দিনের প্রথম ভাগে আসতেন। প্রথমে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৫)*।

৫. ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ভাল। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا يَشُكُّ سَهْلٌ يُحْسِنُ فِيْهِنَّ الذِّكْرَ وَالْخُشُوْعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ غُفِرَ لَهُ-

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে দু'রাক'আত বা চার রাক'আত (রাবী সাহল সন্দেহ করেন) ছালাত আদায় করল, যাতে সে যিকর ও নম্রতা অবলম্বন করল, অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৪৬)*।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওযূর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে যাতে সে আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য কোন বিষয় ভাবে না, তাহলে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭; বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)*।

৬. আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ভাল। যেসব আমলের বিনিময়ে মানুষ পরকালে বড় লাভবান হবে আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত তার অন্যতম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে, প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বারে বলেন, যে ইচ্ছা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২; বাংলা মিশকাত হা/৬১১)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ-

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল কোন আমলের কারণে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দেই, তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি। আর যখনই আমার ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, তখনই ওযূ করি এবং মনে করি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৫০)*।

৭. জুম'আর দিন খুৎবা শুরু হয়ে গেলেও কমসে কম দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বললেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় আসে তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; বাংলা মিশকাত হা/১৩২৭)*। জুম'আর খুৎবা চলাকালীনও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না।

৮. এশরাক, চাশত ও আওয়াবীন তিন নামে এক ছালাত। সাধারণত সকালের দিকে এই ছালাত আদায় করা হলে মানুষ তাকে এশরাক বলে। আর একটু দেরী করে ১০/১১-টার দিকে আদায় করলে মানুষ তাকে চাশত বা আওয়াবীন বলে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাতের নাম আওয়াবীন বলে কোন হাদীছ নেই। মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য একটি করে ছাদাকা করা যরূরী। তবে তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাকা, সৎ কাজের আদেশ একটি ছাদাকা এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধও একটি ছাদাকা। অবশ্য চাশতের সময় দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা সমস্তের জন্য যথেষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৩৬)*। প্রকাশ থাকে যে, চাশতের ছালাত ৪ রাক'আত বা ৮ রাক'আতও পড়া যায়।

মুয়াযযিন বা আযানদাতা ও উত্তরদাতা

যারা ইবাদত করে বড় নেকীর অধিকারী হয়, মুয়াযযিন তাদের একজন। আযান দেওয়ার বিনিময় জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ। ক্বিয়ামতের ময়দানে বড় সম্মানের অধিকারী হবেন। মানুষ জিন ও পৃথিবীর সকল বস্তু ক্বিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের জন্য কল্যাণের সাক্ষী দিবে।

عَنْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মানুষ ও জিন অথবা যে কোন বস্তু মুয়াযযিনের কণ্ঠ শুনবে সে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬; বাংলা মিশকাত হা/৬০৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল বস্তু কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের জন্য কল্যাণ চাইবে। জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দাবী জানাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তার জওয়াবে বল মুয়াযযিন যা বলে। অতঃপর

আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত যরূরী হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বাংলা মিশকাত হা/৬০৬)*।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মুয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', মুয়াযযিন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুয়াযযিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুয়াযযিন বলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮; বাংলা মিশকাত হা/৬০৭)*।

অত্র হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়াযযিনের সাথে সাথে শ্রোতাকেও জওয়াব দিতে হবে। আর হাইয়্যা আলা দ্বয় ব্যতীত মুয়াযযিন ও শ্রোতার শব্দ একই হবে। আযান শেষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়তে হবে। জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ সুউচ্চ স্থান রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য চাইতে হবে। মনে-প্রাণে আগ্রহ সহকারে আযানের জওয়াব দিতে হবে। যার বিনিময় জান্নাত।

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ، وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَّحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে, اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ، وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، 'হে এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের প্রতিপালক! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং প্রশংসনীয় স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন। যার ওয়াদা আপনি করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত যরূরী হয়ে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৬০৮)*।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ অত্র হাদীছে দু'টি অংশ বৃদ্ধি করেছে- ১. اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ২. اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ এ দু'টি অংশের কোন ভিত্তি নেই *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, টীকা নং ২)*। অতএব উক্ত বাক্যাংশ দু'টি বলা থেকে সাবধান হতে হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُوَ رَاعِيْ مِعْزًى-

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের সময় শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাতেন এবং আযান শুনার জন্য কান পেতে থাকতেন। যদি আযান শুনতেন তাহলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথা আক্রমণ চালাতেন। একদা এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলতে শুনলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ইসলামের উপর আছ। অতঃপর লোকটি বলল, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করলে। অতঃপর ছাহাবীগণ সেই মুয়াযযিনের দিকে লক্ষ্য করলেন, দেখলেন সে একজন রাখাল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬০; বাংলা মিশকাত হা/৬০৯)*।

মোটকথা একা হলেও আযান দেয়া সুন্নাত। মাঠে-ঘাটে যে কোন স্থানে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আযানের প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ-

সা'দ ইবনু আবু ওয়াককাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً، 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দ্বীনরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১; বাংলা মিশকাত হা/৬১০)*। অর্থাৎ আযান শেষে উক্ত দো'আ পড়লে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِىْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلاَةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ-

ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূর (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার প্রতিপালক খুশি হন সেই ছাগলের রাখালের প্রতি যে একা পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন আল্লাহ ফিরিশতাগণকে ডেকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ? সে আযান দেয় ও ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৬৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৬১৪)*।

আল্লাহ মুয়াযযিনের প্রতি খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতবাসী করেন। আর ফিরিশতাগণকে তা জানান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মদ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(নাসাঈ, হা/৬৬৭)*।

হাদীছের মর্মকথা : মুয়াযযিনকে ক্ষমা করা হবে প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এই ছালাতে যত লোক উপস্থিত হবে সমস্ত লোকের সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনকে দেয়া হবে। তার দুই ওয়াক্তের ছালাতের মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং আযান শেষে যা চাইবে তা দেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا بِأَذَانِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মুয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকেও প্রদান করা হবে' *(আবদাঊদ, হাদছি ছাহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৬২২)*। অত্র হাদীছে মুছল্লীর চেয়ে মুয়াযযিনের মর্যাদা বেশী বলা হয়েছে। তবে শ্রোতা আযানের জওয়াব দিলে শ্রোতাকেও তাই দেয়া হবে যা মুয়াযযিনকে দেযা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন

রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৭৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, যে কোন ব্যক্তি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে আযান দিলে অথবা আযানের উত্তর দিলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، ورواه أبو يعلى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم عَرَّسَ ذَاتَ لَيْلَة فَأَذَّنَ بِلاَلٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه، وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِه فَلَهُ الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(নাসাঈ হাদীছ ছহীহ)*। আবু ইয়া'লা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) এক রাত্রি যাপন করলেন। তখন বেলাল আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি তার (বেলালের) কথার অনুরূপ বলবে এবং তার সাক্ষ্য দানের মত সাক্ষ্য দিবে তার জন্য জান্নাত' *(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৬, হাদীছ হাসান)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِه فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِه ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً–

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২৭)*। প্রকাশ থাকে যে, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৬৪)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم قَالَ : إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ–

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩১, ১৪১৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে ছালাতের জন্য আযান দেয়া হলে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে যায় এবং এ সময় দো'আ কবুল করা হয়। এজন্য আযান শেষে মনোযোগ সহকারে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে দো'আ করা উচিত।

عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُطْلُبُوْا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ إِلْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَنُزُوْلِ الْمَطَرِ-

মাকহূল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা দো'আ কবুলের সময় খুঁজে বের করে দো'আ কর (১) যুদ্ধের সময় দো'আ কবুল হয় (২) ছালাতের জন্য এক্বামত দেয়ার সময় দো'আ কবুল হয় (৩) বৃষ্টি বর্ষণের সময় দো'আ কবুল হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪১, ১৪৬৯)*। এই সময়গুলিতে দো'আ করা উচিত। বিশেষ করে আযান ও এক্বামতের সময় মুয়াযযিন ও শ্রোতার দো'আ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্ট করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯)*।

অত্র হাদীছে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষ যদি জানত আযান দেয়াতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে সবাই আযান দিতে চাইত। অতঃপর লটারী দেয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকত না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُوْدِيَ للصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ

بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ؛ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যাতে সে আযান শুনতে না পায়। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায়, সে ফিরে আসে। আবার যখন এক্বামত দেয়া হয় সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন এক্বামত শেষ হয়ে যায় পুনরায় ফিরে আসে ও মানুষের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর, যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না। অবশেষে মানুষ এমন হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না, কত রাক‘আত ছালাত আদায় করেছে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৫৫; আবু দাউদ হা/৮৬৯; নাসাঈ হা/১২৩৬)*।

আযান এমন একটি বিশেষ ইবাদত যা আরম্ভ হলে শয়তান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সে আযান শুনে মদীনা থেকে ৩৬ মাঈল দূরে রাওহা নামক স্থানে পালিয়ে যায়। আযানের মত আর কোন ইবাদত নেই, যা শুরু হলে শয়তান ভয়ে পালাতে থাকে। আযানের শব্দ তার নিকট খুব ভারী বোধ হয় এবং তাতে সে বাতকর্ম করতে থাকে। কাজেই প্রত্যেক মুছল্লীর জন্য যরূরী কর্তব্য আযানের সময় হওয়ার সাথে সাথে আযান দেয়ার জন্য চরম আগ্রহী হওয়া। শ্রোতার জন্য অবশ্য কর্তব্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে আগ্রহ সহকারে আযানের জওয়াব দেয়া। আমাদের দেশের মুছল্লীরা আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেওয়ার ব্যাপারে খুব অমনোযোগী। প্রকাশ থাকে যে, ‘হাইয়্যা আলা’ দ্বয় ব্যতীত আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেয়ার ক্ষেত্রে আযানের শব্দগুলিই হুবহু উচ্চারণ করতে হবে। এক্বামতে أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَمَهَا বলা যাবে না। তেমনি ফজরের আযানে صَدَّقْتَ وَبَرَكْتَ বলা যাবে না। আযানের দো‘আয় اَلدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ও اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ বলা যাবে না। এসকল অতিরিক্ত শব্দ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি জাল ও যঈফ।

মসজিদ নির্মাণকারী ও মসজিদে আগমনকারী

যেসব আমল করে মানুষ বড় লাভবান হতে পারে, মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদে আগমন তার অন্যতম। মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। যারা মসজিদে আগমন করে ফিরিশতারা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট স্থান সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হল মসজিদ সমূহ। আর সর্বাপেক্ষা ঘৃন্য স্থান হল বাজার সমূহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬; বাংলা মিশকাত হা/ ৬৪৪)*। মুছল্লী যখন মসজিদে যায় তখন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থানে যায়। এসব স্থানে আল্লাহর রহমত সবচেয়ে বেশী বর্ষিত হয়।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদ নির্মাণের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে আল্লাহ তার জন্য তার প্রত্যেক বারের পরিবর্তে একটি করে মেহমানদারী-আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যতবার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, ততবার তার জন্য আল্লাহ আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখেন। আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে যান।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِيْ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ–

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের নেকীর বাপারে সেই ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক নেকীর হকদার যে ব্যক্তি মসজিদে সর্বাপেক্ষা অধিক দূর হতে আগমন করে। আর ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী নেকীর অধিকারী হয়, যে

ইমামের সাথে ছালাত আদায় করার জন্য অপেক্ষা করে, ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে একা ছালাত আদায় করে অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০০; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে যত দূর থেকে মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তত বেশী নেকীর অধিকারী হবে। আর বাড়ীতে একা ছালাত আদায় করার চেয়ে ইমামের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে অধিক নেকী রয়েছে।

অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ– 'ওহে বানূ সালমা! তোমরা তোমাদের বাড়ী সেই দূরবর্তী স্থানেই রাখ, তোমাদের পদচিহ্ন অনুযায়ী তোমাদের নেকী লেখা হবে। তোমরা তোমাদের স্থানেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন অনুযায়ী তোমাদের নেকী লেখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৯; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمٌ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বিশেষ ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ন শাসক। ২. ঐ যুবক যে বড় হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একে অপরকে ভালবাসে। এ উদ্দেশ্যেই উভয়ে মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫. ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দু'চোখ অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. সেই ব্যক্তি গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না যে, তার ডান হাত কি দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

অত্র হাদীছে ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ ছায়া দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যাদের অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। কোন কারণে মসজিদ হতে বের হলে আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ دُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِيْ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা‘আতে ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা তার বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে আর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক পদক্ষেপের দরুণ একটা করে পদ উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য দো‘আ করতে থাকেন। তারা বলেন, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ- হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। আর এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওযূ ভঙ্গ না করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২; বাংলা মিশকাত হা/৬৫০)*।

অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মসজিদে যায় তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তার গুনাহ ঝরে যায় এবং মর্যাদা বেড়ে যায়। যতক্ষণ সে ছালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যেই থাকে। আর তার ওযূ না ভাঙ্গা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষমা চাইতে থাকে।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَّجْلِسَ-

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪; বাংলা মিশকাত হা/৬৫৩)*। এটা মসজিদের হক্ব, এর নাম 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'। দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসা নিষিদ্ধ। যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। এমনকি নিষিদ্ধ সময় সমূহে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও। ছালাত আদায় না করলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং সময় মত বের হয়ে যেতে হবে। তবুও বসা যাবে না।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ-

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দিনের প্রথম দিকে বাড়ী আগমন করতেন। আর যখন আগমন করতেন, প্রথমেই তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সেখানে বসতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৩)*। সফর থেকে দিনের প্রথম ভাগে বাড়ী আসা সুন্নাত। প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত। দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর মানুষের সাথে কথোপকথন করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে হারানো বস্তু মসজিদে অনুসন্ধান করতে শুনবে সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬; বাংলা মিখাত হা/৬৫৪)*। হারানো বস্তু মসজিদে তালাশ করা হারাম। কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস মসজিদে অনুসন্ধান করছে জানতে পারলে বলা উচিত যে, আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জিনিস ফেরত না দেন।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও' *(তিরমিযী, হাদীছ ছাহীহ, মিশকাত হা/৭২১; বাংলা মিশকাত হা/৬৬৮)*।

যারা অন্ধকারে কষ্ট করে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যায়, আল্লাহ তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করবেন। কারণ ক্বিয়ামতের মাঠ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِبْلاَغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ... وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمْنِيْ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, একবার আমি আমার প্রতিপালককে অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ আপনি কি জানেন, শীর্ষস্থানীয় ফিরিশতাগণ কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ কাফফারাত বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফফারাত হল- (ক) ছালাত আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, (খ) পায়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া, (গ) কষ্টের সময়ে উত্তমরূপে ওযূ করা। যে এরূপ করবে সে কল্যাণের সাথে বাঁচবে ও কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে তার গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে, সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি ছালাত আদয় করবে তখন তুমি এই দো'আ বলবে, اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ... وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمْنِيْ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই ভাল কাজ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালবাসতে এবং তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর' *(শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৭২৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ছালাতের পর মসজিদে অপেক্ষা করলে পাপ মুছে যায়। এমন নিষ্পাপ হয় যেমন জন্মদিনে নিষ্পাপ ছিল। উক্ত দো'আটি আল্লাহ আমাদের নবীকে পড়তে শিক্ষা দিলেন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ-

আবু উমামা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সকলেই আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান অথবা তাকে নেকী বা গণীমতের মালের সাথে ফিরিয়ে আনবেন। ২. যে মসজিদে গমন করে সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ৩. যে সালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে' *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৭২৭; বাংলা মিশকাত হা/৬৭২)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়, তাদের যিম্মাদার আল্লাহ। আর যারা সালাম দ্বারা বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং যারা মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য যায়, তাদের যিম্মাদারও আল্লাহ হন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নিজের ঘর হতে ওযূ করে ফরয ছালাত আদায়ের জন্য বের হল তার নেকী একজন এহরামধারী হাজীর নেকীর সমান। আর যে চাশতের ছালাতের জন্য বের হল তার ছাওয়াব একজন ওমরাকারীর ছাওয়াবের সমান এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাত আদায় করা যার মধ্যে কোন অনর্থক কাজ করা হয়নি এমন ব্যক্তির নাম ইল্লীনে লেখা হয়' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৭২৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৭৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সুন্দর করে ওযূ করে ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়, তারা একজন এহরামধারী হাজীর সমান ছওয়াব অর্জন করে। আর চাশতের ছালাতের জন্য বের হলে ওমরা করার সমান ছওয়াব লাভ করবে।

ছালাত আদায়কারী

যেসব আমলের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে, ছালাত তার অন্যতম। ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বড় লাভবান হতে পারে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ– ‘নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে’ *(আনকাবূত ৪৫)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তার ছালাত গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সমস্ত আমল গ্রহণীয় হবে। আর যদি ছালাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সমস্ত আমলই বাতিল হবে’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯৮)*। ছালাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহর নিকট গৃহীত হলে বাকী আমলগুলিও গৃহীত হবে। অন্যথা সব আমল বাতিল হবে। কারণ সমস্ত ইবাদতের ভিত্তি ইবাদত হচ্ছে ছালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ فَمَنْ أَدَّهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের ছওয়াব তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ পবিত্রতার মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাগ রুকূর মাধ্যমে তৃতীয়ভাগ সিজদার মাধ্যমে। যে এইগুলি পূর্ণ আদায় করল তার ছালাত গৃহীত হল এবং সমস্ত আমলও গৃহীত হল। আর যার ছালাত গ্রহণ করা হবে না, তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত কবুল হওযার জন্য তিনটি কাজ সুন্দর হওয়া যরূরী- ১. ওযূ- ওযূ সুন্দর না হলে ছালাত কবুল হবে না। ২. রুকূ যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। ৩. সিজদা যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। আর ছালাত কবুল না হলে সমস্ত আমল বাতিল হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত, এক রামাযান হতে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সমস্ত গুনাহের যা এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়। যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুম'আর ছালাত এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। কারণ কবীরা গুনাহ মাফের জন্য তওবা শর্ত। আর কোন দিন এমন গুনাহ করব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে মনে অনুশোচনা নিয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট তওবা করলে বড় গুনাহ মাফ হতে পারে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আচ্ছা বলতো যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার কিছু ময়লা বাকী থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, কোন ময়লা থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এইরূপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচওয়াক্ত ছালাতের। আল্লাহ এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে গুনাহ সমূহ মুছে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৫১৯)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা মনোযোগ সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ–

আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি হদ জারী করার মত অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার উপর হদ প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার অপরাধ সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ সময়ে ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত শেষ করা মাত্র লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ কায়েম করার মত অপরাধ করেছি। আমার প্রতি আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত হদ জারী করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৭; বাংলা মিশকাত হা/৫২১)*।

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা যদি অপরাধের অনুরূপ হয়, তবে তাকে কিছাছ বলে। যথা হত্যার বদলে হত্যা, চোখ নষ্ট করার বদলে চোখ নষ্ট করা, নাক কাটার বদলে নাক কাটা ইত্যাদি। আর যদি অনুরূপ না হয়, তাকে 'হদ' বলে। যথা ব্যভিচারের জন্য পাথর দ্বারা হত্যা করা। চুরির জন্য হাত কাটা এবং শরাব পান করার জন্য বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি। এই লোকটি কি অপরাধ করেছিল তা রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেননি। তবে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছালাতের মাধ্যমে যে কোন অপরাধ ক্ষমা হতে পারে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উত্তমরূপে ওযূ করবে এবং ঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং পূর্ণ ভয়-ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে তার রুকূ পূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে এভাবে আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর উপর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭০; বাংলা মিশকাত হা/৫২৪)*।

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয। কোন ব্যক্তি যদি সুন্দর করে ওযূ করে ভয়-ভীতি সহকারে ঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। এভাবে ছালাত আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। যারা সুন্দর করে ওযূ করে না ছালাতের রুকন সমূহ ও খুশূকে পরিপূর্ণ করে না, তাদের গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কায়েম কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর এবং তোমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যা আদেশ করেন তার আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা ইচ্ছা মত তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/ ৫৭১; বাংলা মিশকাত হা/৫২৫)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالد الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيْهِمَا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

যায়েদ ইবনু খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/৫৩০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا، وَلاَ بُرْهَانًا، وَلاَ نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, যে ব্যক্তি সঠিক নিয়মে ও সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে, ক্বিয়ামতের দিন ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে এভাবে ছালাত আদায় করবে না, ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে

না। ক্বিয়ামতের দিন সে কারুণ, ফের'আউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে থাকবে' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১)*।

ব্যাখ্যা : হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যদি ছালাতের নিয়ম-কানূন সঠিকভাবে মেনে সঠিক সময়ে আদায় করে, তাহলে ছালাত তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ আলো হিসাবে গণ্য হবে। ছালাত তার জন্য প্রমাণ স্বরূপ হবে। ছালাত তার জন্য মুক্তির উপায় হবে। অন্যথা সে ছালাত আদায় করা সত্ত্বেও যথাযথ শাস্তি ভোগের জন্য জাহান্নামে যাবে। যেখানে সাথী হিসাবে ফের'আউন, হামান, কারুণ ও উবাই ইবনু খালাফের সাথী হিসাবে বড় অপরাধী লোকেরা থাকবে। আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিকভাবে ছালাত আদায়ের তাওফীক্ব দান কর।

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا–

ওমারা ইবনু রুআইবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কখনও এমন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে, ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৫)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ–

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করল সে জান্নাতে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৬)*।

অত্র হাদীছে ফজর ও আছরের ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য ছালাত সহ যারা ফজর ও আছরের ছালাত সঠিকভাবে আদায় করবে, তারা কখনও জাহান্নামে যাবে না; বরং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ফজর ও এশার ছালাতে এত অধিক ছওয়াব নিহিত থাকার কথা বলেছেন যে, মানুষ যদি ছওয়াবের কথা জানত তাহলে ভাল মানুষতো যেতই অক্ষম মানুষও হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যেত এবং এ ছওয়াব অর্জন করত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুনাফেকদের উপর সবচেয়ে কঠিন ছালাত হচ্ছে ফজর ও এশা। যদি তারা জানত এ ফজর ও এশা ছালাতে কি নেকী রয়েছে, তাহলে তারা এ ছালাত আদায় করতে আসত হামাগুড়ি দিয়ে হলেও’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৮০)*।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ-

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে এশার ছালাত জাম‘আতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাত আদায় করল। আর যে ফজরের ছালাত জাম‘আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করল’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৩০; বাংলা মিশকাত হা/৫৮১)*। এশা এবং ফজরের ছালাতে কি রয়েছে তার কিছু প্রমাণ অত্র হাদীছে পাওয়া যায়। এশার ছালাত জামা‘আতে আদায় করার পর ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় করলে পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করে যা ছওয়াব হবে অনুরূপ ছওয়াব হবে। এটা আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ বান্দার উপর খুশি হলে এরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رضـــ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مُرْنِيْ بِأَمْرٍ اَنْقَطِعُ بِهِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি আমাকে একটি আমলের কথা বলুন, যা আমি যথাযথভাবে পালন করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখনই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সিজদা করবে, তখনই আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ মুছে দেবেন' *(সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৫৪২)*।

عَنْ أَبِيْ الْمُنِيْبِ قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ فَتًى قَدْ أَطَالَ الصَّلاَةَ وَأَطْنَبَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَمَّا أَنِّيْ لَوْ أَعْرَفْتُهُ لَأَمَرْتُهُ بِكَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ انَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اَتَي بِذُنُوْبِهِ كُلِّهَا فَوَضَعَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ-

আবু মুনীব (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) এক যুবককে দীর্ঘ সময়ে ছালাত আদায় করতে দেখলেন এবং বললেন, তোমরা কেউ এ যুবকের পরিচয় জান? একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তাকে চিনলে বেশী বেশী রুকূ সিজদা করতে বলতাম। কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ তার দু'কাঁধে রেখে দেয়া হয়। যতবার রুকু, সিজদা করে ততবার তার গুনাহ ঝরে পড়ে' *(সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৫৭৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অপরাধী ছালাত আরম্ভ করলে তার গুনাহ তার কাঁধে চাঁপিয়ে দেয়া হয় এবং রুকূ-সিজদার সাথে সে গুনাহ ঝরে যায়।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوْعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ فَيَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ-

সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুসলমান ছালাত আরম্ভ করে তার গুনাহ তার মাথার উপর থাকে। যতবার সে সিজদা করে ততবার গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে ছালাত শেষ করে তখন তার সব গুনাহ ঝরে যায়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭৯)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَأَتَانِ بَرَأَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَأَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ৪০ দিন জামা'আতে ছালাত আদায় করবে এবং তাকবীরে তাহরীমা পাবে অর্থাৎ ছালাত আরম্ভ হওয়ার সময়

উপস্থিত থাকবে আল্লাহ তাকে দু'টি জিনিস হতে মুক্তি দিবেন। ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং ২. মুনাফেকী থেকে মুক্তি দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭)*।

অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আরম্ভ হওয়ার সময় উপস্থিত থাকবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার মধ্যে মুনাফেক্বী থাকবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল, অতঃপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করল, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, তাহলে তার হজ্জ ও ওমরা পালনের পূর্ণ নেকী হল। রাসূল (ছাঃ) কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৭)*। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যারা ফজরের ছালাত আদয়ের পর সেখানে বসে থেকে আল্লাহর যিকির করবে এবং সূর্যোদয়ের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাকে এত ছওয়াব দিবেন বৈধ পন্থায় হজ্জ ও ওমরা করে যত ছওয়াব পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَقَبْلَ الأُوْلَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের চার রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং যোহরে পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ وَهِيَ صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একমাত্র খুব বেশী বেশী তওবাকারী একনিষ্ঠ ব্যক্তিরা চাশতের ছালাতের প্রতি লক্ষ রাখে। আর এই ছালাতের নাম হচ্ছে ছালাতুল আউয়াবীন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭২)*।

عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ مَرْفُوْعًا مُرْسَلاً أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلاَةِ السَّحْرِ-

আবু ছালেহ মারফূ‘ সূত্রে বর্ণনা করেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৩৬)*।

যোহরের পুর্বে চার রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করলে রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার সমান নেকী হবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً إِلَى صَلاَتِكُمْ هِىَ خَيْرٌلَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ الاَّ وَهِيَ رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ছালাতের উপর একটি ছালাত বৃদ্ধি করেছেন তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম। আর তা হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু’রাক‘আত সুন্নাত ছালাত’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৯)*। সেকালে আরবের লোকদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল লাল উট। অতএব লাল উট যেমন মানুষের কছে সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর তেমনি ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত ছালাতও মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم إِنَّ اللهَ، عَزَّ وَجَلَّ، لَيُنَادِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ جِيْرَانِيْ؟ أَيْنَ جِيْرَانِيْ؟ قَالَ فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ رَبَّنَا، وَمَنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يُجَاوِرَكَ، فَيَقُوْلُ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ؟

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন ফিরিশতারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! কার জন্য শোভনীয় যে, আপনার প্রতিবেশী হবে? তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, মসজিদ আবাদকারী অর্থাৎ মসজিদে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিরা আমার প্রতিবেশী’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬১)*। যারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণ করবেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خِصَالٌ ستٌّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فِيْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ الاَّ كَانَتْ ضَامِنًا عَلَى اللهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ: ١- خَرَجَ مُجَاهِدًا فَاِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَي اللهِ. ٢- وَرَجُلٌ تَبِعَ جَنَازَةً فَاِنْ

مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ. ٣- وَرَجُلٌ اَعَادَ مَرِيْضًا فَاِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ. ٤- وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلاَتِهِ فَاِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ. ٥- وَرَجُلٌ أَتَى أَمَامًا لاَ يَأْتِيْهِ إِلاَّ لِيُعَزِّرَهُ وَيُوَقِّرَهُ فَاِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ. ٦- وَرَجُلٌ فِيْ بَيْتِهِ لاَ يَغْتَابُ مُسْلِمًا وَلاَيُجْرَ إِلَيْهِمْ سَخْطًا وَلاَنَقْمَةً فَاِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছয়টি ভাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উপর কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই যামিনদার। ১. কোন লোক জিহাদ করতে গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ২. কোন লোক কারো জানাযায় গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেওয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ৩. কোন লোক কোন অসুস্থ লোক দেখতে গিয়ে মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ যামিনদার। ৪. কোন লোক সুন্দর করে ওযূ করল অতঃপর কোন ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়ে মারা গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ৫. কোন লোক একমাত্র শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে কোন নেতার নিকট গেল এবং সেখানে সে মারা গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপরে যামিনদার। ৬. কোন লোক বাড়ীতে থাকে কারো গীবত করে না এবং তার নিকট কোন শাস্তি বা সন্তুষ্টির অভিযোগ করা হয় না এমন লোক মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ যামিনদার' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা উত্তমরূপে ওযূ করে অতঃপর যে কোন ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করে এমন লোককে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই যামিনদার।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম আমীন বলেন, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা ফিরিশতাগণও তখন আমীন বলেন। অতঃপর যার আমীন ফিরিশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৮২৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমীন জোরে বলতে হবে। ফিরিশতাগণ আমীন বলেন, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই আমীন বলতে হবে। যার আমীন ফিরিশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَتِيْ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে এবং সিজদা করে শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় এবং বলে হায় আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তানকে সিজদার আদেশ করা হলে সিজদা করে, ফলে তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হলে আমি অস্বীকার করি, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৫; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদার পরিণাম জান্নাত আর সিজদা অস্বীকারের পরিণাম জাহান্নাম।

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ-

রাবী'আ ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। একদা তাঁর ওযূ ও এস্তেঞ্জার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওযার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন, তাহলে বেশী বেশী করে সিজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৬; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হবে।

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِيْ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ

فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً-

মা'দান ইবনু ত্বালহা তাবেঈ বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দাস ছাওবান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটা কাজের সন্ধান দিন যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি আমার কথা শুনে চুপ থাকলেন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি নিজে এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করতে থাক। কারণ তুমি যত বেশী নফল ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তত মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ ক্ষমা করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৭; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতে যাওয়ার এক বিশেষ মাধ্যম নফল ছালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১; বাংলা মিশকাত হা/৮৬০)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয় এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯২২; বাংলা মিশকাত হা/৮৬১)*।

আল্লাহকে খুশী করার একটি বড় মাধ্যম আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা। এতে আল্লাহ মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। মানুষের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

ছালাতের পর যিকির ও তাসবীহ পাঠকারী

যেসব আমলের মাধ্যমে বড় লাভবান হওয়া যায়, ছালাতের পর যিকির ও তাসবীহ পাঠ করা সে সব আমলের মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে গোনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, অশেষ ছওয়াব অর্জিত হয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وقال تَمَامَ المِئَةِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলল, তার হচ্ছে মোট ৯৯ বার। অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য বলল, لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। ঐ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭; বাংলা মিশকাত হা/৯০৫)*।

যে কোন ছালাত শেষে কোন মুছল্লী যদি এই তাসবীহ সমূহ এই নিয়মে পাঠ করে, তারপর এই দো'আটি পাঠ করে, তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে তার গুনাহ যত বেশীই হোক।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ-

উকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে 'প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ার জন্য আদেশ করেছেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৯৬৯; বাংলা মিশকাত হা/৯০৭)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয-নফল যে কোন ছালাতের সালামের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়া এক গুরুত্বপূর্ণ আদেশসূচক সুন্নাত। এর ছওয়াবের কোন হিসাব নেই।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَعِيْلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় বসে আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি ইসমাঈল বংশীয় চারজন লোককে আযাদ (মুক্ত) করার চেয়েও উত্তম মনে করি। এরূপ যারা আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে যোগদান করাকে চারজন গোলাম আযাদ করার চেয়েও উত্তম মনে করি' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৭০; বাংলা মিশকাত হা/৯০৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করলে ৮ জন গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাওয়া যাবে। আর এই আমল আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অতীব প্রিয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে, তারপর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে তার জন্য হজ্জ ও ওমরা পালনের ন্যায় ছাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ পূর্ণ। অর্থাৎ পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার নেকী পাবে' *(তিরমিযী হা/৯৭১, এ হাদীছের শাহেদ রয়েছে)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে প্রচুর পরিমাণে নেকীর অধিকারী হওয়া যাবে।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَعْوَادِ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ اَلْجَنَّةِ إِلَّا اَلْمَوْتُ–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এই কাঠের মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি যে কোন ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মরণ ব্যতীত আর কিছু প্রতিবন্ধক থাকবে না' *(কুবরা, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত টীকা নং ২, পৃঃ ৩০৮)*।

ব্যাখ্যা : ফরয-নফল যে কোন ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যার বিনিময় জান্নাত।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِّنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلاَّ الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلاً يَقُوْلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ-

আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'যে মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর দশবার বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ, তিনি সকলকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও এ দো'আটি তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষক হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবজ হবে। এর বদৌলতে কোন গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। (অর্থাৎ শিরক ব্যতীত) কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। তবে যে এর চেয়েও উত্তম কথা বলবে সে অবশ্য এর চেয়ে উত্তম হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, যাদুল মা'আদ ১/২৯০পৃঃ)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা ১০ বার পাঠ করলে ১০টি করে নেকী হবে, ১০টি করে গুনাহ মুছে যাবে, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন অপসন্দনীয় কাজের প্রতিবন্ধক হবে। বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা পাবে। শিরক ছাড়া কোন গুনাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ-

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক'আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক'আত যোহরের পরে, দুই রাক'আত মাগরিবের পরে, দুই রাক'আত এশার পরে এবং দু'রাক'আত ফজরের পূর্বে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১০৯১)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সাথে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে প্রতি বার রাক'আতের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে ঘর নির্মাণ করা হবে।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اَللهُ عَلَى اَلنَّارِ-

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বরাবর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং যোহরের পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়া যায়। এর প্রতিদানে জাহান্নামকে তার প্রতি হারাম করা হবে। এরূপ আমলকারী জাহান্নামে যাবে না বরং জান্নাতে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ-

আবদুল্লাহ ইবনু সায়েব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন যে এই সময় এমন এক সময়

যাতে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয়। অতএব আমি ভালাবাসি যে এ সময় আমার ভাল আমল উপরে উঠে যাক' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৬৯; বাংলা মিশকাত হা/১১০১)*।

ব্যাখ্যা : সূর্য ঢলামাত্র আসমানের দরজা খোলা হয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য এসময় কিছু সৎ আমল উপরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য যোহরের পূর্বে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ إِمْرَاءً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا-

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাউদ, হাদীছ ছাহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭২; বাংলা মিশকাত হা/১১০৪)*।

ব্যাখ্যা : আছরের পূর্বে কোন ব্যক্তি চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) রহমত বর্ষণের দো'আ করেছেন। তবে আছরের পূর্বে দু'রাক'আতও পড়া যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৪; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৬)*।

ব্যাখ্যা : সুন্নাত সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত। এ সূন্নাতে কত কল্যাণ আছে, তা মানুষের পক্ষে হিসাব করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তারপর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, তারপর যোহরের দু'রাক'আত তারপর মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, তারপর এশার পর দু'রাক'আত ধারাবাহিক গুরুত্ব বহন করে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক'আত নফল পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৩)*। মাগরিবের পর বিশ রাক'আত নফল ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও জাল *(আলবানী, তাহক্বীক্ব*

মিশকাত হা/১১৭৪)। এশার পর চার রাক‘আত বা ছয় রাক‘আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও নিতান্তই যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৫)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِيْ صَلاَةِ السَّحَرِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيُسَبِّحُ اللهَ تِلْكَ السَّاعَةَ-

ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাতের নেকী শেষ রাতের ছালাতের সমান করা হয়। সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকে’ *(তিরমিযী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১১৭৭ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ হাদীছ ছহীহ)*। শেষ রাতে যেমন আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষণ হয় তেমন সূর্য ঢলা মাত্র রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে। আর এ সময়ে সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

রাতে ছালাত আদায়কারী

অতীতকালে সৎ মানুষের আমল ছিল রাতে ছালাত আদায় করা। নবীগণের নীতি ছিল রাতে তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির করা। জান্নাতে উচ্চ স্থান ও বড় মর্যাদা পাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে রাতে ছালাত আদায় করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ- ‘মুত্তাক্বী ব্যক্তিদের পিঠ রাতে বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে’ *(সাজদা ১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ- ‘তারা রাতে কম ঘুমাত এবং রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত’ *(যারিয়াত ১৭-১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً ‘হে নবী! আপনি আল্লাহর জন্য রাতে ছালাত আদায় করুন এবং দীর্ঘ সময় তার তাসবীহ পাঠ করুন’ *(দাহার ২৬)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَّمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে ছালাতে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে অলসদের মধ্যে গণ্য করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি এক হাযার আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে অধিক কার্যকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে’ *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২০১)*।

ব্যাখ্যা : রাতে কোন ব্যক্তি ছালাতের মাধ্যমে ১০ আয়াত তেলাওয়াত করলে সে রাতে ছালাত আদায়কারী বলে গণ্য হবে। ১০০ আয়াত তেলাওয়াতকারী বিনয়ী মুত্তাক্বী বলে গণ্য হবে এবং যারা ১০০০ আয়াত তেলাওয়াত করে তারা বড় সফলতা অর্জনকারী হিসাবে গণ্য হবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ-

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে বলে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত মা‘বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর হাতে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই। আল্লাহ অতি মহান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। অতঃপর বলে হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। আর যদি সে ওযূ করে ছালাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১২১৩; বাংলা মিশকাত হা/১১৪৫)*।

রাতে উঠে অত্র দো‘আটি বলা ভাল। অত্র দো‘আর পর প্রার্থনা করলে তা কবুল করা হবে। দো‘আটি পড়ার পর ওযূ করে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত কবুল করা হবে।

عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلٍ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ-

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান ওযূ অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং রাতে উঠে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২১৫; বাংলা মিশকাত হা/১১৪৭)*।

ব্যাখ্যা : ওযূ অবস্থায় দো'আ পড়ে ঘুমানো সুন্নাত। এমন ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দিবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ؛ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মারে বা থাবা মেরে বলে, রাত অনেক আছে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে এবং দো'আ পড়ে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ওযূ করে আরও একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে সকালে প্রফুল্ল মন পবিত্র অন্তরে সকাল করে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯; বাংলা মিশকাত হা/১১৫১)*।

ব্যাখ্যা : ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাতে উঠার বিরুদ্ধে শয়তানের প্রবল বাধাদানকেই তিনটি গিরা দ্বারা বুঝিয়েছেন। রাতে উঠে ইবাদত করতে পারলে শয়তানের উদ্দেশ্য বাতিল হয়। শয়তানের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। এমন ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে প্রফুল্ল হয়। ফলে সে উজ্জ্বল চেহারায় উদ্দমী হয়ে প্রফুল্ল মনে সকাল করে। পক্ষান্তরে অন্যরা মন মরা ও উদাসীন হয়ে কলুষিত অন্তরে সকাল করে।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

মুগীরাহ ইবনু শু‘বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতের ছালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর পায়ের পাতা ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহতো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না’? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২০; বাংলা মিশকাত হা/১১৫২)*।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক মানুষের জন্য দু’টি কারণে রাতে উঠে ইবাদত করা কর্তব্য ১. ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে, ২. আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই এই নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন কে আছে যে, আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চায় আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৫)*।

ব্যাখ্যা : হাদীছে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও রহমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ মহাশক্তিশালী হওয়ার পরেও প্রতিশোধ নিতে চান না। দুনিয়াতে কত মানুষ কতভাবে গুনাহ করছে তার ইয়ত্তা নেই। তবুও তিনি সকলের বিপদ উদ্ধার করার জন্য এবং সকলের গুনাহ ক্ষমা করার জন্য সবাইকে ডেকে বলেন, বিপদে আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কোন প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাও, আমি দিব। আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করব।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْراً مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ-

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, ‘রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান সে সময় লাভ করতে পারে এবং

আল্লাহর নিকট ইকালের কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এই সময়টি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৬)*। ব্যাখ্যা : এই বিশেষ মুহূর্ত কোন রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক রাতেই ঘটে। এসময় সবার অনুসন্ধান করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ-

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের জন্য রাতে ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার মাধ্যম' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২২৭; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৯)*।

ব্যাখ্যা : রাসূল (ছাঃ) মানুষকে রাতে ইবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাতে ইবাদত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের বড় মাধ্যম। পাপ মোচনের বড় উপায়। অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার বড় মাধ্যম। রাতে ইবাদত করা পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০)*।

ব্যাখ্যা : যে সব নারী-পুরুষ রাতে উঠে ইবাদত করে এবং স্ত্রী বা স্বামীকে ইবাদত করার জন্য জাগ্রত করে, তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। তাদের প্রতি রাযী-খুশি থাকেন।

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাহিরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খেতে দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে’ *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১২৩২; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৪)*।

ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় চারটি কাজের বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের জন্য জান্নাতে উন্নতমানের প্রাসাদের ব্যবস্থা করেছেন। ১. শান্ত মেজাযে ধীর কণ্ঠে নরম ভাষায় কথা বলা। ২. ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করা। ৩. নিয়মিত বেশী বেশী ছিয়াম পালন করা। ৪. রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করা। এসময় আল্লাহ মানুষের প্রার্থনা কবুল করেন এবং এসময় ইবাদত করলে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ-

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তি রাতে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে পৃথকভাবে অথবা একসাথে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়’ *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২৩৮; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৯)*।

ব্যাখ্যা : যে স্বামী-স্ত্রী রাতে উঠে একসাথে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তাদেরকে যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

এশরাক বা চাশতের ছালাত আদায়কারী

যেসব ছালাত আদায় করলে খুব বেশী নেকী পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাশতের ছালাত। সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে যোহা বা চাশত বলে। পূর্ববর্তী নবীগণ এই সময়ে ছালাত আদায় করতেন। বেশী কল্যাণের আশায় এই ছালাত আদায় করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য একটি ছাদাকা করা আবশ্যক। তবে (মনে রেখো) তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাকা এবং সৎকাজের আদেশ একটি ছাদাকা এবং অসৎ কাজে নিষেধ একটি ছাদাকা। অবশ্য এশরাক বা চাশতের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা এসবের পরিবর্তে যথেষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৬)*।

ব্যাখ্যা : আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর জন্য একটা দান করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করে নিম্নের শব্দগুলিকে দান স্বরূপ প্রদান করেছেন। সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। অতএব এই শব্দগুলি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তবে চাশতের ছালাত শুকরিয়া আদায়ের সর্বোত্তম মাধ্যম। এসব তাসবীহ পাঠ করে যত নেকী পাওয়া যাবে চাশতের দুরাক'আত ছালাত আদায় করলে তত নেকী পাওয়া যাবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ-

আবু দারদা ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাক'আত ছালাত আদায় কর। আমি দিনের শেষাংশে তোমার জন্য যথেষ্ট হব'। অর্থাৎ আমি দিনের শেষাংশেই

তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করব *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যে আশা নিয়ে দিনের প্রথমাংশে চাশতের ছালাত আদায় করবে, দিনের শেষাংশে আল্লাহ তার সে আশা পূর্ণ করবেন।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ-

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি ছাদাকা করা আবশ্যক। ছাহাবীগণ বললেন, মসজিদে থুথু দেখলে তা মুছে দাও এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তায় দেখলে তা দূর করে দাও। এটাই হবে তোমার জন্য ছাদাকা। যদি এই কাজগুলি করার সুযোগ না পাও, তবে চাশতের দু'রাক'আত ছালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' *(আবু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৫; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৯)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, চাশতের ছালাত দু'রাক'আত উত্তম। সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে নফল ছালাতের চেয়ে জনকল্যাণকর কাজ উত্তম। যেমন রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। হরতাল করে রাস্তাঘাট বন্ধ করা হারাম। এ কাজের পরিণাম জাহান্নাম। এ কাজের প্রমাণে আরো একাধিক ছহীহ হাদীছ আছে। প্রকাশ থাকে যে, কেউ বার রাক'আত চাশতের ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তার জন্য সোনার প্রাসাদ বানাবেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ নিতান্তই যঈফ *(তিরমিযী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৬)*।

জুম'আর ছালাত আদায়কারী

জুম'আর দিন সপ্তাহের একটি বিশেষ দিন। এ দিনে এমন এক সময় রয়েছে যে সময় মানুষ যা চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ দিনে মানুষ জুম'আর খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত খুব বেশী বেশী ছালাত আদায় করতে পারে। এ দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করেছেন। প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এ দিন তওবা করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম যাতে সূর্য উদিত হয়। জুম'আর দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুম'আর দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জুম'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুমিন বান্দা সে সময়টি পায় এবং তাতে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান ছালাত আদায় করা অবস্থায় ঐ সময় পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে তা নিশ্চয়ই দান করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৮)*।

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَّجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ-

আবু বুরদা ইবনু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মূসাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিনের সে সময়টি সম্পর্কে বলেন, 'তা ইমামের মিম্বরে বসা হতে জুম'আর ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا

مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম। তাতেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুম'আর দিন ফজর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে। জুম'আর দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান তা ছালাত আদায় করা অবস্থায় পায় এবং আল্লাহর নিকট কিছু চায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তা দান করেন' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৫৯)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِيْ تُرْجَى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জুম'আর দিনের সে সময়টি তালাশ কর যাতে দো'আ কবুলের আশা করা যায়, আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৬০; বাংলা মিশকাত হা/১২৮১)*।

ব্যাখ্যা : (১) সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে জুম'আর দিন। (২) এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩) এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। (৪) এ দিনে তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছে। (৫) এ দিন তাঁকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। (৬) এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। (৭) এ দিনেই মানুষ এবং জিন ব্যতীত সবকিছুই ক্বিয়ামতের ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। (৮) জুম'আর দিনে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের আযাব মাফ করা হবে। (৯) এদিনে কোন ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে রক্ষা করা হবে। (১০) এ দিনে এমন এক সময় রয়েছে, সে সময় আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। সময়টি জুম'আর খুৎবা হতে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত হতে পারে কিংবা আছরের ছালাতের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত হতে পারে। (১১) এ দিনে বেশী বেশী দরূদ পড়তে বলা হয়েছে। (১২) জুম'আর দিনে আদম (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটেছে। (১৩) জুম'আর দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়ে উত্তম।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ-

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিনটি হল শ্রেষ্ঠ। এতে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং দিনেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনেই পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। সুতরাং ঐ দিন আমার প্রতি বেশী করে দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়' *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৬১; বাংলা মিশকাত হা/১২৮২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় জুম'আর দিন বেশী বেশী দরূদ পড়তে হবে।

عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-

আবু লুবাবা ইবনু আবদুল মুনযির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জুমআর দিন সকল দিনের সরদার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত দিন। তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এই দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এই দিনে আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু দিয়েছেন। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, এসময়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তা দান করেন। যতক্ষণ সে কোন হারাম জিনিস না চাইবে। এদিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সকল সম্মানিত ফিরিশতা আসমান, যমীন, বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র সবকিছুই জুম'আর দিন ভীত থাকে' (ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে) *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৩৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৮৪)*। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পৃথিবীর অচেতন বস্তুও আল্লাহকে চেনে এবং তাঁকে ভয় করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান যদি জুম'আর দিনে অথবা জুম'আর রাতে মারা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হতে রক্ষা করবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৩৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১২৮৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জুম'আর দিন কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে। হাদীছের অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করা হবে।

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيُدَّهِنُ مِنْ دُهْنِه، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِه، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى-

সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে এবং নিজের সঞ্চিত তেল শরীরে লাগাবে অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তারপর মসজিদে যাবে এবং দুই ব্যক্তির কাঁধ ডিঙ্গিয়ে আগে যাবে না, এরপর তার পক্ষে যত রাক'আত সম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে। আর ইমাম যখন খুৎবা দিবেন তখন চুপ করে খুৎবা শুনবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার এই জুম'আ এবং পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/১২৯৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, জুম'আর দিন গোসল করা উত্তম। সম্ভব হলে শরীরে তেল লাগানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ভাল। লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া যাবে না। যথাসম্ভব বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করবে। ১৫ই শা'বান এবং রামাযানের শেষ বেজোড় রাত্রিগুলিতে ৮ রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করা বিদ'আত। আর জুম'আর দিন বেশী বেশী ছালাত আদায় করা সুন্নাত। পরে এসে মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ থাকা আবশ্যক। এই নিয়মে ছালাত আদায় করলে দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করবে অতঃপর জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাবে এবং যথাসম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম ছাহেব খুৎবা আরম্ভ করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকে শুনবে এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে তার ঐ জুম'আ ও পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(মিশকাত হা/১৩৮৩; বাংলা মিশকাত হা/১৩০০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাবে এবং চুপ করে খুৎবা শুনবে তার এ জুম'আ থেকে পূর্ববর্তী জুম'আ পর্যন্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কঙ্কর স্পর্শ করল বা কিছু নাড়ল সে অনর্থক কাজ করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৩; বাংলা মিশকাত হা/১৩০১)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সুন্দর করে ওযূ করে জুম'আয় এসে চুপ করে খুৎবা শুনলে তার দুই জুম'আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। খুৎবার সময় অনর্থক কোন কথা বলা ও কাজ করা যাবে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন জুম'আর দিন আসে, তখন ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ান এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিখতে

থাকেন। যে ব্যক্তি খুব সকালে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে, যে মক্কায় কুরবানীর জন্য একটি উট পাঠায়। অতঃপর যে আসে তার উদাহরণ যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুম্বা, তারপর আগমনকারী একটি মুরগী, তারপর আগমনকারী যেন একটি ডিম পাঠাল। যখন ইমাম খুৎবার জন্য বের হন, ফিরিশতাগণ তাদের খাতা মুড়িয়ে নেন এবং খুৎবা শুনতে থাকেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৪; বাংলা মিশকাত হা/১৩০২)*।

ব্যাখ্যা : জুম'আর দিন ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়ান এবং কে কখন আসে তাদের নাম লিখতে থাকেন। যারা প্রথম আসে তারা এত বেশী নেকী অর্জন করে মক্কার মিনা মাঠে একটি উট কুরবানী করলে যত নেকী হয়। তারপর যারা মসজিদে আসে তারা মিনা মাঠে একটি ছাগল কুরবানী করার সমান নেকী লাভ করে। তারপর যারা আসে তারা একটি মুরগী দান করার সমান ছওয়াব লাভ করে। এরপর যারা আসে তারা একটি ডিম দান করার সমান নেকী লাভ করে। এরপরে যারা আসে তাদের নাম ফিরিশতাগণ খাতায় লিখেন না। তারা জুম'আর দিনের বিশেষ নেকী অর্জন করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র ছালাত আদায়ের নেকী লাভ করে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِيْ قَبْلَهَا-

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং আপন উত্তম পোশাক পরে, নিজের কাছে সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে অতঃপর জুম'আর ছালাত আদায় করতে যায় এবং সম্মুখে যাওয়ার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না। তারপর সে যথাসম্ভব নফল ছালাত আদায় করে। এরপর ইমাম যখন খুৎবার জন্য বের হন তখন থেকে খুৎবা ও ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকে, এ আমল তার জন্য এ জুম'আ ও পূববর্তী জুম'আর মধ্যকার গুনাহ মোচনের জন্য কাফফারা স্বরূপ হয়ে যায়' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৮৭; বাংলা মিশকাত হা/১৩০৫)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে খুৎবার সময় চুপ থাকা আবশ্যক এবং কথা বলা হারাম। জুম'আর দিন গোসল করা উত্তম। সবচেয়ে সুন্দর বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা উচিৎ। সুগন্ধি লাগানো ভাল। মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষিদ্ধ। যত বেশী

সম্ভব নফল ছালাত আদায় করা ভাল। জুম‘আয় উপস্থিত হয়ে এভাবে আমল করলে দুই জুম‘আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا-

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের নিকট বসে চুপ করে তার খুৎবা শুনবে, অনর্থক কিছু করবে না, তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে যে নেকী হয়, তা হবে *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যদি সকালে গোসল করে, পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে ইমামের পাশে বসে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে চুপ করে ইমামের খুৎবা শ্রবণ করে, তাহলে তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের ছিয়াম পালন ও তাহাজ্জুদ পড়ার সমান নেকী দেয়া হবে।

যে রোগীকে দেখতে যায় ও যে রোগাক্রান্ত হয়

যেসব কাজের দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়, রোগীকে দেখতে যাওয়া তার অন্যতম। মানুষ রোগীকে দেখতে গিয়ে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرُفَةِ الْجَنَّةِ-

ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান যখন তার কোন রোগী মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে। আর এটা ফিরে আসা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা রোগীকে দেখতে যায়, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত নেকী অর্জন করতে থাকে। তারা জান্নাতের পথে চলতে থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُّصِبْ مِنْهُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৬; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে জান্নাতে দেয়ার ইচ্ছা করলে অসুস্থ করে অথবা কোন সমস্যার মুখোমুখি করে বিপদগ্রস্ত করেন। এতে বুঝা যায় যে, সকল বিপদই আল্লাহর ক্রোধের কারণে হয় না। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে এবং আল্লাহর প্রতি রাযী থাকলে অনেক ছওয়াব অর্জিত হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِّنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا–

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে, প্রবল জ্বরে ভুগছেন। তখন নবী করীম (ছঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের দু'জনে জ্বরের সমান জ্বরে ভুগতেছি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, এটা এ কারণে যে, আপনার জন্য দু'গুণ নেকী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন মুসলমানের প্রতি যে কোন কষ্ট আরোপিত হোক না কেন, চাই তা রোগ হোক বা অন্য কোন বিপদ। আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে তার গুনাহ মুছে দিবেন যেভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে শেষ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৮; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫২)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حَزَنٍ، وَلاَ أذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ-

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 'যখন মুসলমানের প্রতি কোন বিপদ, রোগ-শোক, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট আরোপিত হয়, এমনকি যখন কোন কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়, তদ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান যে কোন সমস্যায় নিপতিত হলে এমনকি পায়ে কাঁটা ফুটলেও তার জন্য সে নেকী পাবে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ : مَا لَكِ تُزَفْزِفِيْنَ؟ قَالَتْ : الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيْهَا! فَقَالَ لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبُثَ الْحَدِيْدِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) উম্মু সায়েবের নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমার কি হয়েছে, কাঁদছ কেন? সে বলল, জ্বর, আল্লাহ জ্বরের মঙ্গল না করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ সমূহ দূর করে, যেভাবে কর্মকারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪৩; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫৭)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্মকারের হাপর যেমন লোহা গরম করে তার মরিচা দূর করে, তেমন জ্বর মানুষের গুনাহ মুছে দেয়। এজন্য কোন রোগ হলে তাকে খারাপ মনে করে গালি দেয়া যাবে না।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ-

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোন মুসলমান সকাল বেলায় কোন মুসলমানকে দেখতে গেলে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা আল্লাহর

নিকট দো'আ করতে থাকে। যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে দেখতে যায়, তাহলে তার জন্য সকাল পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট দো'আ করতে থাকে' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫০; বাংলা মিশকাত হা/১৪৬৪)*।

মুসলমানের জন্য এক যরূরী কাজ হচ্ছে অসুস্থ লোককে দেখতে যাওয়া। যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে সকালে দেখতে যায় তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। আর সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। এমন লোকের জন্য একটি বাগান তৈরী করা হয়।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلاَءٍ فِيْ جَسَدِه، قَالَ لِلْمَلَكِ اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানকে যখন শারীরিক কোন বিপদে ফেলা হয়, তখন ফিরিশতাকে বলা হয়, সে লোক সুস্থাবস্থায় যেসব নেকীর কাজ করছিল এখন করতে পারে না, তুমি তার নেকী লিখতে থাক। অতঃপর যদি আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন, তাকে গুনাহ হতে ধুয়ে পবিত্র করেন। আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন, তাহলে তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহমত করেন' *(শরহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫৩; বাংলা মিশকাত হা/১৪৭৪)*।

ব্যাখ্যা : যখন কোন মানুষের শরীরে কোন রোগ হয় এবং ইবাদত করতে পারে না তখন আল্লাহ ফিরিশতাকে বলেন, তোমরা তার আগেকার সৎ আমলের মত আমল লিখতে থাক। আল্লাহ রোগ দেয়ার পর আরোগ্য দান করলে তাকে গুনাহ হতে পবিত্র করেন। আর যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তাকে মাফ করে দেন।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ-

জাবির ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়াও সাত শ্রেণীর লোক শহীদের মর্যাদা পাবে। ১. মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ২. ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ। ৩. যাতুল জানব

বা শ্বাসকষ্ট রোগে যে মারা গেছে সে শহীদ। ৪. পেটের রোগে মৃতব্যক্তি শহীদ। ৫. যে ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ। ৬. কোন কিছু চাপা পড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ এবং ৭. প্রসব কষ্টে মৃত নারী শহীদ' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৬১; বাংলা মিশকাত হা/১৪৭৫)*।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে বিভিন্ন শ্রেণীর বিপদগ্রস্ত লোককে শহীদ বলা হয়েছে। কোন সাধারণ ঈমানদার লোক যদি এসব বিপদগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, তাহলে তাকে ক্বিয়ামতের দিন শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন তার বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে আগেভাগেই দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত করে শাস্তি দান করেন। আর যখন কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তার গুনাহর শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন। অবশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি দিবেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬৫; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত হওয়া কল্যাণের লক্ষণ। আর বিপদগ্রস্ত না হওয়া অকল্যাণের লক্ষণ।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বড় বিপদের বিনিময়ে বড় প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে এতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬৬; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮০)*। কোন ব্যক্তি বা জাতি বিপদগ্রস্ত হলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। আর বিপদে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ، أَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন নর-নারীর প্রতি সর্বদা বিপদ লেগে থাকে। তার শরীরে, তার সম্পদে কিংবা তার সন্তান-সন্ততিতে। আর এরূপ বিপদ আসতে থাকে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। এমতাবস্থায় তার আর কোন গুনাহ থাকে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮১)*। ব্যাখ্যা : মানুষ বেশী বিপদগ্রস্ত হলে নিষ্পাপ হয়ে যায়।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা ক্বিয়ামতের দিন যখন দেখবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের নেকী দেয়া হচ্ছে তখন আক্ষেপ করে বলবে, হায় যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হত' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮৪)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিপদগ্রস্তদের ক্বিয়ামতের দিন নেকী দেয়া হবে। দুনিয়াতে সুখ-শান্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা বিপদগ্রস্তদের মান-মর্যাদা দেখে দুঃখ করে বলবে, আল্লাহ যদি আমাদের দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত করতেন এবং গায়ের চামড়া কেটে নিতেন। আর আজ তার বিনিময়ে এই সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদা দিতেন, তাহলে আমরা কত বড় খুশি হতাম, কত বড় লাভবান হতাম!

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ-

সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে তার পেটের রোগ হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত পৃঃ ৪৯৫, ৩নং টীকা)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি পেটের কোন রোগের কারণে মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করে দেয়া হবে।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّيْ

أُصْرَعُ وَإِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا–

তাবেঈ আতা ইবনু আবু রাবাহ বলেন, আমাকে একবার ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললে, (আতা!) আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ দেখান। তিনি বললেন, এই কাল মহিলাটি হচ্ছে জান্নাতী। সে একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দো'আ করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে ছবর করতে পার। তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর আমি তোমার জন্য দো'আ করব। আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। সে বলল, আমি ছবর করব। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। দো'আ করুন, আমি যেন উলঙ্গ না হই। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭৭, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল রোগের পরিণাম হচ্ছে জান্নাত। নেকীর আশায় রোগের ঔষদ সেবন না করাও জায়েয।

عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ انَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ هَنِيْئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يَبْتُلْ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَوْ انَّ اللهَ ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ فَكُفِّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ–

তাবেঈ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল, তখন অপর এক ব্যক্তি বলল, লোকটা বড় সৌভাগ্যবান। লোকটা মারা গেল কিন্তু কোন রোগে ভুগল না। একথা শুনে রাসুল (ছাঃ) বললেন, 'আহ, তোমাকে কে বলল, সে বড় সৌভাগ্যবান? যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগে ফেলতেন, তাহলে কত না ভাল হত'? *(মুওয়াত্ত্বা, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭৮, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯২)*।

এতে বুঝা যায় আল্লাহ যখন কোন মানুষের গুনাহ মোচনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কোন রোগে ফেলে দেন।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيْ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِه فَقَالاَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَصْبَحْتُ بِنِعْمَة قَالَ شَدَّادٌ أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ إِذَا أَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا

مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِيْ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوْا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ-

শাদ্দাদ ইবনু আওস ও ছুনাবিহী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকাল কেমন হয়েছে? সে বলল, আল্লাহর দয়ায় ভাল হয়েছে। এটা শুনে শাদ্দাদ বললেন, তোমার গুনাহ মাফ এবং অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি আর আমার এ রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শুকরিয়া আদায় করে তখন সে তার রোগ শয্যা হতে এমন নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে উঠে, যেমন তার মা তাকে নিষ্পাপ ও পবিত্রাবস্থায় জন্ম দিয়েছিল। আল্লাহ আরো বলতে থাকেন, আমার বান্দাকে বন্ধ করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব (ফিরিশতা সকল) তোমরা তার সুস্থাবস্থায় যে নেকী লিখতেছিলে এই অবস্থায় তাই লিখতে থাক’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৭৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগগ্রস্ত হলে গুনাহ মুছে যায়। রোগগ্রস্ত হলেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে রোগগ্রস্ত করে পরীক্ষা করেন। রোগগ্রস্ত হলে মানুষ এমন নিষ্পাপ হয়ে যায়, জন্মের সময় যেমন নিষ্পাপ থাকে। মানুষ সুস্থাবস্থায় যে নেকী অর্জন করে, অসুস্থ হলেও আল্লাহ তা‘আলা সে পরিমাণ নেকী লেখার জন্য ফিরিশতাদের আদেশ করেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اِغْتَمَسَ فِيْهَا-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে বের হল, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় সাঁতার কাটতে লাগল। সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত। যখন সে রোগীর কাছে পৌঁছল তখন রহমতের দরিয়ায় ডুব দিল’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৫৮১, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯৫)*। রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে বের হলেই আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, আর রোগীর কাছে পৌঁছলে আল্লাহর রহমত আরও বেশী হয়। এমন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করতে যায় এবং যার জন্য যায়

জানাযায় শরীক হওয়া মুসলমানের পারস্পরিক হক ও নেকী অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। কোন মুসলমানের জানাযায় শরীক হলে এক ক্বিরাত এবং দাফনে শরীক হলে দু'ক্বিরাত ছওয়াব অর্জিত হয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযায় গেল এবং জানাযা পড়া পর্যন্ত থাকল, অতঃপর তাকে দাফন করল, সে দু'ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী ফিরল। আর প্রত্যেক ক্বিরাত হচ্ছে ওহূদ পাহাড় সমপরিমাণ। তারপর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় কলল, অতঃপর দাফন করার পূর্বে বাড়ী ফিরল, সে এক ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫১, বাংলা মিশকাত হা/১৫৬২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيْهِ–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন ৪০ জন লোক দাঁড়ায় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায় করে একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে এবং প্রত্যেকেই তার জন্য সুপারিশ করে নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬১)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযায় মুছল্লীর সংখ্যা বেশি হওয়া মৃতব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। কারণ তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

যার সন্তান বাল্যাবস্থায় মারা যায়

কোন লোকের ছোট সন্তান-সন্ততি যদি মারা যায় অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং চিৎকার করে না কাঁদে তাহলে ঐ পিতামাতা জান্নাতে যাবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجُ النَّارَ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৯, বাংলা মিশকাত হা ১৬৩৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَوْ اثْنَيْنِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) কতক আনছারী মহিলাকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং নেকীর আশা রাখবে নিশ্চয়ই সে জান্নাতে যাবে। এসময় একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুইজন মারা যায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন মারা গেলেও সে জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৩০, বাংলা মিশকাত হা/১৬৩৮)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, যার তিনজন বা দু'জন ছোট সন্তান মারা যাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِيْ اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيْ امْرَأَتِهِ–

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনদের জন্য খুশীর বিষয়, যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়, তবুও সে বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বা আল্লাহর প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই নেকী অর্জন করে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাদ্যের লোকমা তুলে দিলেও নেকী পায়' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৩৩, বাংলা মিশকাত হা ১৬৪১)*।

ব্যাখ্যা : সন্তান মারা যাওয়ার কারণে কোন মুমিন দুঃখিত হয়, আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। স্ত্রীর মুখে খাদ্য তুলে দিলেও নেকী হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ مَاتَ ابْنٌ لِيْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا يُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন, যা আমাদের মৃতব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের কার্যকারক হবে। তাদের কেউ যখন তার পিতাকে পাবে, তখন তার কাপড়ের পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে পৃথক হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যেসব সন্তান ছোট অবস্থায় মারা যায় তারা জান্নাতের কর্মচারী হবে। তারা পিতাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ

وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা একটি স্ত্রীলোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! পুরুষরা আপনার হাদীছ শুনার সুযোগ লাভ করেছে। অতএব আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসতে পারি এবং যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, 'তোমাদের মধ্যকার যে নারী তার সন্তানদের মধ্য হতে তিনটি সন্তান আল্লাহর নিকট পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে' (অর্থাৎ তারা তাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না)। এ সময় একজন নারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কেউ যদি দু'জন সন্তান পাঠায়? সে বাক্য দু'বার বলল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন পাঠালেও, দু'জন পাঠালেও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কারো তিন জন বা দু'জন সন্তান মারা গেলে, ঐ সন্তান তাদের পিতামাতাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না। এমন পিতামাতা বড় সৌভাগ্যবান।

عَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيْهِ أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ-

কুররা মুযানী হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসত এবং তার সাথে তার একটি ছেলেও থাকত। একদিন নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে (ছেলেকে) ভালবাস? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পর আপনাকে ভালবাসার মতই আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে মারা গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'ওহে তুমি কি এটা ভালবাস না যে, তুমি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে যাওনা কেন,

সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে। এসময় এক ব্যক্তি বলল, এই সুযোগ শুধু তার জন্য না আমাদের সকলের জন্য? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সকলের জন্য' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৬৬৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যেসব ছেলেমেয়ে বাল্যাবস্থায় মারা যায়, তারা জান্নাতের দরজায় অপেক্ষমান থাকবে। তারা পিতামাতা ছাড়া জান্নাতে যাবে না।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় ধৈর্যধারণ কর এবং নেকীর আশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হব না' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৫৮, বাংলা মিশকাত হা/১৬৬৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন নারী-পুরুষ যদি ছেলেমেয়ে মরার কারণে ব্যথিত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।

(١) عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَتْ عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيْضَةٌ فَقَالَ أَبْشِرِيْ يَا أُمَّ الْعَلَاءِ فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْلِمُ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ-

(১) উম্মুল 'আলা (রাঃ) বলেন, আমি একদা অসুস্থ হলে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসলেন এবং বললেন, 'হে উম্মু আলা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা কোন মুসলিম অসুস্থ হলে আল্লাহ তার দ্বারা তার গুনাহ দূর করে দেন যেমন আগুন সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২১৪/৭১৪)*।

(٢) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللهُ ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ-

(২) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি তার

অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তখন তারা কি বলল? ফিরিশতারা বলে, তখন তারা বলল, الْحَمْدُ لله এবং إِنَّا لله وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ বায়তুল হামদ' *(তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২২৮/১৪০৮)*। কোন ব্যক্তির ছেলেমেয়ে মারা গেলে তার জন্য যরূরী কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলা।

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ لَيَبْتَلِيَ عَبْدَهُ بِالسَّقْمِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ كُلَّ ذَنْبٍ-

(৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে অসুস্থ করে পরীক্ষা করেন। এভাবে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মুছে দেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৪৪)*।

(٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ اِيَّاهُ-

(৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মানুষ যখন আল্লাহর নিকট মর্যাদা সম্পন্ন স্থানের অধিকারী হয়ে যায় এবং সে আমলের মাধ্যমে সে স্থানে পৌঁছতে পারে না। তখন আল্লাহ তাকে সর্বদা এমন বিপদগ্রস্ত করে রাখেন, যা তার নিকট অপসন্দনীয়। তারপর আল্লাহ তাকে ঐ মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে পৌঁছে দেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৪৮/১৫৯৯)*।

(٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুমিন যদি কোন বিপদগ্রস্ত মুমিনকে সান্ত্বনা দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সম্মানিত পোশাক পরাবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৫/১৯৫)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِه إِيَّاهُمْ-

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের ছেলেমেয়ে যুবক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আল্লাহ তার বিশেষ রহমতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিন নারী-পুরুষের প্রতি এবং তার ছেলে-মেয়ে ও অর্থ-সম্পদের প্রতি সর্বদা বালা-মুছীবত আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন মারা যায়, তখন নিষ্পাপ হয়ে মারা যায়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩০৭/২২৮০)*।

ছিয়াম পালনকারী

ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। এর জন্য সীমাহীন বিনিময় রয়েছে। এটি এমন এক ইবাদত যার প্রতিদান আল্লাহ স্বহস্তে প্রদান করবেন। ছিয়াম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন ইবাদত নেই, যার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ ছিয়াম ফরয করেছেন। মানুষ ছিয়াম পালনের বিনিময়ে মুত্তাক্বী হতে পারে। যা মানুষের উভয় জীবনে সফলতা নিয়ে আসে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হতে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ–

ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার নিকট হতে জাহান্নামকে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২২৬৭/২৫৬৫)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান'। (অর্থাৎ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নাম থেকে ৫০০ বছরের পথ দূরে করা হবে) *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৮/৬)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছিয়ামের পরিণাম জাহান্নাম থেকে রক্ষা এবং জান্নাত লাভ। আল্লাহ ছিয়াম পালনকারীর প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, একটি ছিয়াম পালন করলেও আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সমস্ত শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২০৭/১৩০৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে এবং আল্লাহর রহমতের

দরজা খোলা থাকে। পূর্ণমাস আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও রহমত বর্ষণ হয়। প্রকাশ থাকে যে, রামাযান মাসকে তিন ভাগ করার হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৬৫)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُوْنَ-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬১)*।

ব্যাখ্যা : বিশেষ মর্যাদার অধিকারীরাই রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর এই মর্যাদা অর্জনের একটাই পথ তা হচ্ছে ছিয়াম পালন করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬২)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, রামাযান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস যাতে পাপ মোচনের তিনটি বড় মাধ্যম রয়েছে। (১) ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করতে পারলে, তার অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (২) ঈমান সহকারে নেকীর আশায় তারাবীহ-এর ছালাত আদায় করতে পারলে অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (৩) লাইলাতুল কদরের রাত্রিগুলি জেগে ইবাদত করতে পারলে, অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرَؤٌ صَائِمٌ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে। পত্যেক নেক আমল দশগুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কারণ ছিয়াম আমারই জন্য পালন করা হয় এবং তার প্রতিদান আমিই দিব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমার জন্য স্বীয় প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানি ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি প্রধান আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ছিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষার ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন ছিয়াম পালনকারী’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৩)*।

ব্যাখ্যা : আদম সন্তান একটি নেকী করলে দশটি লেখা হয় এবং তা বাড়িয়ে সাতশত করা হয়। ছিয়ামের নেকী এভাবে লেখা ও বাড়ানো হয় না। ছিয়াম একমাত্র আল্লাহর ভয়-ভীতিতেই পালন করা হয়। কারণ অন্য ইবাদত করলে মানুষ দেখতে পায়, কিন্তু ছিয়াম পালন করলে মানুষ দেখতে পায় না। গোপনে মানুষ অনেক কিছু খেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে খায় না। যেহেতু ছিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ নিজে স্বহস্তে সন্তুষ্ট চিত্তে দিবেন। তাই লেখারও প্রয়োজন নেই, নেকীর সংখ্যা উল্লেখ করে বাড়ানোরও প্রয়োজন নেই। আমরা গুনাহগার ক্ষুদ্র মানুষ হিসাবে সর্বশক্তিমান বড় দয়াবান, বড় ক্ষমাশীলের নিকট আশা রাখি তিনি আমাদের স্বহস্তে বেহিসাব প্রতিদান দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ছিয়াম পালনের শক্তি দিয়ে ক্ষমা করে দিও।

আল্লাহ দু’টি কারণে আমাদেরকে স্বহস্তে প্রতিদান দিবেন। (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। নগ্ন পোশাক পরে ছিয়াম পালন করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না।

বাদ্যযন্ত্র, নাচ-গান ও নগ্নছবি দর্শন করে, হারাম উপায়ে চোখে ও অন্তরে এসব উপভোগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। হারাম খাদ্য খেয়ে, হাটে-বাজারে আড্ডা দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। অশ্লীলতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। এসব আচরণ বহাল রেখে ছিয়াম পালন করলে আল্লাহ স্বহস্তে প্রতিদান দিবেন না। (২) খাদ্য-পানীয় ত্যাগ করা।

ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। (ক) ইফতারের সময়। সত্যই ইফতারের সময় খুব আনন্দ লাগে যা সকলেই বাস্তব পরীক্ষিত। (খ) ছিয়াম পালনে জান্নাতের সর্বোচ্চ নে'মত ভোগ করার সুযোগ হবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর দর্শন লাভ। এটাই মানুষের ইবাদতের সবচেয়ে বড় প্রতিদান। এটাই জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'মত, সবচেয়ে বড় উপভোগ্য বিষয়। ছিয়াম পালনের কারণে মুখে এক প্রকার গন্ধ হয়, যা আল্লাহর নিকট খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ঢাল যেমন যুদ্ধমাঠে রক্ষার মাধ্যম, ছিয়াম তেমনি জাহান্নাম হতে রক্ষার মাধ্যম। ছিয়াম অবস্থায় অশ্লীল কথা ও কর্ম, অনর্থক কথা ও কর্ম চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কেউ গালি দিলে, ঝগড়া করতে চাইলে, তার প্রতিউত্তর ভাল-মন্দ কোনটাই দেওয়া যাবে না। তার প্রতি উত্তর হবে আমি ছিয়াম পালনকারী। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ নবী করীম (ছাঃ) এই বাক্য বলার জন্য আদেশ করেছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসে আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে কল্যাণের অন্বেষণকারী! আরও কল্যাণ অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! মন্দ অন্বেষণ করা হতে থেমে যাও। আল্লাহ এ মাসে বহু লোককে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন। আর এরূপ প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৬০; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৫)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লহার নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে

প্রতিপালক! আমি তাকে দিনে তার খাদ্য ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশ বকুল করা হবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছিয়াম এমন একটি ইবাদত যা বিচারের মাঠে কথা বলবে এবং ছিয়াম পালনকারীর ব্যাপারে জোরাল সুপারিশ করবে। আর তার সুপারিশ কবুল করা হবে। ইবাদতের মধ্যে শুধু ছিয়অমই ক্বিয়ামতের মাঠে কথা বলবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাসের তিনদিন এবং এক রামাযান হতে পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত পূর্ণ এক বছরের ছিয়াম পালন, আর আরাফার দিনের ছিয়াম আমি মনে করি পূর্বাপর দু'বছরের গুনাহ মুছে দিবে এবং আশুরার ছিয়াম আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি এই ছিয়াম পূর্বেকার এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; বাংলা মিশকাত হা/১৯৪৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পর প্রতিমাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করতে পারলে তাকে সারা বছর ছিয়াম পালন করার নেকী দেওয়া হবে। আরাফার দিন ছিয়াম পালন করতে পারলে দু'বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর মুহাররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করতে পারলে এক বছরের গুনাহ মাফ করা হবে। এই ছিয়ামগুলি মানুষের পাপ মোচনের বড় মাধ্যম। এই ছিয়ামগুলি পালন করার জন্য মানুষের একান্তভাবে চেষ্টা করা উচিত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً.

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৮৫)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ–

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতকাল তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৮৭)*।

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ-

সালমান ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে, সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। কেননা তাতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা তা হল পবিত্র' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৩)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيْ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَاءٍ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছালাতা আদায়ের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক অঞ্জলী পানিই পান করতেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৪)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ-

যায়েদ ইবনু খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোন গাযীকে জিহাদের সামগ্রী দান করেছে, তার জন্যও তার অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে' *(বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৫)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন, তখন বলতেন, 'তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চান তো ছওয়াব নির্ধারিত হল' *(আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ، وفي رواية قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيْلاً-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন করতে থাকতেন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না। এভাবে তিনি ছিয়াম ছাড়তে আরম্ভ করতিন, যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি বুঝি আর (এ মাসে) ছিয়াম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনও রামাযান ছাড়া পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং এ শা'বান অপেক্ষা কোন মাসে অধিক ছিয়াম পালন করতেও দেখিনি। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ পূর্ণ শা'বান মাসেই ছিয়াম পালন করতেন। অর্থাৎ কয়েক দিন ব্যতীত পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম রাখতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়ামই হল শ্রেষ্ঠ ছিয়াম এবং পরয ছালাতের পর রাতের ছালাতই হল শ্রেষ্ঠ ছালাত' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আশূরার দিনে ছিয়াম পালন করলেন এবং এতে ছিয়াম পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ দিনকে তো ইহুদী ও নাছারারা সম্মান করে। তখন তিনি বললেন, 'যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয়ই আমি নবম তারিখেও ছিয়াম রাখব' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৩)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আগমন করলেন, ইহুদীগণকে দেখলেন, তারা আশূরার দিন ছিয়াম পালন করে। রাসূল (ছাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এদিন তোমরা যাতে ছিয়াম রাখ, এটা কি? তারা বলল, এটা একটি মহান দিন। এতে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও তার কওমকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও তার কওমকে নিমজ্জিত করেছেন। অতএব মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম পালন করেছিলেন, অতঃপর আমরাও রাখি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিকতর আপন ও অধিকতর হকদার। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এতে পূর্ববৎ ছিয়াম পালন করলেন এবং আমাদেরকেও ছিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৬৮)*।

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ-

হাফছা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) চারটি বিষয় কখনো ছাড়তেন না- আশূরার ছিয়াম, যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়াম, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের ছিয়াম এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকা'আত সুন্নাত *(নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৭১)*।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ-

আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, 'সোমবারেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিনেই প্রথম আমার উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন *(তিরমিযী, নাসাঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৭)*।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ-

আবু আইউব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়দিন ছিয়াম পালন করেছে, এটা তার পূর্ণ বছরের ছিয়ামের সমান হবে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৪৯)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ- وزاد وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি দরজা রয়েছে, যাকে রাইয়্যান বলা হয়। ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীগণ, সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করলে, ঐ দরজা বন্ধ করা হবে। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে কখনো পিপাসিত হবে না' *(আত-তারগীব হা/১৩৮০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি স্থায়ী দুর্গ' *(আত-তারগীব হা/১৩৮২)*।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عَدْلَ لَهُ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর, নিশ্চয়ই ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের আদেশ করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর, ইবাদতের মধ্যে ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই' *(আত-তারগীব হা/১৩৯২)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাহারী খাও, কারণ সাহারীতে বরকত রয়েছে' *(আত-তারগীব হা/১৫১৯)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ-

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এবং আহলে কিতাবের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়া' *(আত-তারগীব হা/১৫২০)*।

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَرَكَةُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيْدِ، وَالسَّحُوْرِ-

সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে- (১) জামা'আত বদ্ধ জীবনে (২) ছারীদ খাদ্যে (৩) সাহারীতে' *(আত-তারগীব হা/১৫২১)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা সাহারী খায়, তাদের উপর আল্লাহ দয়া করেন এবং ফিরিশতাগণ ক্ষমা চান' *(আত-তারগীব হা/১৫২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلاَ تَدَعُوْهُ–

আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ (রাঃ) বলেন, জনৈক ছাহাবী বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি সাহারী খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'সাহারীতে বরকত রয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে এটি দান করেছেন। তোমরা কখনো তা ত্যাগ কর না' *(আত-তারগীব হা/১৫২৬)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّنْ مَاءٍ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা এক ঢোক পানি হলেও সাহারী খাও' *(আত-তারগীব হা/১৫২৯)*।

হজ্জ পালনকারী

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার পরিণাম জান্নাত। বৈধ পয়সায় অহেতুক অপ্রয়োজনীয় কথা ও কর্ম ত্যাগ করে যে হজ্জ পালন করে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেমন জন্ম নেওযার সময় নিষ্পাপ থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বলেলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল তারপর কি? রাসূল বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুলকৃত হজ্জ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা। দ্বিতীয় উত্তম আমল হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তৃতীয় উত্তম আমল হল কবুল হজ্জ, যার বিনিময় হল জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ করল এবং এ হজ্জের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা ও কর্মে লিপ্ত হল না, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, হজ্জ পাপ মোচনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। হজ্জ কবুল হলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর এ হজ্জের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, একবার ওমরা করার পর আর একবার ওমরা করলে মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহ মুছে যাবে। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত। হজ্জ কবুল হলে আল্লাহ তাকে নিঃসন্দেহে জান্নাত দান করবেন। কারণ এটাই তার চূড়ান্ত প্রতিদান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসের ওমরা হজ্জের সমান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৯; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৫)*। এ হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, রামাযান মাসে ওমরা করলে কবুল হজ্জের সমান নেকী দেয়া হবে। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ-

ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা হজ্জ ও ওমরা একসাথে কর। কেননা হজ্জ ও ওমরা এমনভাবে দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে যেভাবে কামারের হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার মরিচা দূর করে। কবুল হজ্জের ছওয়াব জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫২৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪১০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল হজ্জ-ওমরা একসাথে করা ভাল। যার নাম কেরান। তবে ওমরা করার পরও হজ্জ করা, যার নাম তামাত্তু। কামারের হাঁপর যেভাবে আগুনের সাহায্যে লোহা এবং সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়, তেমন হজ্জ ও ওমরা মানুষের গুনাহ মুছে দেয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হজ্জের চূড়ান্ত প্রতিদান জান্নাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَفْدُ اللهِ ثَلاَثَةٌ الْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তিন ব্যক্তি আল্লাহর যাত্রী। গাযী, হাজী ও ওমরা পালনকারী’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৩৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪২২)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা হজ্জ ও ওমরা পালন করে তারা আল্লাহর দল বা দূত কিংবা আল্লাহর পথের যাত্রী।

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً-

তাবেঈ ওবায়দ ইবনু ওমায়ের হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর প্রতি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের অপর কাউকে তার প্রতি এরূপ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যদি এরূপ করি, তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তাদের স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। রাসূল (ছাঃ)-কে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চার দিকে সাত পাক ঘুরবে এবং তা পূর্ণ করবে, তার জন্য গোলাম আযাদের সমপরিমাণ নেকী হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা নামাবে ততবার আল্লাহ একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন ও একটি নেকী নির্ধারণ করবেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/২৫৮০; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়। তাওয়াফের সময় প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ হয় এবং একটি করে নেকী লেখা হয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِيْ أَوْ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরুমার পক্ষ হতে হজ্জের নিয়ত করছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন রাসূল বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল, জি না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ কর, পরে শুবরুমার হজ্জ করবে' *(আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪১৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابُوْهُ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'হজ্জ ও ওমরাকারীগণ হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রীদল। অতএব তারা যদি তাঁর কাছে দো'আ করেন, তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চান, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন' *(ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪২১)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا يَزِيْدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাথার কেশ জড়ান অবস্থায় বলতে শুনেছি, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ 'প্রভু হে! আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, সমস্ত প্রশংসা ও সমস্ত নে'মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'। তিনি এই কয়টি কথার অধিক কিছু বলেননি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪২৬)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান তালবিয়া বলে, তার সাথে তালবিয়া বলে যা তার ডানে-বামে আছে, পূর্ব-পশ্চিমের সীমা পর্যন্ত-পাথর, গাছ বা মাটির ঢেলা' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত করলেন হজ্জ না করে, অতঃপর দশম বছর লোকের মধ্যে ঘোষণা করা হল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বছর হজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোক আগমন করল। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জে রওয়ানা হলাম এবং যখন যুলহুলায়ফা পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন (আবু বকরের স্ত্রী) আসমা বিনতু উমাইস মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকরকে প্রসব করলেন। অতএব আসমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, এখন আমি কি করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি গোসল কর এবং কাপড়ের নেকড়া দ্বারা কষে লেঙ্গুট পর, তৎপর এহরাম বাঁধ। জাবের (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে (দুই রাক'আত) ছালাত পড়লেন, অতঃপর কাছওয়া উটনীতে সওয়ার হলেন। অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়া পড়িলেন- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

জাবের (রাঃ) বলেন, তখন আমরা হজ্জ ছাড়া কিছুর নিয়ত করিনি, আমরা ওমরের কথা জানতাম না। অবশেষে যখন আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌঁছলাম, তিনি 'হাজারে আসওয়াদে' হাতে স্পর্শ করে চুমা দিলেন, অতঃপর সাত পাক বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করলেন; তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে চললেন। অতঃপর 'মাকামে ইবরাহীম'-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের এ

আয়াত পাঠ করলেন, 'এবং মাকামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থানে পরিণত কর'। এ সময় রাসূল (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত পড়লেন মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মধ্যখানে রেখে। অপর বর্ণনায় আছে, ঐ দুই রাক'আতে রাসূল (ছাঃ) সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ও 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' পড়েছিলেন। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন। তৎপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফার নিকটে পৌঁছলেন। তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত'। আর বললেন, আমি সেটা থেকে শুরু করব, যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি সাফা হতে আরম্ভ করলেন এবং তার উপরে চড়লেন, যাতে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। তখন তিনি ক্বিবলা অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন। এটা তিনি তিনবার বললেন এবং এদের মধ্যখানে কিছু দো'আ করলেন। অতঃপর সাফা হতে অবতরণ করলেন এবং ত্বরিতে মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না তাঁর পা উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল। অতঃপর তিনি দৌড়িয়ে চললেন, যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। যখন চড়াইতে উঠলেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না মারওয়া পৌঁছলেন। তথায় তিনি ঐরূপই করলেন, যেরূপ সাফার উপর করেছিলেন। এমনকি যখন মারওয়ার শেষ চলা সমাপ্ত হল, মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করলেন, আর লোকেরা ছিল তখন নীচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে কখনও আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না এবং একে ওমরার রূপ দান করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন এহরাম খুলে ফেলে এবং একে ওমরার রূপ দান করে। এসময় সুরাকা ইবনু মালেক ইবনে জুশুম দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্যই, না চিরকালের জন্য? তখন রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হাতের আঙ্গুল সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন, ওমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করল। না, বরং চিরকালের জন্য, চিরকালের জন্য।

এ সময় আলী (রাঃ) ইয়ামন হতে (তিনি তথায় বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন) নবী করীম (ছাঃ)-এর কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এহরাম বেঁধেছিলে কিসের? তিনি বললেন, আমি এরূপ বলেছি, হে

আল্লাহ! এহরাম বাঁধছি যেভাবে এহরাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল। তখন রাসূল বললেন, তবে তুমি এহরাম খুল না। কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। জাবের বলেন, যে সকল পশু আলী ইয়ামন হতে এনেছিলেন, আর যা নবী করীম (ছাঃ) নিজে সাথে এনেছিলেন তা একত্রে হল একশত। জাবের বলেন, সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) এবং যাদের সাথে তাঁর ন্যায় কুরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সবাই এহরাম খুলে ফেলল এবং মাথা ছাঁটাল। অতঃপর যখন (৮ যিলহজ্জ) তারবিয়ার দিন আসল, (যারা এহরাম খুলে ফেলেছিলেন তারা) সবাই নতুনভাবে এহরাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর-আছর, মাগরিব-এশা ও ফজরের ছালাত পড়লেন। অতঃপর তথায় সামান্য সময় অপেক্ষা করলেন, যাতে সূর্য উঠল। এসময় তিনি হুকুম করলেন, কেউ গিয়ে যেন নামিরায় তাঁর জন্য একটি পশমের তাঁবু টানায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা জাহেলিয়াতে করত (এবং সাধারণের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবেন না, যাতে তাদের মান হানি হয়); কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন, যতক্ষণ না আরাফার নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন এবং দেখলেন, তথায় নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটান হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানে অবতরণ করলেন (ও অবস্থান গ্রহণ করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে পড়ল তিনি তাঁর কাছওয়া উটনী সাজাতে আদেশ দিলেন, আর তা সাজানো হল এবং তিনি 'বাতনে ওয়াদী' বা আরানা উপত্যকায় পৌঁছলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন-

'তোমাদের একের জান ও মাল তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল স্থানে) হারাম, যেভাবে এদিনে, এ মাসে, এ শহরে হারাম। শুন, মূর্খতার যুগের সকল অপকর্ম রহিত হল এবং মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীসমূহও রহিত হল, আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার নিজ বংশের আয়াশ) ইবনু রবী'আ ইবনে হারেছের রক্তের দাবী। সে বনী সা'দ গোত্রে দুধপান অবস্থায় ছিল, এমন অবস্থায় হুযাইল ইবনু হারেছের লোকেরা তাকে হত্য করে। এভাবে মূর্খতার যুগের সুদ রহিত হল, আর আমাদের সুদসমূহের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। তা সমস্ত রহিত হল।

দ্বিতীয় কথা হল, 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হল, তারা যেন তোমাদের জেনান মহলে অপর কাউকেও যেতে না দেয়, যা তোমরা অপসন্দ করে থাক। যদি তারা তা করে,

তবে তাদেরকে মারবে অকঠোর মার আর তোমাদের উপর তাদের হক হল, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে (বাসস্থানসহ)।

তৃতীয় কথা হল, 'আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধরে থাক, তবে তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত'।

হে লোকসকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন কি বলবে? তারা উত্তরে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি আপন শাহাদত অঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দ্বারা মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

অতঃপর বেলাল আযান দিলেন ও একামত বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) যোহর পড়লেন। বেলাল পুনরায় একামত বললেন এবং রাসূল (ছাঃ) আছর পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে অপর কোন নফল পড়লেন না। তৎপর তিনি কাছওয়া উঠনীতে সওয়ার হয়ে মাওকেফে (অবস্থানস্থলে) পৌঁছলেন এবং তার পিছন দিক (জাবালে রহমতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে আপন সম্মুখে করে ক্বিবলার দিকে হলেন। এভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং পিত্তাভ বর্ণ কিছুটা চলে গেল। অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর তিনি উসামাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে বসালেন এবং সওয়ারী চালাতে লাগলেন যতক্ষণ না মুযদালিফায় পৌঁছলেন। তথায় তিনি এক আযান ও দুই একামতের সাথে মাগরিব ও এশা পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে কোন নফল পড়লেন না। অতঃপর শুয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না উষা উদয় হল। তৎপর যখন উষা পরিষ্কার হয়ে গেল আযান ও একামতের সাথে ফজরের ছালাত পড়লেন। অতঃপর তিনি কাছওয়ায় সওয়ার হলেন, যাতে তিনি মাশ'আরুল হারাম নামক স্থানে পৌঁছলেন। তথায় তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি তথায় দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন, যতক্ষণ না আকাশ খুব ফর্সা হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন এবং (স্বীয় চাচাত ভাই) ফযল ইবনু আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসালেন, যাতে তিনি 'বাতনে মুহাসসির' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। অতঃপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ঐ জামরার নিকট পৌঁছলেন, যা গাছের নিকটে আছে (অর্থাৎ বড় জামরা) এবং বাতনে ওয়াদী অর্থাৎ নীচের খালি জায়গা হতে তার উপর সাতটি কাঁকর মারলেন, মর্মর দানার

মত কাঁকর এবং প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর সেখান হতে ফিরলেন কুরবানীর স্থানের দিকে এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন, আর যা বাকী থাকল তা আলীকে দিলেন। তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি স্বীয় পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেক পশু হতে কিছু অংশ নেওয়া হয় এবং একত্রে পাকনো হয়। তদানুযায়ী একটি ডেগে তা পাকানো হল এবং তাঁরা উভয়ে তার গোশত খেলেন ও শুরুয়া পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সওয়ার হলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় গিয়ে যোহর পড়লেন। অতঃপর তিনি (আপন গোত্র) বনী আব্দুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছলেন, যারা যমযমের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! টান, টান, যদি আমি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোক তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তা হতে তিনি কিছু পান করলেন' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৪৪০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ. أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে তামাত্তু‘ করেছিলেন হজ্জের সাথে ওমরা মিলিয়ে। তিনি যুলহুলায়ফা হতে কুরবানীর পশু সাথে নিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন ওমরার, অতঃপর তালবিয়া বললেন, হজ্জের। সুতরাং লোকেরাও তামাত্তু‘ করল নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের সাথে ওমরা মিলিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ কুরবানীর পশু সঙ্গে নিল আর কেউ তা সাথে নিল না। অতঃপর যখন নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় পৌঁছলেন, লোকদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, সে যেন হালাল মনে না করে এমন কোন বিষয়কে, যা (এহরামের কারণে) তার প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ না সে স্বীয় হজ্জ সম্পন্ন করে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ করে এবং মাথা ছাঁটিয়ে হালাল হয়ে যায়। অতঃপর হজ্জের এহরাম বাঁধে এবং কুরবানীর পশু নেয়। আর যে কুরবানীর পশু নিতে পারবে না, সে যেন তিন ছিয়াম রাখে হজ্জের মওসুমে আর সাত দিন যখন বাড়ীতে ফিরে যাবে।

অতএব রাসূল প্রথমে ওমরার জন্য বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন, যখন মক্কায় পৌঁছলেন এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি তওয়াফে তিনবার জোরে চললেন আর চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন। যখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ শেষ করলেন মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু’রাক‘আত ছালাত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। অতঃপর রওয়ানা হলেন এবং ছাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাতবার ছাফা-মারওয়ার সাঈ করলেন। কিন্তু তৎপর তিনি হালাল করলেন না (এহরামের কারণে) যা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ না স্বীয় হজ্জ সমাপন করলেন। অর্থাৎ কুরবানীর তারিখে কুরবানী করলেন এবং (মিনা হতে) মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতঃপর পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন এহরামের কারণে যা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হতে। আর লোকদের মধ্যে যে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিল সেও অনুরূপ করল, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৪২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা হতে ওরয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলেন, অতঃপর হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে চুমা দিলেন,

তৎপর বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতঃপর ছাফার উপর চড়লেন, যাতে তিনি বায়তুল্লাহ দেখতে পান। তৎপর হাত উঠালেন এবং আল্লাহর যিকির ও দো'আ করতে থাকলেন যা তিনি চাইলেন *(আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬০)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে উঠাবেন, তখন তার দু'টি চোখ হবে যদ্দারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যদ্দারা তা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ}-

আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্য জায়গায় এরূপ দো'আ করতে শুনেছি, 'হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও' *(আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৬)*।

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ-

আবেস ইবনু রবী'আহ বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি এবং এ কথা বলতে শুনেছি, আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি একটা পাথর যা কারো উপকার করতে পারে না, কারো ক্ষতিও করতে পারে না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুমা দিতাম না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৪৭৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُّعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিনে অন্যদিনের চেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি সেদিন তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন এরা কি চায় বল? তারা যা চায় আমি তাই দিব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪৭৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আরাফার দিন প্রচুর মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সেদিন মানুষ আল্লাহর কাছে যা চাইবে তিনি তাই দান করবেন। সেদিন আল্লাহ মানুষকে দেয়ার জন্য খুব নিকটবর্তী হয়ে যান।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হাজারে আসওয়াদ যখন জাহান্নাম থেকে অবতীর্ণ হয় তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহ তাকে কাল করে দিয়েছে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬২)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, লাঠি, হাত বা ইশারা করে যে কোনভাবে হাজারে আসওয়াদকে চুমা দিতে পারলে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। গুনাহর খারাপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার প্রমাণ এই পাথর।

আল্লাহর রাস্তায় দানকারী

দান এমন একটি নেকীর কাজ যা দ্বারা আল্লাহর বিশেষ রহমত পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় গোপনে দান করতে পারলে ক্বিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ তাকে তার বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য ক্বিয়ামতের দিন দান হবে প্রমাণ স্বরূপ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَام عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ، وَرَجُلاَن تَحَابًّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَال، فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ন শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন যখন কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ তা‘আলা সাত শ্রেণীর লোককে বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। তার মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে আল্লাহর পথে গোপনে দানকারী। প্রকশ্যে দান করা জায়েয হলেও গোপনে দান করলে যেমন নেকী হয় প্রকাশ্যে দান করলে তেমন নেকী হয় না। অতএব বড় লাভবান হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর পথে দান করা।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للّٰه إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দান মানুষের সম্পদকে হ্রাস করে না। আর তা বান্দাকে ক্ষমা করে, তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে উন্নত করেন’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯; বাংলা মিশকাত হা/১৭৯৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّة وَلِلْجَنَّة أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَاد دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে, অথচ জান্নাতের দরজা অনেক (আটটি)। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত

আদায়কারী হবে তাকে ছালাতের দরজা হতে আহ্বান করা হবে এবং যে ব্যক্তি দানকারী হবে তাকে দানের দরজা হতে আহ্বান করা হবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, দানকারীদের জন্য জান্নাতে একটি নির্ধারিত দরজা থাকবে এবং সে দরজা হতে তাকে ডাকা হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, ‘হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশিনী যেন আপন প্রতিবেশিনীকে উট বা ছাগলের একটি খুর দান করাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে’ (অর্থাৎ সামান্য হলেও যেন দান করে) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৯৮)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ-

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ভাল কাজকেই তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখে সাক্ষাৎ করা’ *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০০)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ قَال فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ، قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلْهُ، قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ-

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলমানেরই দান করা উচিত। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি দান করার কিছু না পায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন স্বীয় হাতে কাজ করে, অতঃপর তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অন্যকেও দান করে। তারা বললেন, যদি সে এই ক্ষমতা না রাখে অথবা এটা করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে উৎপীড়িত অভাবগ্রস্তের (শারীরিক) সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদি সে এরূপও করতে না পারে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন ভাল কাজের উপদেশ দেয়। তারা বললেন, যদি সে এটাও না করে?

রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন সে যেন অন্ততঃ মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। এটাই তার পক্ষে দান' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮০১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِه فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই প্রত্যেক দিনে যাতে সূর্য উদিত হয় একটি দান করা উচিত। দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করাও একটি দান এবং কোন ব্যক্তিকে তার সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা, তাকে তার সওয়ারীতে উঠিয়ে দেওয়া অথবা তার কোন আসবাব তার উপর উঠিয়ে দেওয়াও একটি দান। কারও সাথে উত্তম কথা বলাও একটি দান। ছালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপও একটি দান এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও একটি দান' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮০২)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَ اللهَ وَهَلَّلَ اللهَ وَسَبَّحَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَثِ مِائَةَ فَإِنَّهُ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ঐ তিনশত ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবার বলল, আল-হামদুলিল্লাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ বলল অথবা মানুষের চলার পথ হতে একটি পাথর বা কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দিল অথবা কাকেও কোন ভাল কাজের উপদেশ দিল, অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল, ঐ ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ- সেদিন সে চলতে থাকল (বেঁচে থাকল) নিজেকে জাহান্নাম হতে দূরে রেখে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৩)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ، قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ-

আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ বলাই একটি ছাদাকা, প্রত্যেক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি ছাদাকা এবং ভাল কাজের উপদেশ দেওয়াও একটি ছাদাকা এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি ছাদাকা। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি ছাদাকা। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর তাতেও কি তার ছওয়াব হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ তা হারামে স্থাপন করত, তবে তার জন্য তাতে গোনাহ হত কি-না? এরূপে যখন সে তাকে হালালে স্থাপন করল, তাতেও তার ছওয়াব হবে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِآخَرَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কত উত্তম দান দুধেল উটনী ও দুধেল ছাগী, যা দুধ পানের জন্য কাউকে ধারে দেওয়া হয়, যা সকালে এক ভাণ্ড দুধ দেয় ও বিকালে এক ভাণ্ড' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ হতে সরিয়ে ফেলব, যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে তা সরিয়ে ফেলল। ফলে লোকটিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৫)*।

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلْ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ-

আবু বারযা আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করবে' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮১১)*।

এতে বুঝা গেল যে, যে কাজ মানুষ বা প্রাণীর উপকার সাধন করে সেটাই দান। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোও একটি ছাদাক্বা। এমন কাজের পরিণাম জান্নাত। এই তিনটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করা হারাম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ قِيْلَ اِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দান করার কারণে একটি পতিতা মহিলাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। একটি কুপের পাড়ে উপবিষ্ট একটি কুকুরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখল কুকুরটি হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় মৃত্যুর উপক্রম হয়েছে। এ দেখে সে নিজের মোযা খুলে মাথার ওড়নায় বেঁধে কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এ কারণে তাকে মাফ করে দেয়া হল। এসময় রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, (হে আল্লাহর রাসূল!) পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য নেকী রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায়ই নেকী রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০২, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৭)*। প্রাণীর সেবা করা ছাদাক্বা। আর এই সেবার বিনিময় ক্ষমা। যেমন একজন পতিতা মহিলা প্রাণীর সেবা করে ক্ষমা পেয়েছে। কুকুর একটি নিকৃষ্টতর প্রাণী। তার সেবার মাধ্যমে যদি কোন পতিতা মহিলা মুক্তি পেতে পারে, তাহলে মানব সেবা কতই না উত্তম! আমাদের পার্শ্বে পীড়িত, রুগ্ন, অসহায় অনেক মানুষ থাকে। যাদের সেবায় এগিয়ে আসা আমাদের যরূরী কর্তব্য।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ-

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬/৩৪৮৪)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ وَغَيْره مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ-

আবু উমামা এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে কোন মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২৮)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيُ غَضَبَ الرَّبِّ-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, গোপন দান এমন এক ইবাদত যা প্রতিপালকের রাগকে মুছে দেয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْد الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِه وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً-

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলমান স্বীয় পরিবারের প্রতি কোন খরচ করে আর তার ছওয়াবের আশা রাখে তা তার জন্য দানস্বরূপ হয়' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একটি দীনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি গোলাম আযাদ করায় খরচ করেছ, একটি দীনার তুমি একজন দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি তোমার

পরিবার-পরিজনের প্রতি খরচ করেছ- এদের মধ্যে যেটি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় করেছ, সেটিই হল ছওয়াবের দিক দিয়ে অধিক বড়' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৫)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ-

আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তুমি শুরুয়া পাক করবে তাতে পানি বেশী দিবে, অতঃপর তা দ্বারা তুমি তোমার প্রতিবেশীদের খবরগিরি করবে'। অর্থাৎ তাদেরও দান করবে *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৮৪১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দান শ্রেষ্ঠ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'গরীবের কষ্টের দান এবং তুমি তোমার দান আরম্ভ করবে তোমার অধীনস্থদের থেকে' *(আবু দাউদ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৪২)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য হতে কিছু দান করে অপচয় না করে, তার ছওয়াব হয়, সে যে দান করল তার কারণে এবং স্বামীর ছওয়াব হয় সে যে উপার্জন করল তার কারণে। মাল রক্ষক খাজাঞ্চীর জন্যও রয়েছে তার অনুরূপ। এতে একে অন্যের ছওয়াবের কিছুই কম করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৫১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন স্ত্রী দান করে স্বীয় স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ব্যতীত, তার ছওয়াব হয় স্বামীর অর্ধেক' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৮৫২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيْهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيقُوْلُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে উঠে, আকাশ হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৬)*।

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِيْ وَلاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ-

আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'দান করতে থাকবে এবং তাতে হিসাব করবে না, যাতে হিসাব করেন আল্লাহ তোমাকে দান করতে এবং ধরে রাখবে না যাতে আল্লাহ ধরে রাখেন তোমার ব্যাপারে। তোমার সামর্থ্য অনুসারে সামান্য হলেও দান করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৮)*।

عنْ أَبِيْ أُمَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ أنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ، ولاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدأ بِمَنْ تَعُوْلُ-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার আবশ্যকের অতিরিক্ত যা আছে, তা দান করবে- এটা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তাকে ধরে রাখবে- এটা তোমার জন্য অমঙ্গল। তবে নিন্দার যোগ্য হবে না তুমি তোমার জীবন ধারণ পরিমাণ ধরে রাখায় এবং প্রথমে দান করবে তোমার অধীনস্থদের' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/১৭৬৯)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলুম হতে বেঁচে থাকবে, কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ হবে এবং বেঁচে থাকবে কৃপণতা হতে, কেননা কৃপণতা ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭১)*।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوْا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا-

হারেছা ইবনু ওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দ্রুত দান কর। কেননা তোমাদের প্রতি এমন সময় আসবে, যে সময় মানুষ স্বীয় দান নিয়ে ফিরবে; কিন্তু দান গ্রহণ করার মত কাউকেও পাবে না। তখন লোক বলবে, যদি তা নিয়ে গতকাল আসতে গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আমার তার কোন প্রয়োজন নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? তিনি বললেন, 'যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর, অপরদিকে ভয় কর তুমি দারিদ্রের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার- তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য অথচ মাল অমুকের হয়েই গিয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/১৭৭৩)*।

ঋণগ্রস্তকে অবকাশ প্রদানকারী

কোন ব্যক্তির উপর যদি ঋণের পরিমাণ তার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক হয়, সে ক্ষেত্রে পাওনাদারগণের জন্য কল্যাণকর হবে ঋণীকে অবকাশ দান করা। ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দানকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের মাঠে বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। আল্লাহ এমন লোককে ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৫)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে এবং তাকে ঋণ হতে মুক্তি দিলে আল্লাহ ঋণদাতাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ-

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দেন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে রক্ষা পেতে হলে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ-

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৭)*।

عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ–

আবু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন রহমতের এক বিশেষ ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ঋণ মুক্ত করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ক্বিয়ামতের মাঠে রহমতের বিশেষ ছায়া দান করবেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً اشْتَرَوْا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوْا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি কঠোরতার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রাপ্যের তাগাদা করল। এতে ছাহাবীগণ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ছাহাবীগণকে বললেন, তাকে কিছু বল না। কারণ পাওনাদার কঠোর উক্তি প্রয়োগ করতে পারে। তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একটি উট ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। ছাহাবীগণ বললেন, তার প্রাপ্য উট অপেক্ষা বড় উট ভিন্ন অন্য উট পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বড়টিই ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সক্ষম ব্যক্তির জন্য (অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে) টাল-বাহানা করা অন্যায়। তোমাদের কারো প্রাপ্য পরিশোধে

ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা কর্তব্য' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অপর লোকের মাল (ঋণরূপে) গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার নিয়তের সাথে, আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ (করায় সাহায্য) করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণদাতার মাল বিনষ্ট করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন' *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮৪)*।

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللهُ عَنِّيْ خَطَايَايَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، نَادَاهُ فَقَالَ نَعَمْ إِلا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ جِبْرِيْلُ-

আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন তো যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই দৃঢ়পদ থেকে, ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সম্মুখ পানে অগ্রগামী থেকে, পশ্চাদপদ না হয়ে, তবে আল্লাহ আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগল পিছন হতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু ঋণ মাফ হবে না। জিবরীল (আঃ) এসে এ কথাই বলে গেলেন' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮৫)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদের সমস্ত গোনাহই মাফ করা হয়, ঋণ ব্যতীত' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮৬)*।

জিহাদকারী

জিহাদের সংজ্ঞা : জিহাদের আভিধানিক অর্থ সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা, পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করা। পারিভাষিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর পথে শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা করা। জিহাদ দু'ধরনের হতে পারে। (১) আল্লাহর পথে (নিজের কোন হালাল সম্পদ রক্ষার্থে) জান-

মাল নিয়ে শক্তি সহকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। (২) নফসকে ঠিক রাখা বা শয়তান ও ফাসেকদের কুমন্ত্রণা হতে অন্তরকে ন্যায়ের প্রতি অটল রাখা। জিহাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে তাঁর রাসূল (ছাঃ) এবং মুমিনদেরকে লক্ষ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদ করা ফরয। জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'হে ঈমানাদারগণ! আমি তোমাদেকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং তা এমন মনোরম যা অনন্তকাল বসবাসের জন্য, এটাই মহা সাফল্য' *(ছফ ১০-১২)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ- 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত' *(আলে ইমরান ১৬৯)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে।

তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য' *(তওবা ১১১)*।

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হল।-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল ও রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করল, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ১০০টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরিভাগে করুণাময় আল্লাহর আরশ। সে স্থান হতে জান্নাতের নদী সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৮৭, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। যার উচ্চতা আসমান-যমীনের ব্যবধান সমান। যার উপর আল্লাহর আরশ। যেখান হতে জান্নাতের ঝর্ণা প্রবাহিত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে সত্যিকার জিহাদাকারী জিহাদ হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত এমন ছিয়াম পালনকারী ও ছালাত আদায়কারীর মত যে সর্বদা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় ছিয়াম ও ছালাতে মশগূল থাকে' (অর্থাৎ জিহাদে গমন করার পর মুজাহিদের জন্য সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব প্রদান করা হয়) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৪)* ।

অন্য বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই, আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই। তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৪)* ।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا-

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারা দেওয়া সমস্ত দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৭)* ।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সমস্ত কিছু হতে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৮)* ।

عَنْ أَبِيْ عَبْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ-

আবু আব্স (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না' *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬২০)* ।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদগণ শাহাদত বরণের মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাংখা করবে, যাতে সে আরো দশ বার শহীদ হতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬২৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবুনল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়, ঋণ ব্যতীত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮০৬, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩২)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বারার কন্যা রুবাইয়্যা যিনি হারেছা ইবনু সুরাকার মাতা হিসাবে পরিচিত (আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর ফুফু) তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি হারেছা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেছা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এক অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিঁধেছিল। সুতরাং সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। অন্যথা তার জন্য অঝোরে কাঁদতে থাকব। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে হারেছার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে। তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ؟ قالوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ! مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য কাকে শহীদ বলে মনে কর? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাকেই শহীদ বলে মনে করি, যে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দিয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অনেক কম হবে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মারা যায় সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায় সেও শহীদ। আবর কেউ পেটের ব্যথায় মারা যায় সেও শীহদ' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩৭)*।

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَله إِلاَّ الَّذيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ-

ফুযালা ইবনু ওবায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অর্থাৎ দ্বীন হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফিৎনা হতেও সে নিরাপদে থাকবে' *(তিরমিযী ও আবুদাঊদ, দারেমী এ হাদীছটি ওক্ববা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত হা/৩৮২৩, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৪৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وفِي اخرى فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا وَفِي أُخْرَى فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর আযাবের ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ দোহনকৃত দুগ্ধ পুনরায় পালানে ঢুকে না যায়। অর্থাৎ দোহনকৃত দুগ্ধ যেমন তার পালানে ঢুকানো অসম্ভব তেমনি আল্লাহর আযাবের ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর রাস্তায় ধূলাবালি এবং জাহান্নামের ধোয়া এক বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না। অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(তিরমিযী)*।

নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহর রাস্তায় ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনো একত্র হবে না। নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঐ দু'টি জিনিস কোন বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কখনো কোন বান্দার অন্তরে মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না' *(মিশকাত হা/৩৮২৮, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৫৩)*।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوِّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنْ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ-

মিকদাদ ইবনু মা'আদী কারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখানো হয়। (২) কবরের আযাব হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৩) ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৪) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হতে উত্তম। (৫) তার স্ত্রী হিসাবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হূর দেওয়া হবে। (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য হতে ৭০ জনের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৫৯)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চাইতে কোন জিনিস এত প্রিয়তম নেই। দু'টি ফোঁটার একটি হল আল্লাহর আযাবের ভয়ে চক্ষু হতে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্ন দু'টির একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর ফরয সমূহের কোন একটি ফরয আদায় করার চিহ্ন' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ يَا أَبَا مُوْسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ-

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের দরজা সমূহ মুজাহিদের তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে এক শ্রেণীর জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন? আবু মূসা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি তার সাথীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল। তা দ্বারা অনেক শত্রুকে হত্যা করল এবং শেষে নিজেও শত্রুদের আঘাতে শহীদ হল' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৭৬)*।

ওতবা ইবনু আবদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিহাদে যে সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করে তারা তিন প্রকার। (১) খাঁটি মুমিন যে স্বীয় জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। শত্রুর সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন প্রাণপণে লড়াই করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এই শহীদ আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এমন শহীদ আরশের নিচে আল্লাহর তাবুতে অবস্থান করবে। ঐ সমস্ত শহীদদের চেয়ে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা কেবল নবুওতের মর্যাদা ব্যতীত কোন দিক দিয়ে বেশী হবে না। (২) যে মুমিন তার আমলকে ভাল ও মন্দের সাথে মিশ্রিত করে। অতঃপর নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন প্রাণপণ লড়াই করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এ ধরনের শাহাদত হল পবিত্রকারী, যা গুনাহ-খাতাকে মুছে দেয়। বস্তুতঃ তলোয়ার হল গুনাহ-

খাতা মোচনকারী। ফলে এ ধরনের শহীদ জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (৩) আর তৃতীয় প্রকার শহীদ হল মুনাফেক, যে নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। অতঃপর যখন শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন লড়াই করে নিজেই নিহত হয়। অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলা না করে নিজেই নিতহ হয়। মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা হল জাহান্নাম। কেননা তলোয়ার নেফাককে মিটায় না' *(দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৮৩, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদ পূর্ণ ঈমানের সাথে আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হলে তার আশ্রয়স্থল জান্নাত। তবে যে ব্যক্তি লড়াই না করে শুধু শহীদ হওয়ার আশায় নিহত হয় কিংবা নিজের বীরত্ব যাহির করার আশায় যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়, তার আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম।

জিহাদ কার সাথে এবং কখন করতে হবে

মুসলমানের সাথে কখনো জিহাদ করা জায়েয নয়। কারণ মুসলমান কোন বড় ধরনের অপরাধ করলে তার জন্য ইসলামে তওবার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী হলে প্রমাণ ও সময় সাপেক্ষে মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করতে পারে। হত্যাযোগ্য অপরাধ যেমন (১) কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। (২) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে। (৩) ইসলাম ত্যাগ করলে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪৪৬)*। (৪) এক শ্রেণীর মানুষ যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত মানুষ রচিত পদ্ধতিতে ইবাদত করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৩৫)*। (৫) কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দিলে অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৫৪৯)*। (৬) যাদু শিখলে বা যাদু চর্চা করলে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৫১)*। অবশ্য তওবা করলে রক্ষা পাবে। অমুসলিমদেরকে কখনো হত্যা করা জায়েয নয়; বরং তাদের সাথে সদাচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছে। আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(মুমতাহানা ৮)*।

তবে যদি তারা অত্যাচার করে অন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা জায়েয *(হজ্জ ৩৯, মুমতাহানা ৮)*। প্রকাশ থাকে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে। (১) প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। (২) ইসলাম গ্রহণ না করলে কর দেয়ার জন্য বলতে হবে। কর দিতে রাযী হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। (৩) কর দিতে অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯২৯)*। এই যুদ্ধের ঘোষণা দিবে দেশের সরকার। কোন ব্যক্তি বা দল তাদের ইচ্ছামত এ যুদ্ধের ঘোষণা দিতে পারে না।

জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না

জঙ্গীবাদীরা ধর্মের নামে যে বর্বরোচিত ভয়াবহ কর্মকাণ্ড করে থাকে তা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইসলাম বিরোধী এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে রুখে দাঁড়ানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ তারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈসলামিক কাজ করে ইসলামের নিষ্কলুষ আদর্শকে বিশ্বের দরবারে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। অথচ অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল। হত্যাকারী আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত, ক্রোধভাজন ও জাহান্নামী। একজন মুসলমানকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল। আত্মঘাতি হামলা করাও হারাম। এহেন ন্যক্কারজনক কাজ ইসলাম সমর্থন করে না। শুধু তাই নয়, কোন মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا–

'যে ব্যক্তি কাউকে কোন হত্যার পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল' *(মায়েদা ৩২)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ায় মানব জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে মানুষের মনে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ পুরোপুরি বিদ্যমান থাকার উপর। সাথে সাথে একে অপরের জীবন রক্ষা ও স্থিতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যকারী হওয়ার মানসিকতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ সংহার করে, সে সমগ্র মানবতার দুশমন। কেননা তার মধ্যে যে দোষ পাওয়া যায়, তা যদি সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে গোটা মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে

ব্যক্তি মানুষের জীবন যাপনের ব্যাপারে সাহায্য করে সে প্রকৃতপক্ষে মানবতারই বন্ধু ও সাহায্যকারী। কেননা যে গুণের ফলে মানবতার স্থিতি ও সুরক্ষা নির্ভরশীল তার মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا–

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে তাতে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, তার উপর অভিশাপ করেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৯৩)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে আল্লাহ তার জন্য চারটি কঠিন বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (১) এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। (২) এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। আর যার প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন সে আল্লাহর রহমত ও দয়ার আশা করতে পারে না। (৩) এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন। আর যার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন সে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে না। (৪) এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪৫২; বাংলা মিশকাত হা/৩৩০৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এমন একজন অমুসলিমকে হত্যা করলেও জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। তাহলে মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার স্থান কোথায় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অতীব নগণ্য' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৪৬২; বাংলা মিশকাত হা/৩৩১৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমানের রক্ত সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে অধিক মূল্যবান। একজন মুসলমানকে হত্যা করা পৃথিবী ধ্বংস করার শামিল। কাজেই জঙ্গীবাদীদের কর্মকাণ্ড ইসলামে বৈধ হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আত্মঘাতি হামলা ইসলামে বৈধ নয়

যে কোন অবস্থায় কোন মানুষ আত্মহত্যা করলে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। ধর্মের নামে আত্মহত্যাকারীও জাহান্নামী। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আত্মঘাতি ছাহাবীকেও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ–

'আর তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। মানুষের সাথে সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ আত্মহত্যাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ–

জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা দুঃসহ বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম' *(বুখারী ১/১৮২ পৃঃ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ–

ছাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে জাহান্নামে তাকে লৌহাস্ত্র দ্বারা সর্বক্ষণ শাস্তি দেয়া হবে' *(বুখারী ১/১৮২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে' *(বুখারী ১/১৮২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লৌহাস্ত্র থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে' *(বুখারী ২/৮৬০ পৃঃ)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে বস্তু তার হাতে থাকবে এবং সে তথায় সর্বক্ষণ তা দ্বারা আত্মহত্যা করতে থাকবে। এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। ধর্মের নামেও কেউ আত্মহত্যা করলে তার পরিণতিও হবে অনুরূপ। সুতরাং ধর্মের নামে আত্মঘাতি বোমা হামলাকারীরাও জাহান্নামে একইভাবে বোমার মাধ্যমে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তোফাইল ইবনু আমর দাওসীও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করে আসলেন। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তি হিজরত করে এসেছিল। সে এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার দরুন লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা তার হাতের গিরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে এতেই তার মৃত্যু হল। পরে তোফাইল

ইবনু আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা খুবই সুন্দর কিন্তু তার হাত দু'খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা। তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, আল্লাহ আমাকে তাঁর নবীর নিকট হিজরত করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমি তোমার হাত দুখানা ঢাকা দেখছি কেন? সে বলল, আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ, আমি তা কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন দেখার পর তোফাইল (রাঃ) ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার হাত দু'খানাকেও মাফ করে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৫৬; বাংলা মিশকাত হা/৩৩০৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মহত্যা তো দূরের কথা কোন মানুষই তার নিজের শরীরের বাহ্যিক ও আত্মিক কোনটাই নষ্ট করতে পারে না। আর নষ্ট করা বা অকেজো করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গ নষ্ট করে, তাহলে আল্লাহ তার সে নষ্ট অঙ্গকে ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ পরকালে তা ঠিক করে দিবেন না। কাজেই আত্মঘাতি বোমাবাজরা কোনদিন ক্ষমা পাবে এ আশা করা যায় না। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِيْ الإِسْلاَمَ: هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الَّذِيْ قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّه قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَّرْتَابَ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيْلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِه جِرَاحًا شَدِيْدًا، فَلَمَّا كانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّه لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যে লোকটি সম্পর্কে

আপনি বলেছিলেন সে লোকটি জাহান্নামী, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। রাবী বলেন, এ কথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তারা এ সম্পর্কিত কথা-বার্তায় রয়েছেন। এ সময় খবর এল যে লোকটি মরে যায়নি; বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী (ছাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছান হল। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর নবী (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে পাপী-মন্দ লোকদের দ্বারা সাহায্য করেন' *(বুখারী ১/৪৩০ পৃঃ)*।

মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম

মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করাও ইসলামে জায়েয নয়। হত্যার হুমকি প্রদান করাও ইসলামে নেহায়েত অন্যায়। এমনকি একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত ও মুখ দ্বারা কোনভাবে কষ্ট দিতে পারে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَّعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمٌ-

ইবনু আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলেছেন যে, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফর করতেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গী একটি রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশিখানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে অন্য কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করবে' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাহ হা/৩৫৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা সে জানে না হয়তো শয়তান তার অস্ত্রটির দ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিয়ে দিতে পারে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৮; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অস্ত্র দ্বারা ইশারা করতে পারে না। কারণ শয়তান সর্বদা কোন মুসলমানের দ্বারা অঘটন ঘটাবার সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকে। আর অস্ত্র দ্বারা ইশারাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। তাই মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এমন কোন কাজ করা ইসলামী শরী'আতে হারাম।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহার অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ঐ অস্ত্র হাত থেকে না ফেলা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার প্রতি লানত করতে থাকেন, যদিও সে তার সহোদর ভাইও হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫১৯)*। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক কোন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের প্রতি অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করার পরিণাম হল জাহান্নাম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا-

ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫২০; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৫)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা মুসলমানের রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَاعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا-

সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করল সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২১; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৬)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করছে এবং নির্বিচারে মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করছে, তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। তাদেরকে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের কোন সহযোগিতা করা যাবে না। তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দেয়া যাবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ-

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করে সে কাফির।

মুসলিম কখন হত্যাযোগ্য

একজন মুসলমান বিভিন্ন কারণে হত্যাযোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ মুসলমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথ প্রমাণিত হতে হবে। কোন ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করলে, সে মুরতাদ হবে। আর মুরতাদ প্রমাণিত হলে, তাকে হত্যা করতে হবে এটাই ইসলামী বিধান। মুরতাদ প্রমাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ- 'যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করে না, তারা কাফের' *(মায়েদা ৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ- 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালিম' *(মায়েদা ৪৫)*। এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ- 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না তারা ফাসিক' *(মায়েদা ৪৭)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এক অপরাধের কারণে তিনটি সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপরাধীর অপরাধ তদন্ত করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি কুরআনের হুকুমকে ভুল এবং অকল্যাণকর মনে করে কুরআনী

বিধানকে উপেক্ষা করে বিচার করে তাহলে সে কাফির বা হত্যাযোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে নির্ভুল ও সঠিক মনে করে এবং কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করে অথচ কার্যত তার বিপরীত ফায়ছালা করে সে কাফির নয়; বরং ফাসিক। আর যে ব্যক্তি বাদী-বিবাদীর অপরাধ স্পষ্ট বুঝার পর অন্যায়ভাবে বিচার করে, সে যালিম বা অত্যাচারী। আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيْمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘ঈমান কোন লোককে হঠাৎ হত্যা করা হতে বিরত রাখে। সুতরাং কোন মুমিন যেন কোন লোককে হঠাৎ হত্যা না করে’ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৪৮; বাংলা মিশকাত হা/৩৩২৯)*।

ব্যাখ্যা : কোন মানুষকে যথাযথ যাচাই না করে হঠাৎ হত্যা করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি পূর্ব পরিচিত নয়, তাকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেই কাঙ্খিত ব্যক্তি কি না? একজন মানুষকে হত্যা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই লক্ষণীয়। (১) হত্যার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধী কৃত অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসাবে জানে কি না। (২) হত্যার পূর্বে অপরাধীর সমমানের লোককে অথবা তার চেয়ে কোন যোগ্য লোককে গিয়ে বলতে হবে আপনার এ অপরাধের কারণে আপনি হত্যার যোগ্য। (৩) অপরাধীকে হত্যা করার পূর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করাতে হবে তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত। এসময়ের মধ্যে সে অপরাধকে স্বীকার করে তওবা করলে তাকে হত্যা করা যাবে না। (৪) এ সময়ে অপরাধীকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে তওবা করবে, না নিহত হওয়ার পথ অবলম্বন করবে? (৫) হত্যার রায় প্রদানকারীকে প্রকাশ্য ও প্রতিষ্ঠিত নেতা হতে হবে। (৬) হত্যার আদেশ দেয়ার মত শারঈ ও সামাজিক ক্ষমতা থাকতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত না হয়ে কোন মুসলমানকে মুরতাদ বলে হত্যা করা যাবে না।

অমুসলিমদের সাথে কখন যুদ্ধ বৈধ

যে কোন অমুসলিমকে যে কোন সময়ে হত্যা করা হারাম; বরং তাদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(মুমতাহানা ৮)*।

রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। আয়লা নামক এক দেশের অমুসলিম বাদশা রাসূল (ছাঃ)-কে একটি খচ্চর উপঢৌকন দিয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) এক অমুসলিম ব্যক্তিকে একটি কাপড় উপঢৌকন দিয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৭ পৃঃ)*। অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে হত্যা করাতো বহু দূরের কথা কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত-অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী শরী'আতে নেই। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কোন অমুসলিম দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করার পরিকল্পনা করলে মুসলমানরা তাদের মোকাবিল করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। মোকবিলার পদ্ধতি হচ্ছে-

সুলাইমান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল তিনি যখন কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে একান্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং সঙ্গীদের সাথে ভাল আচরণ করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে যাও। আর যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। সাবধান জিহাদে যাও, কিন্তু গণীমতের মালে খিয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ কর না। শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ কর না অর্থাৎ তাদের হাত, পা, নাক, কান কর্তন কর না এবং কোন শিশুকে হত্যা কর না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক কাফির শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দিবে। তিনটি প্রস্তাবের কোন একটি মেনে নিলে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং তাদের প্রতি আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। প্রথমতঃ যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তাদেরকে মুসলিম বলে মেনে নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকবে। তাদেরকে কাফেরদের দেশ হতে মুসলমানদের দেশে হিজরত করে চলে আসার আহ্বান জানাবে। তাদেরকে এটাও অবগত করবে যে, তারা যদি হিজরত করে তবে তারাও সে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে যা মুহাজিরগণ লাভ করেছেন। আর সে সমস্ত দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হবে যা মুহাজিরীনদের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে রাযী না হয়, তখন তাদেরকে অবহিত করবে যে, তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে যেরূপ আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের সাথে করা হয়। অর্থাৎ তারা ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, ক্বিছাছ ও দীয়ত ইত্যাদি মেনে চলবে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল ও

বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল হতে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য তারা এ সম্পদের অংশ তখনই পাবে যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে। দ্বিতীয়তঃ যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন তাদের নিকট হতে জিযিয়া বা কর আদায়ের প্রস্তাব পেশ করা হবে। যদি তারা কর দিতে রাযী হয়, তুমি তাদের কর গ্রহণ করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। তৃতীয়তঃ যদি তারা জিযিয়া বা কর দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯২৯; বাংলা মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের ময়দানেও কোন অমুসলিমকে অযথা হত্যা করা যাবে না; বরং হত্যা করার পূর্বে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে, তাকে জিযিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার প্রস্তাব দিতে হবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয়-পরাজয় উভয়েই হতে পারে। রাসূল (ছাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না। এখানে প্রত্যেক মানুষের একান্তভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়, তাহলে একজন মুসলমানকে অজ্ঞাতভাবে কি করে হত্যা করা জায়েয হতে পারে।

অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য করা যায় কি?

অত্যাচারী শাসক যতদিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত তার আনুগত্য করা যাবে। অত্যাচারী শাসক যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করে কিংবা অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবুও তার আনুগত্য করতে হবে। হরতাল করে গাড়ী ভাঙচুর করে বিভিন্নভাবে ধর্মঘট করে দেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে কোন সরকারকে অপসারণ করা শরী'আতে আদৌ জায়েয নয়।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الاَشْجَعِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِّنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ–

আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের শাসকদের মধ্যে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালবাস এবং যারা তোমাদেরকে ভালবাসে। আর তোমরা তাদের জন্য দো'আ কর এবং তারাও তোমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করে। আর তোমাদের সেই শাসকই খারাপ যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের অপসারণ করব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাথে ছালাত কায়েম করবে, আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। সাবধান! যাকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর তার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানীর কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়, তখন তোমরা তার সেই নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণা কর, তার সহযোগিতা কর না। কিন্তু তার আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৩)*।

ব্যাখ্যা : এ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, নাফরমান ব্যক্তি ভালমানুষের শাসক হতে পারে। অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে, ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অত্যাচারী শাসকের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না। তাকে অপসারণ করার কোন চেষ্টা করা যাবে না।

عَنْ أُمِّ سلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوْا : أَفَلاَ نَقْتُلُهُمْ؟ قَالَ : لاَ، مَا صَلُّوْا، لاَ مَا صَلُّوْا-

উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করবে। তোমরা তা বুঝতে পারবে এবং অপসন্দও করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে মুখের উপর বলে দিবে যে তোমার একাজ শরী'আত বিরোধী, সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শাসকের এ মন্দ কাজকে মনে মনে খারাপ জানবে সে ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং উক্ত কাজে শাসকের আনুগত্য করবে সে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে তার সাথে শরীক হবে। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল

(ছাঃ)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০২)*।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে অত্যাচারী শাসক সম্পর্কে চারটি নীতি পেশ করা হয়েছে- (১) তার অন্যায়ের বিরোধিতা করলে মুক্তি পাবে। (২) অন্যায়কে অপসন্দ করলে গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে। (৩) তার অন্যায় কাজের প্রতি সম্মতি জানালে তার সাথে গুনাহে শরীক হবে। (৪) এমন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ.

আবুদল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বরেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, 'অচিরেই তোমরা আমার মৃত্যুর পরে এমন স্বার্থপর শাসক এবং শরী'আত বিরোধী কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পরিশোধ করে দাও এবং নিজেদের প্রাপ্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭২; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৩)*। অত্র হাদীছে অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আর নিজেদের হক আল্লাহর নিকট থেকে নেয়ার জন্য প্রার্থনা করার আদেশ করা হয়েছে।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، فإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ-

ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, একবার সালমা ইবনু ইয়াযীদ জু'ফী রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি আদেশ করেন, যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যে আমাদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? রাসূল

(ছাঃ) বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৪)*।

ব্যাখ্যা : (১) শাসকের দায়িত্ব প্রজাবৃন্দের প্রতিপালন করা এবং তাদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করা। (২) প্রজার দায়িত্ব হল আনুগত্য করা এবং কোন অনাচারের মুখোমুখি হলে বিরোধিতা না করে ধৈর্যধারণ করা। শাসকের আদেশ শ্রবণ করা এবং তা যথাযথ মান্য করা।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ بَعْدِيْ أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ حُذَيْفَةُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الْأَمِيْرَ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ-

হুযাইফা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার মৃত্যুর পর এমন কতিপয় ইমাম ও শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা আকার-আকৃতিতে ও চেহারা-ছুরাতে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ হবে শয়তানের অন্তরের ন্যায়। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (ছাঃ)! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই, তখন আমার করণীয় কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার শাসক যা আদেশ করবে, তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে যদিও তোমাকে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/৫১৪৯)*।

ব্যাখ্যা : এমন শাসক হবে যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে উপেক্ষা করবে। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অমান্য করবে। তাদের আকার-আকৃতি মানুষের মত হবে তবে তাদের আচার-আচরণ শয়তানের মত হবে। তারা অন্যায়ভাবে জনগণকে ধরে শাস্তি দিবে, অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ জব্দ করবে বা ছিনিয়ে নিবে। তবুও তাদের কথা শ্রবণ করতে হবে এবং তাদের আদেশ মানতে হবে। অতএব অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তাকে অপসারণ করার কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না। বরং তার যথাযথ আনুগত্য করতে হবে যতদিন সে ছালাত আদায় করবে।

॥ সমাপ্ত ॥

লেখকের অন্যান্য বই

১. আদর্শ পরিবার।

২. আদর্শ নারী।

৩. কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত।

৪. বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়।

৫. আইনে রাসূল দো'আ অধ্যায়

৬. মরণ একদিন আসবেই।

৭. তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে?

৮. তাওযীহুল কুরআন (৩০তম পারা)।

প্রাপ্তিস্থান

۞ মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

۞ তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল, ঢাকা।

۞ আল-আমীন জামে মসজিদ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

۞ বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বেরাইদ, ঢাকা।

۞ জালি বাগান হাফিযিয়া মাদরাসা
রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

۞ পিটিআই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।